নামাযের অন্তরালে

মুহাম্মদ শহীদুল মুল্‌ক

নামাযের অন্তরালে

মুহাম্মদ শহীদুল মুল্‌ক

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

নামাযের অন্তরালে
মুহাম্মদ শহীদুল মুল্‌ক
উপ-মহাব্যবস্থাপক (অবঃ), সোনালী ব্যাংক
বর্তমান ঠিকানা
১/১৭, কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট
দারুস সালাম রোড, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯০১৫৯৯২ (বাসা)

প্রকাশনায় ঃ
আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল ঃ ০১৭১৪-০১৫৯৭৭, ০১৭১৩-২৬৫৯৮৫

এফ.পি-১৬

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল :
অগ্রহায়ণ, ১৪১৪ সাল
শওয়াল, ১৪২৮ হিজরী
নভেম্বর, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য : ৬৫.০০ টাকা মাত্র।

বর্ণ বিন্যাস :
সলিম উল্লাহ

প্রচ্ছদ :
দিদারুল আলম

মুদ্রণ :
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা

NAMAZER ANTORALE by Muhammad Shahidul Mulk, Published by Al-Furkan Publications, 491, Wireless Railgate, Bara Moghbazar, Dhaka, Bangladesh. 1st Edition: November, 2007, Price : Tk. 65.00 Only.

www.pathagar.com

وَاتْلُ مَا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَوةَ ط اِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ـ (العنكبوت : ٤٥)

"আপনার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, তা আবৃত্তি করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবকিছুই জানেন।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫)

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম আব্বা-আম্মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ও আত্মীয়-স্বজনের আখেরাতের কল্যাণ কামনায়।

বিনীত লেখক

www.pathagar.com

দারুস সুন্নাহ মাদরাসার সম্মানিত মুহতামিম ও সৌদি ধর্মমন্ত্রনালয়ের মাবউস, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান আল-মাদানী সাহেবের অভিমত

শুরুতে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি এবং নবী (স.) এর শানে সালাত ও সালাম পেশ করছি। অতঃপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহীদুল মূলককে। তিনি এ বয়সে কঠোর পরিশ্রম করে ইসলামী মনিষীদের সংকলিত গ্রন্থ সমূহ গবেষণা করে সহজ-সরল ভাষায় এক অতি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে "নামাযের অন্তরালে" বইটি রচনা করেছেন। বইটিতে সুন্দর ভঙ্গিতে দুটি দিক তুলে ধরেছেন। প্রথমত একজন অসচেতন ব্যক্তি যাতে সহজেই সচেতন হয়ে নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রকৃত নামাজী হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যেন নবী (স.) এর সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী সালাত সম্পাদন করতে পারে। আমার ব্যস্ততার মধ্যদিয়েও বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলার কাছে কামনা করছি লিখকের খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বইটিকে ইসলামের পথে আহবানকারী বানিয়ে দিন। আমীন!

তারিখ ঃ ১৭-০৯-০৭ ইং

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান
অধ্যক্ষ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ
মিরপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের পথনির্দেশনার জন্য আল-কুরআন নাযিল করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি বাস্তব জীবনে কুরআনের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন কিভাবে আমরা তাঁর ইবাদত-আরাধনা করব। এই ইবাদতের মধ্যে অন্যতম হল সালাত বা নামায। নামাযে আমরা কি করি? কি বলি? এর মাঝে কি রয়েছে? ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য কুরআন-হাদীসের দলিল দিয়ে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন জনাব শহীদুল মুলক সাহেব। তিনি প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ের উপর কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন। নামাযের ব্যাপারে আমাদের সমাজে যেসব বিভ্রান্তি রয়েছে তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। সাধারণ লোকজনের জন্য বিশেষ করে হকপুরস্ত মুসলমান ভাইবোনদের সহজভাবে বুঝা ও আমল করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই আরবীর বাংলা উচ্চারণ ও তার অর্থও উল্লেখ করেছেন। আমরা নামাযের গুরুত্ব ও বিষয়টির সুন্দর উপস্থাপনা দেখে পাঠক সমাজের হাতে "নামাযের অন্তরালে" নামে বইটি তুলে দিলাম। আশা করি অন্যান্য প্রকাশনার মত এ পুস্তকটিও পাঠক সমাজ কর্তৃক সমাদৃত হবে।

বইটিকে ত্রুটি মুক্ত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে দৃষ্টিগোচর করার জন্য পাঠক মহলের নিকট সবিনয় নিবেদন রইল। পরবর্তীতে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। মহান রব্বুল আলামীন আমাদের নেক আমলসমূহ কবুল করুন এবং নামাযের মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে সঠিকভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

মগবাজার, ঢাকা।
২০/০৯/০৭ ইং

মুহাম্মদ শামাউন আলী

www.pathagar.com

লেককের কথা

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স.)! আল্লাহর কাছে কোন কাজটি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন- নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া।" (বুখারী, মুসলিম)

উপরে হাদীসটি থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, নামাযই আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয় জিনিস। স্বয়ং আল্লাহপাক যে জিনিসটি পছন্দ করেন, সেটার গুরুত্ব ও মর্যাদা কতখানি তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

তা ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করা যায় নামাযের মাধ্যমেই। সুতরাং আমরা যদি তাঁর আনুকল্য পেতে চাই, তবে আমাদেরকে বিনয়, একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত নামায আদায় করতে হবে। প্রাসংগিকভাবে এখানে আল-কুরআনের একটি আয়াতের উল্লেখ করা হল ঃ

"বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।" (সূরা যুমার-১১)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহপাক রাসূল (স.) সম্বোধণ করে বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি বিশ্ব-বাসীকে জানাইয়া দিন যে, আপনি আপনার রবের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত ইবাদত করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব, আপনারাও আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হউন যদি আপনারা আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখেন।

অপর এক আয়াতে আল্লাহপাক বলেন ঃ "আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের নামাযের আদেশ দিন এবং নিজে এর উপর অটল থাকুন।" (সূরা ত্বাহা-১৩২)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহপাক রাসূল (স.) কে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, হে রাসূল! কেবল আপনি নামায পড়লে চলবে না। আপনার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই ব্রাদার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি সকলকেই নামাযের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সূরা ত্বাহা-র ১৪তম আয়াতে নামাযের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে "বস্তুত আমি, হ্যাঁ, আমিই স্বয়ং আল্লাহ! আমি ব্যতীত উপাস্য, অর্চনার যোগ্য কেউ নাই। অতএব, আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরনার্থে নামায কায়েম কর।"

www.pathagar.com

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহপাক নিজের সম্পর্কে বলেন, "আমিই আল্লাহ এবং আমি ছাড়া তোমাদের কেহ উপাস্য নেই বা ক্ষমা-অর্চনার যোগ্য কেউ নেই। অতএব, তোমরা শুধু আমারই ইবাদত কর। এ আয়াতে নামাযের কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ নামায হচ্ছে সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায হচ্ছে ধর্মের খুঁটি, ঈমানের নূর এবং নামায বর্জন কাফেরদের আলামত। আল্লাহকে স্মরন করার উত্তম মাধ্যমই হচ্ছে নামায। আল্লাহর বান্দারা তাঁর প্রভুকে স্মরণ করার জন্য যিকির আযকার করে থাকেন। নামাযটাকেও তাই আদ্যোপান্ত যিকির (মুখে, অন্তকরণে ও সর্বাঙ্গে) হিসাবেই বিবেচনায় আনা হয়েছে যেটা উল্লেখিত আয়াতে 'লি-যিক্‌রা' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী 'লি-যিক্‌রা' শব্দের অর্থ এরূপ করা হয়েছে যে, কারো নিদ্রাভঙ্গ না হলে বা কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাযের কথা ভূলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রা-ভঙ্গ হয় অথবা নামাযের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন অবস্থায় নামায মাফ নাই। সুতরাং আল্লাহকে স্মরণ করাই হচ্ছে নামাযের কেন্দ্রবিন্দু। এক কথায় বলা যায় নামাযের প্রাণই হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ। পবিত্র আল-কুরআনের সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয় হচ্ছে নামায। নামায কায়েম করার জন্য কুরআনে বার বার তাগিদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মানুষের জীবনে তথা ইহকাল ও পরকালের কল্যান ও মঙ্গলের জন্য নামাযের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা সুধী পাঠক সমাজের কাছে নতুন করে বলার আর প্রয়োজন পড়ে না।

নামায হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি সোপান (সিড়ি)। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ লাভ করতে হলে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিষটিকে জেনতেন ভাবে আদায় করলেতো চলবেনা। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নিয়ম কানুন মেনে আদবের সহিত নামায আদায় করতে হবে। নামাযের মধ্যে একাগ্রতা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে। লোক দেখানো নামায আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণ যোগ্য হবে না। আর নামায সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান না থাকলে আপনিও নামায সঠিক ও সুন্দরভাবে আদায় করতে পারবেন না।

এসব চিন্তা চেতনাকে সামনে রেখেই 'নামাযের অন্তরালে' বইটিতে নামায সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে, যাতে সহীহ ভাবে নামায আদায় করা এবং নামায কায়েম করা যায়।

বইটি রচনাকালে কুরআন ও হাদীস সহ বিভিন্ন নামী-দামী লেখকের ইসলামী বই পুস্তক-পুস্তিকা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বইটিতে লিপিবদ্ধ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। এজন্য আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তাছাড়া বইটি লিখার সময়, আলেমে দ্বীন অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান সাহেবের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মৌখিক আলোচনা হয়েছে। সুপ্রিয় পাঠক ভাইবোনদের কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য করার জন্য তিনি তার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সঠিক ভাবে সহায়তা করেছেন। এজন্য তার কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। দীনি কাজে আরো বেশী বেশী করে সহযোগীতার হাত প্রসারিত করার জন্য আল্লাহপাক তাকে তাওফীক এনায়েত করুন।

লেখক একজন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বিধায় দ্বীনিজ্ঞানে তার যথেষ্ট ঘাটতি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বইটিতে বিভিন্ন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। সুধী পাঠক সমাজের কাছে লেখকের অনুরোধ তারা যেন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি লেখক বা প্রকাশকের নিকট অবহিত করেন যাতে আগামীতে ভুল-ত্রুটিগুলি শুধরানোর সুযোগ আসে।

'আল ফুরকান পাবলিকেশন' ৪৯১, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা 'নামাজের অন্তরালে' বইটির মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিপননের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করায় পাবলিকেশন্স কর্তৃপক্ষের জন্য রইল লেখকের আন্তরিক মোবারকবাদ।

বর্তমান সময়ের চাহিদা মোতাবেক বিশেষ করে অল্পশিক্ষিত মুসলমান ভাই-বোনদের কথা বিবেচনায় এনে কতিপয় সূরা ও দোয়া দুরুদ বাদে বইটি সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষায় লিখা হয়েছে যাতে বইটি পড়ে তাদের আমল করতে কোন রকম কষ্ট না পেতে হয়। আরবীর কথাগুলিও বাংলা ভাষায় লিখা হয়েছে সুপ্রিয় পাঠক ভাইবোনদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য।

'নামাজের অন্তরালে' বইটি সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেলে এবং বইটি নামায কায়েমে অবদান রাখতে পারলে লেখক তার শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে বলে বিবেচনা করবে এবং রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকবে।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে খুশু-খুজুর সহিত নামায পড়ার এবং নামায কায়েম করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট — **মোহাম্মদ শহীদুল মূলক**

৮ই রমযান, ১৪২৮ হিজরী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়–

নামায সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়–

নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়–

নামাযে একাগ্রতা ৫৪

চতুর্থ অধ্যায়–

নামায ত্যাগকারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। ৬১

পঞ্চম অধ্যায়–

(ক) নামাযের শর্তসমূহ ৬৯

(খ) নামায পড়ার সহীহ পদ্ধতি ৭১

(গ) পঠিতব্য দোয়া ও যিকির সমূহ ৮০

(ঘ) নামাযে পঠিতব্য কতিপয় সূরা ৮৩

(ঙ) নামাযের ফরয সমূহ ৮৫

(চ) নামাযের ওয়াজিব সমূহ ৮৭

(ছ) নামাযের সুন্নত সমূহ ৮৭

(জ) নামাজ বিনষ্টের কারণ সমূহ ৮৮

(ঝ) নামাযে দেরিতে সামিল হলে যা করতে হবে ৮৮

(ঞ) নামাযের আদব রক্ষা করা সুন্নত ৯০

(ট) পুরুষ ও মহিলাদের নামাযে তারতম্য ৯৩

(ঠ) সহু সিজদার মাধ্যমে ভুল সংশোধন ৯৫

(ড) নামাযের শ্রেণী বিন্যাস ৯৬

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

নামায সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

সমস্ত প্রশংসা সেই প্রভু প্রতিপালক রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের মঙ্গলের ও কল্যাণের জন্য তাঁর নিয়ামতের ভান্ডার থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন। যিনি ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য দ্বীনকে হেদায়েত ও কল্যাণের পাথেয় করেছেন।

আর সহস্রকোটি দুরূদ ও সালাম পেশ করছি সেই মহা-মানব যুগশ্রেষ্ঠ আখেরী নবী মুহাম্মদ (স.) এর উপর যিনি শরীয়ত সম্মত একটি সুন্দর জীবন-বিধান বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। যিনি মানুষকে বিদআত ও পাপাচার হতে মুক্ত থেকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করার আহবান জানিয়েছেন।

পবিত্র ইসলাম ধর্মে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করার প্রধান অবলম্বনই হচ্ছে নামায। তাই তাঁর কাছে খুব পছন্দনীয় ইবাদতই হলো নামায। নামাযের মাধ্যমে সহজেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করা যায়। যদি আমরা আল্লাহ তা'আলাকে পেতে চাই, তবে আমাদের সকলের উচিত বিনীতভাবে ও আন্তরিকতার সহিত তাড়াহুড়া না করে রুকু-সিজদা ঠিকমত পালন করে নামায আদায় করা। নামায পড়ার সময় আপনি মনে করবেন যে আল্লাহপাক আপনার সামনে আছেন এবং তিনি আপনাকে দেখতেছেন। সুতরাং আদব, তরতিব ও একাগ্রতার সহিত নামাজ পড়া বাঞ্চনীয়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে নামায। তাড়াহুড়া করে নামায পড়া উচিত নয়। এতে ভুলত্রুটি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ত্রুটিযুক্ত নামায আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটাতো পরের কথা, এরূপ নামায আল্লাহর দরবারে

www.pathagar.com

পৌঁছাতেই পারবে না। এখানে একটা উদাহরনের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার করা যেতে পারে। মনে করুন আপনি ট্রেনে করে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যাবার ইচ্ছা পোষন করছেন। ট্রেনটি যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে আপনি কি আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবেন? গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোরতো প্রশ্নই আসেনা, বরং খোদা না করুক আপনার বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাহলে আপনি আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখুন, আপনার নামায পড়াটা কিরূপে হলে তা আল্লাহপাকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমের মধ্যেই এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন,"মুসলমান অবশ্যই সফল হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনয়, নম্র, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে ..... এবং যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান, তারাই হবে অধীকারী ফিরদাউসের (জান্নাত) যাতে তারা চিরস্থায়ী থাকবে (সূরা মুমিন-১-১১ আয়াত)। অসার ক্রিয়া-কলাপ বলতে এখানে দুনিয়ার যত বাজে কাজ ও চিন্তা চেতনাকে বুঝানো হয়েছে। বিশুদ্ধ ও একাগ্রচিত্তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা এবং তা রাসূল (স.) এর সুন্নায় বর্ণিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসারে করা- এ দু'টি মৌলিক শর্ত পূরণ হলেই কেবল আপনার নামায কবুল হওয়ার আশা করতে পারেন। অতএব তাকবীরের মাধ্যমে আপনার রবের মহত্ব ঘোষণা করুণ। আপনার সব গর্ব ও অহমিকাকে ধূলিসাৎ করে ফেলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পানে রজু হয়ে মাটিতে আপনার মাথা লুটিয়ে দিন এবং তার সেই অমোঘ বাণী স্মরণ করুণ- "যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বেশি করে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে মনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর" (সূরা ইবরাহীম-৭)। নামাজের বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বুখারী শরীফের একটি হাদীসের উল্লেখ করা হল ঃ

রাসূল (স.) বলেন, "তোমরা ঠিক তেমনভাবে নামায আদায় কর, যেমনভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছো।"

সুধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য প্রাসংগিকভাবে সূরা যুমারের তিনটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হল ঃ

www.pathagar.com

(ক) "জেনে রেখ, নিষ্ঠাপূর্ণ বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই জন্য।" (আয়াত-৩ আংশিক)

(খ) "বলুন আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করতে তাঁরই উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ ভাবে।" (আয়াত-১১)

(গ) "বলুন, আমি ইবাদত করি আল্লাহরই, আমার ইবাদতে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে।" (আয়াত--১৪)

আরবী ভাষায় নামাজকে 'সালাত' বলা হয়। নামাজ শব্দটা যদিও ফার্সী কথা এবং সালাতের সঠিক প্রতি শব্দ নয়, তথাপি বাংলা ভাষাভাষিদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ লোকই নামায কথাটির সাথে পরিচিত এবং ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবেই জানেন ও বুঝেন। পারিভাষিক অর্থে 'সালাত' শরীয়ত সম্মত নিয়ম পদ্ধতি প্রতিপালন পূর্বক আল্লাহ পাকের কাছে কিছু পাওয়ার জন্য আবেদন পেশ করা এবং নামাযী তার কৃতকর্মের জন্য, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সালাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দো'আ, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠতম ইবাদত অনুষ্ঠান।

আল্লাহপাক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমান পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সকলের জন্য নামাযকে ফরজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা নিসার ১০৩তম আয়াতে (আংশিক) কারীমায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময় মু'মিনদের উপর নামায পড়া ফরজ।" নামাজকে মু'মিন মুসলমানদের জন্য ফরয করা হয়েছে সেটা আমরা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.) এর উপর নাযিলকৃত কালামে পাকের মাধ্যমেই জানতে পেরেছি। এখন দিনে কত বার এবং কোন সময় নামায আদায় করতে হবে- সেটাও আমরা জানতে চেষ্টা করি পাক-কালাম থেকেই। আল্লাহপাক এরশাদ করেন ঃ "সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমভাগে (সূরা হুদ-১১৪ আংশিক)। তাফসিরে ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যা মোতাবেক এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যে সময়সূচী পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ঃ দিবসের প্রথম প্রান্তভাগে ফজরের নামায, দ্বিতীয় প্রান্তভাগে যোহর ও আসরের নামায এবং রাত্রির

www.pathagar.com

প্রথমাংশে মাগরিব ও ইশার নামায। সূরা ত্বহার ১৩০তম আয়াতের মাধ্যমেও আমরা দৈনিক যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি তার সময়সূচী সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। প্রসংগতঃ সূধী পাঠক সমাজের নিশ্চয় মনে থাকার কথা যে, রাসূল (স.) যখন মিরাজে আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করেন, সেই সময়ই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তার উম্মতের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায নির্ধারণ করে দেয়া হয়। রাব্বুল আলামীনের সেই মৌখিক নির্দেশ পরবর্তীতে পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর নামায আদায়ের নিয়ম কানুন সমূহ রাসূল (স.) এর সুন্নাতের মধ্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে নামায আদায়ের প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুনগুলি সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এ পর্যন্ত যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, নামাযকে ফরজ করা, নামাযের ওয়াক্ত বা সময়সূচী এবং নামাযের আদব ও তরতিব এর মত মৌলিক বিষয়গুলি সরাসরি কুরআন মাজীদ থেকেই আমরা জানতে পারলাম। এখন নামাজের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, রাব্বুল আলামীনের কাছে নামাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপায় কি এবং নামায কিভাবে সু-শৃংখল ও সুসংহত জীবন গড়ার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করে ইত্যাদি বিষয়ের প্রেক্ষিতে নামাযের মূল্যায়ন করে দেখা যেতে পারে।

ইসলাম ধর্মের যে পাঁচটি মূল ভিত্তি রয়েছে, নামায হচ্ছে তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। ইসলামের প্রথম ভিত্তি হলো কালিমা তৈয়্যিবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' যে কথার উপর মুসলমানদের বিশ্বাস রাখতে হবে। এ কালিমাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও অনুরূপ কাজ করাকেই এক কথায় ঈমান বলা হয়।

সুতরাং নামাযের প্রধান শর্তই হচ্ছে ঈমান। যার কোন ঈমান নেই, তার নামায পড়ায় কোন ফায়দা নেই। তার নামায পড়া না পড়া উভয়ই সমান।

www.pathagar.com

নামাজ সকল ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। যে ব্যক্তি নামাজের সকল শর্ত যথারীতি পালনপূর্বক নামায আদায় করবে আল্লাহপাক তাকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

কোন এক সময় কতিপয় লোক নবী করীম (স.) কে জিজ্ঞাসা করেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তদুত্তরে তিনি বললেন, "ঠিক সময় নামাজ আদায় করা।" সুতরাং আমাদের সকলকে শুদ্ধভাবে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক নামায আদায় করার চেষ্টা করতে হবে যাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়।

এখানে সুধী পাঠক সমাজকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কেবলমাত্র নিজে যথারীতি নামাজ আদায় করলেই আপনার নামায আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে একথা কেহ নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না। কারন নামায গ্রহনযোগ্য হওয়ার পিছনে অনেক বিষয় জড়িত রয়েছে। যেমন বলা যায়, আপনি যথারীতি নামায আদায় করছেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ভাই-ব্রাদার, পাড়া-প্রতিবেশী কেহই নামায পড়ে না এবং আপনিও তাদেরকে নামায পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন না। নামায যেহেতু একটি ফরয আমল, আপনি নিজে নামায পড়লে আপনার ফরয আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু আপনার নামাযের দুর্বলতা থেকেই যাচ্ছে। এই দুর্বল নামায নিয়ে ফুলসিরাত পার হওয়া আপনার জন্য কষ্টকর হবে। একটি মোটা-তাজা ঘোড়ায় চড়ে আপনি যথাসময়ে সহজেই আপনার গন্তব্যে পৌছাতে পারবেন, কিন্তু দুর্বল ঘোড়ায় চড়ে কি সেটা সম্ভব হবে? এই দৃষ্টান্তটা আপনার সামনে রাখলেই নামায কায়েমের বিষয়টি আপনার কাছে পরিস্কার হবে। সুতরাং আপনি যদি আপনার নামাযের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করতে চান, অথবা আপনার নামাযকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চান, তবে আপনি নিজেও নামাজ পড়বেন এবং আপনার পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়ে, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে নামাজী বানানোর জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা

www.pathagar.com

সকলের মনে রাখা উচিত যে একটা পরিবারে মাতা-পিতাই হচ্ছে ছেলে-মেয়ে ও ছোট ভাই-বোনের শিক্ষা গুরু। আর পরিবারই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্র। ছেলে বেলায় পিতা-মাতার কাছ থেকে যা তারা শিখবে সেটাই তাদের মানসপটে চিরভাস্কর হয়ে থাকবে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমান নারী পুরুষদের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয় করেছেন। আল্লাহর রাসূল (স.)ও বলেছেন ঃ "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।" তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি যেমন, ঈমান, নামায, রোযা, নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা খুবই জরুরী। আর এসব মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে পরিবারকে গড়ে তোলা উচিত। এই পারিবারিক কেন্দ্র থেকেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞান আহরণ করার সুযোগ লাভ করবে। পরবর্তীতে এই পারিবারিক শিক্ষা থেকেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য ইসলামী তরীকা অনুযায়ী জীবন যাপন করার অনুপ্রেরণা পাবে। যার অন্তরে দীনি জ্ঞানের আলো প্রবেশ করবে সে কোনদিনই ইসলাম বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না। বিবেক তাকে সবসময় সঠিকপথে পরিচালিত করবে। পরিবারের যিনি হবেন কর্তাব্যক্তি তার মন-মানসিকতার উপরই নির্ভর করবে তার অধিনস্তদের আচার-আচরণ কিরূপ হবে। ব্যবহারে কর্কশতা অধীনস্তদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং ব্যবহারে কোমলতা সুফল বয়ে আনে। মিষ্টি মধুর ব্যবহারে মানুষকে সহজে বশে আনা যায়। কঠোর ব্যবহারে সাময়িক ফল পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী ফল আশা করা যায় না। অতএব, আপনি আপনার পরিবার, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন ও অন্যান্য অধীনস্তদের সাথে কোমল ও ভদ্র ব্যবহার করবেন এবং তাদেরকে নামায পড়ার নিয়ম কানুন, সূরা-কেরাত ও দোয়া দরুদ শিক্ষা দিবেন। আপনি এভাবে অগ্রসর হলে সফল হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। প্রাথমিক ভাবে এখানে একটি হাদীসের উল্লেখ করা হল ঃ যে বিষয়ের মধ্যে কোমলতা আছে উক্ত কোমলতা তাকে সর্বাঙ্গ

www.pathagar.com

সুন্দর করে; আর যাহা হতে কোমলতা অপসারিত হয়েছে, উহা তাকে কলংকিত করে (আবু দাউদ)

পাঠক সমাজের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ, তারা যেন নিজেরা নামায পড়ার অভ্যাস করেন এবং তাদের পরিবার, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ভালবাসা, কোমল ও নম্র ব্যবহার দিয়ে নামাযী বানানোর চেষ্টা করেন। আমরা যদি সকলে মিলে এভাবে চেষ্টা করি তবে সমাজে নামায কায়েম না হওয়ার তো কোন কারণ দেখছি না। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

প্রাসংগিক ভাবে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারলাম না। আমাদের প্রিয় নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের একাদশতম বছরের ঘটনা। মদীনা থেকে আগত কিছু লোক মক্কার অদূরে আকাবা প্রান্তরে রাসূল (স.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। রাসূল (স.) এর খেদমতে থাকার কয়েকদিন পর মদীনায় ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে কুরআনে অভিজ্ঞ একজন লোককে তাদের সাথে দেয়ার জন্য নবীজীর (স.) এর কাছে অনুরোধ জানান। তিনি মুসআব ইবনু উমাইর নামক একজন ভক্তকে তাদের সাথে দেন। মুসআবের পিতা অগাধ ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। ছেলে মুসআব যখন দামী দামী পোষাক পরে পথে বের হতেন, তখন তার নিরাপত্তার জন্য আগে পিছে লোক নিয়োজিত থাকতো। যখন কোরআনের শিক্ষক রূপে দশজন ভক্তকে সাথে নিয়ে মদীনায় চলে আসেন, তখন তার দেহে মাত্র এক টুকরো ছেড়া কম্বল ছিল। মুসআবের এহেন অবস্থা দেখে তার ত্যাগের কথা চিন্তা করে একবার রাসূল (স.) কেঁদে ফেললেন, তখনকার দিনে যে মানুষ দু'শত টাকার কম মূল্যের জুতা তিনি কখনই পরেন নাই, সেই মুসআব ওহুদ যুদ্ধে একটি মাত্র কাপড় রেখে শহীদ হন। এই বস্ত্রখানা দিয়েই তাকে দাফন করা হয়। বস্ত্র খানা এত ছোট ছিল যে পায়ের দিকে ইজখির ঘাস বিছিয়ে মাথার দিকে বস্ত্রখানা জড়িয়ে রাসূল (স.) এর হুকুম মত তাকে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

www.pathagar.com

মদীনায় এসে মুসআব আসআদ ইবনু জুরারার বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন এবং তার সাথে আগত ভক্তদের নিয়ে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। সেই সময় মদীনার আব্দুল আশহাল গোত্রের সা'আদ ও উসাইদ নামে দুইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধিতে তারা বিচলিত হয়ে পড়েন। ইসলামের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্থ করার জন্য তারা দু'জনে মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এক পর্যায়ে সা'আদ উসাইদকে বললেন, মুসআব ও আসআদ এই দুজনে মিলেতো আমাদের সোজা সরল বোকা লোকজনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ফেলছে। তুমি তাদের কাছে গিয়ে বলো, তারা যেন আমাদের লোকদের কাছে আসার সাহস না করে, নইলে ওর পরিনাম ভাল হবে না। আমি নিজেই এর বিহিত ব্যবস্থা করতাম, কিন্তু আসআদ আমার খালাতো ভাই হওয়ায় আমি যাব না, বরং তুমিই যাও।

উত্তেজিত উসাইদ উগ্রমুর্তি ধারণ করে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মুসআব এর সন্ধানে বের হলেন। তিনি সেই কুয়ার নিকট পৌঁছলে আসআদ ও মুসআব এর সাক্ষাত পাওয়া মাত্রই আক্রমনাত্তক কথা ও গালাগালি করতে করতে বললেন "হতভাগার দল তোরা আমাদের দেশে এসেছিস কেন? আমাদের বোকা লোকদেরকে ধোঁকা দিতে? শীঘ্রই এখান থেকে চলে যা। প্রাণের মায়া থাকলে এ মুহুর্তেই দূর হয়ে যা।"

অবুঝ রোগীর গালাগালি ন্যায়পরায়ন ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের মনে রোগীর প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুসআব তাই এ গালাগালির উত্তরে ধীর, নম্র অথচ অবিচলিত স্বরে উসাইদকে উদ্দেশ্য করে বললেন- "মহাশয়, একটু স্থির হয়ে বসুন। আমাদের বলার যা কিছু আছে, তাও শুনুন। আমরা যা বলি আপনি যদি নিজের জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে তা সত্য ও যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তা গ্রহণ করবেন। আর যদি আপনার জ্ঞান ও বিবেক আমাদের দীনের কথাগুলি খারাপ হিসাবে সাবস্ত করে তবে সেগুলির বিরোধীতা করার আপনার অধিকার রয়েছে।"

মুসআবের কমল ও ভদ্র ব্যবহারে এবং যুক্তিযুক্ত উত্তরে উসাইদ একটু লজ্জিত হলেন এবং তার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে সেখানে বসে পড়লেন।

www.pathagar.com

মুসআব তখন স্পষ্ট ও ভাব গম্ভীর ভাষায় ইসলামের স্বরূপ এবং তার সত্যতা ও শিক্ষা উসাইদকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলেন এবং পরিশেষে মধুর স্বরে কুরআানের কিছু আয়াতও পাঠ করলেন। কুরআনের সুললিত বাণী শুনতে শুনতে উসাইদ এমনভাবে মুগ্ধ হলেন যে, তিনি তার ধৈর্য ধরে রাখতে না পেরে তৎক্ষনাৎ বলে ফেললেন, আহা! কি সুন্দর! অতঃপর তিনি পবিত্রতা অর্জনপূর্বক সেখানেই ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। উসাইদ তার দলপতি ও সমর্থকদের নিকট ফিরে যাবার সময় বলে গেলেন, আমাদের দলপতিকে আপনাদের নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা যদি তাকে ইসলামের সত্যতা ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে পারেন, তবে আল্লাহ চাহেতো তার হৃদয় গুমরাহী মুক্ত হতে পারে। আপনারা এ কাজটা করতে পারলে আশহাল গোত্রের আর কেহ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে না।

উসাইদ ফিরে গিয়ে সা'আদের সাথে দেখা করতে গেলে সা'আদ গম্ভীর স্বরে উসাইদের কাছে জানতে চাইলেন, তোমাকে যে কাজে পাঠানো হয়েছিল তার কি কিছু করতে পেরেছো? উসাইদ বললো, মুসআব ও আসআদ উভয়ের সাথে কথাবার্তা হয়েছে। তারা বলেছে যে, আমরা যা বলবো, তারা তাই করবে। সা'আদ উসাইদের কথায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে রাগে গদ গদ হয়ে অস্ত্রেসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিনি নিজেই মুসআবের কাছে গেলেন। সা'আদ মুসআব ও আসআদকে কঠোর ভাষায় গালাগালি করতে করতে বললেন, 'তোমরা এসব কি করছো? তোমরা জুয়া-চুরির ফাঁদ পেতে আমাদের সরল সোজা বোকা লোকদেরকে তোমাদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করছো। ইতিমধ্যে মুসআব মদীনায় কুরআনের একজন ভাল শিক্ষক ও অধ্যাপক হিসাবে পরিচিত লাভ করেছেন। বিজ্ঞ মু'সআব সা'আদকে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে না দিয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় নম্র, ভদ্র ও যুক্তিযুক্ত কথা দিয়ে তার রাগ প্রশংসিত করে ফেললেন। কিছুক্ষনের আলাপ আলোচনা এবং উপদেশ ও কুরআনের বাণী শ্রবণের পর সা'আদ ভক্তি আগ্রহের সাথে ইসলামে দাখিল হলেন।

www.pathagar.com

নতুন ধর্ম ইসলামকে নিয়ে মদীনায় তখন আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। সবার মুখে একই কথা ইসলাম আর ইসলাম। সা'আদ আবার কি করে বসে? এসবের আলোচনা নিয়ে একেবারে মজলিস বসে গেছে। সা'আদ সেখানে ফিরে এসে সমাবেত মজলিসের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আসহাল বংশীয়গণ! আমার সম্বন্ধে তোমাদের কিরূপ ধারণা? সমস্বরে সবাই বলে উঠলো, তুমি কেবল আমাদের দলপতি নও, তুমি আমাদের ভক্তি ভাজন দলপতি। তোমার জ্ঞানের গভীরতা, তোমার ন্যায়নিষ্ঠা সকলের নিকট স্বীকৃত।"

সা'আদ ভাবাবেগের স্বরে উপস্থিত লোকজনদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি যা বলি মনদিয়ে তোমরা তা শুনো। তোমাদের এই অনাচার ও অবিচারের এবং এই অন্ধ বিশ্বাস ও কু-সংস্কারের ধর্মের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা এক, অনাদি, অনন্ত ও বিশ্ব-ভুবনের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন না করবে, ততক্ষণ তোমাদের সাথে আমার আর কোন কথাবার্তা নেই। এ কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত, সকলেই ইসলামের সত্যতা ও মাহাত্ম স্বীকার করে সেই একদিনেই আবুল আশহাদ গোত্রের সকল নরনারী গোত্রের প্রধানদের অনুসরণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে মদীনার প্রায় সব গোত্রই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

উপরের ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এ কারণে যে, সবসময় অসৌজন্যমূলক আচার-আচরণ, রূঢ় ব্যবহার, বলপ্রয়োগ, কটুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় না এবং মানুষের মনও জয় করা যায় না। জোর জবস্তি করে ও ডর-ভয় দেখিয়ে হয়ত সাময়িকভাবে মানুষকে বাগে আনা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ অসহিষ্ণু ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার স্থায়ী সুফল বয়ে আনে না। উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকেই এ কথার প্রমাণ মিলে। অতএব মানুষকে কোমল ও ভদ্র ব্যবহার এবং দ্বীনি জ্ঞানের ঝলকানি দিয়ে দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা করতে হবে। নামাযের গুরুত্ব

www.pathagar.com

মানুষকে বুঝাতে হবে এবং নামায পড়ার আহবান জানাতে হবে ।

সচেতন পাঠক সমাজের অবগতরি জন্য এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই-যেটা সচরাচর আমাদের সমাজে ঘটতে দেখা যায়। শহরে বসবাসকারী এক ভদ্রলোক যিনি নামায, রোযার প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধাশীল নন, তিনি হরহামেসায় গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যান। গ্রামের জনৈক অতিপরিচিত ব্যক্তি শহরের ভদ্রলোককে বললেন, "ভাই, আপনি তো অত্র এলাকার একজন গন্যমান্য ব্যক্তি। আপনিতো গরীব দুঃখীদের মাঝে এবং মসজিদ-মাদ্রাসা ও এতিমখানায় যথেষ্ট দান-খয়রাত করেন। কিন্তু আপনার একটি বিষয় আমার কাছে ভাল মনে হয় না।" শহরের ভদ্রলোকটি তার কাছে জানতে চাইলেন, বিষয়টি আবার কি?" গ্রামের লোকটি জবাব দিলেন, "বিষয়টি খুব একটা জটিল কিছু নয়। এতে আপনার মান মর্যাদাও বাড়বে এবং পরকালেও আপনার কাজে লাগবে।" শহরের ভদ্রলোকটি গ্রামের লোকটিকে বললেন, ভাই, আপনার কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না, যা বলার আপনি খোলা-খুলি ভাবে বলে ফেলুন। গ্রামের লোকটি তখন বললেন, "বুঝলেন না, নামায রোযার কথা বলছিলাম আর কি। ওয়াক্তিয়া নামাযগুলি না হয় পড়নে না, অন্ততঃপক্ষে শুক্রবারের নামাযটাও যদি না পড়েন তবে এলাকার লোকজন আপনার সম্পর্কে কিরূপ ধারণা করবে?" গ্রামীণ ব্যক্তির এহেন কথায় শহরের ভদ্রলোকটির বোধোদয় হলে তিনি শুক্রবার স্থানীয় জামে মসজিদে নামায আদায় করার জন্য যান। তিনি প্রথম দিনই একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন, যার সূত্র ধরে পরবর্তীতে তিনি জুম্মার নামায পড়াও বন্ধ করে দেন।

তাহলে এবার ভদ্রলোকটির বিব্রতকর অবস্থার কাহিনী শুনুন। গ্রামের লোকটির কথায় শহুরে ভদ্রলোকের মনে নামাযের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলে তিনি জুম্মার নামায পড়ার জন্য স্থানীয় জামে মসজিদে যান। তাঁর পোশাক পরাটা শরীয়ত সম্মত না হওয়ায় জনৈক মুসল্লি রূঢ়ভাবে কিছু মন্তব্য করায় তিনি মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত হন। মসজিদে গমনের প্রথমদিনেই

www.pathagar.com

এরূপ একটি অনাকাংখিত পরিস্থিতিতে পড়াটা স্বাভাবিকভাবে কার না খারাপ লাগে? তার ভুলটা যদি মার্জিতভাবে শুধরানোর চেষ্টা করা হ'তো, তবে কতই না সুন্দর হ'তো? ভুলত্রুটি তো মানুষেরই হয়ে থাকে। এমন অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মুসল্লি আছেন যারা নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করেন, তাদেরও ভূলত্রুটি হয়ে যায়। আর যারা নবাগত তাদের ভূলত্রুটিতো হতেই পারে। আমার নিজের কথাই বলি। সেই কিশোর বয়স থেকেই আমার নামায, রোযা করার অভ্যাস। আমার বর্তমান বয়স ৬৮ বছরের ঘরে। অজান্তে অনেক সময় এখনও আমার নিজেরও ভুলত্রুটি হয়ে যায়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে "To err is human" অর্থাৎ মানুষেরই ভুল হয়। সুতরাং ভুলত্রুটি হবে এবং আন্তরিকতার সহিত তা শোধরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন অবস্থায়ই যেন আমাদের শোধরানোর পদক্ষেপে কেহ মানসিকভাবে বিব্রতকর অবস্থায় না পড়েন। আমাদের কোমল ও মার্জিত ব্যবহার দিয়ে তার মনকে জয় করতে হবে। সে ভুল করেছে বলে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা চলবে না। আমাদের মিষ্টি মধুর ব্যবহারের মাধ্যমে তার ভুল সংশোধন করতে হবে। নামায কায়েমে শিষ্টাচার বিরাট একটা অবদান রাখতে পারে। এখানে একটা হাদীসের কথা দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করা হলো। আল্লাহর রাসূল বলেন ঃ "আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে আদেশ করেছেন, তোমরা নম্র ও বিনয়ী হবে। কেহ কাহাকেও অবজ্ঞা করবে না।" (মুসলিম, আবু দাউদ)

কোমল ব্যবহার যেমন মানুষকে কাছে টানতে পারে, অসৌজন্যমূলক আচরণ তেমন মানুষকে দূরে সরাইয়া দেয় এবং তার মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে ফলে নবাগতরা নামাযে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমরেদকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কেবল ইবাদত-বন্দেগী তথা নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

www.pathagar.com

কথা বার্তায়, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনায়, কাজে-কর্মে ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে আমরা যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আমাদেরকে তার প্রমাণ দিতে হবে। আমারা যদি একজন অপর জনের সাথে খারাপ আচরণ করি, একে অন্যের মনে কষ্ট দেই, একজন অন্যজনকে ঠকাবার চেষ্টা করি এবং ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য হিংসাপরায়ণ হই, তবে আমরাতো আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা রক্ষা করতে ব্যর্থ হব। আমাদের কথা-বার্তায় শালীনতা বজায় রেখে চলতে হবে। আমাদের আচার-আচরণও হতে হবে মার্জিত। কেননা আমরা যাদের সঙ্গে কথা বলবো (পক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক) তারাওতো আমাদের মত আশরাফুল মাখলুকাত। তাদের সাথে তো অসৌজন্যমূলক আচরণ করার অধিকার আমাদেরকে কেউ দেয় নাই। ইসলামের যে শিক্ষা তাতে একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানের মনে কষ্ট দিতে পারে না অথবা তাকে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে পারে না। বরং মানুষকে দুঃখ যন্ত্রনায় ও বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলে বরং এগুলো থেকে মুক্তি পেতে একজন আর একজনের প্রতি সাহায্য ও সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিবে- এটাই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। সুতরাং কাহারো কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সেটা শুধরানোর ব্যবস্থা করতে হবে ভদ্র ও মার্জিতভাবে যাতে সে কোন কষ্ট অনুভব না করে এবং দ্বীনের পথে এগিয়ে যাবার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে উৎসাহ পায়।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকে তার নিজের কর্মফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দায়ী থাকতে হবে। কাজেই কাহারো কথায় রাগ করে নিজের আমল পরিহার করা অনুচিত। যার কথায় রাগ করে আপনি নামায পড়া বন্ধ করবেন, সে কিন্তু আপনার পাপের বোঝা বহন করবে না। তার রূঢ় আচরনের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে অন্যভাবে জবাবদিহী করতে হবে।

পুরাতন মুসল্লি ভাইটির নবাগত মুসল্লি ভাইটির প্রতি কিরূপ আচরণ করা শোভনীয় হতো- সে বিষয়ে এখন বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। নবাগত মুসল্লি ভাইটির দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক বয়োঃজ্যৈষ্ঠ মুসল্লি ভাইটি যদি তার সহিত নীচের ব্যাক্যালাপ গুলির আদলে কথাবার্তা

www.pathagar.com

আদান-প্রদান করতেন তবে নবাগত মুসল্লির মনে হয়তো একটা আশার আলো সঞ্চারিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারতো এবং মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত করার বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে যেত। কিন্তু পুরাতন নামাযী ভাইটির রূঢ় আচরনই নবাগত ভাইটির মসজিদে আসার পথটি বন্ধ করে দিয়েছে। এটা সত্যই দুঃখজনক! এরূপ আচরণ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

পুরাতন মুসল্লি ঃ ভাইজান, আপনি বোধ হয় মসজিদে নবাগত?

নবাগত মুসল্লি ঃ জি ভাই! আমি আজকেই প্রথম মসজিদে এসেছি।

পুরাতন মুসল্লি ঃ আলহামদুলিল্লাহ! খুব ভাল! খুব ভাল!! আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মঙ্গল করুন। নিয়মিত মসজিদে আসার চেষ্টা করবেন। এ দুনিয়ার জিন্দেগী ক্ষনস্থায়ী। আমাদের সকলকে চলে যেতে হবে। আমাদের সাথে কিছুই যাবে না ঈমান আমল ছাড়া। আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদত বন্দেগী করার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেতো কিছু করা দরকার যা পরকালে আমাদের পাথেয় হতে পারে। পরকাল যদি কল্যাণকর ও শান্তিময় হয় তবে সেটাইতো হবে আমাদের আসল পাওয়া। কি বলেন ভাই, ঠিক না? ইত্যাদি, ইত্যাদি....।

নবাগত মুসল্লি ঃ আপনি সত্যি কথাই বলেছেন ভাইজান। আমাদের সকলের নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। আপনার কথা খুব ভাল লাগলো। ভাইজান, আপনি আমাকে দোয়া করবেন যেন নামায, রোযা ঠিকমত আদায় করতে পারি। আজকের মত আসি, ভাইজান ইত্যাদি ইত্যাদি.....।

পুরাতন মুসল্লি ঃ সংলাপের এক ফাঁকে নবাগত লোকটিকে বলবেন, ভাইজান, কিছু মনে করবেন না, বোধ হয় আপনি খেয়াল করেন নি নামাযের সময় আপনার পায়জামাটা বা লুঙ্গিটা টাখনুর নীচে নেমে গিয়েছিল। টাখনুর নিচে কাপড় গেলে কিন্তু আপনি গুনাহগার হবেন। কারণ পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় টাখনুর উপর কাপড় পরার নির্দেশ আছে।

www.pathagar.com

নবাগত মুসল্লি ঃ ভাইজান, আপনি আমার খুব উপকার করলেন, এজন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ভুলত্রুটি হলে সবসময় আমাকে ধরিয়ে দিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি .....।

উপরের বাক্যালাপগুলি নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করা হলো। সবগুলি একসাথে চর্চা করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজন মাফিক আপনি কথা বলবেন, সর্বাবস্থায় আপনার কথাবার্তা মার্জিত ও কোমল হতে হবে। এখানে বুখারী শরীফের একটি হাদীসের কথা সুধী সমাজকে স্বরণ করিয়ে দিলাম বিশেষভাবে মনে রাখার জন্য "তোমাদের মধ্যে ব্যবহারে যারা বিনয়ী, নম্র ও অমায়িক, তারাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়।" তাহলে আপনারাই বিচার বিশ্লেষন করে দেখুন যে, অমায়িক ব্যবহারের মূল্য কত? আপনার একটি মিষ্টি মধুর কথায় একজনকে এক ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু আপনি কারো সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বললে তাকে দাঁড় করিয়ে আপনার কথা শুনাতে তো পারবেন না, বরং পত্রপাঠ সে আপনাকে গালা-গালি করতে করতে বিদায় নিবে। প্রাসংগিকভাবে এখানে একটি হাদীসের কথা উল্লেখ করা হলো- রাসূল (স.) বলেন, আখিরাতে মুসলমানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভারী জিনিস যা পাল্লার উপর রাখা হবে, তা হচ্ছে সদ্ব্যবহার এবং আল্লাহ্ তা'আলা অশ্লীল ও কর্কশ বাক্য পছন্দ করেন না- (তিরমিযি, আবুদাউদ)

অতএব আপনার উত্তম ব্যবহারই পারে আপনার কাছের লোকজনকে ঈমান ও আমলের প্রতি আগ্রহী করতে এবং ভুলত্রুটি সংশোধন পূর্বক খাঁটি নামাযী বানাতে। প্রাসংগিকভাবে এখানে সোলাইমান (আ.) এর একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে, কোমল জবাব ক্রোধ কমায় আর কর্কশ বাক্য ক্রোধ বাড়ায়।'

এটা লক্ষ্যনীয় যে, যারা নিয়মিত নামায পড়েন তাদের অধিকাংশই নিজেদেরকে সবজান্তা মনে করেন এবং নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় ভাবেন। আর যারা নামায পড়েন না বা পড়লেও অনিয়মিতভাবে পড়েন এবং নামাযের আরকান সমূহ সঠিকভাবে পালন না করে পড়েন,

www.pathagar.com

নিয়মিত নামাযীরা তাদেরকে অন্য চোখে দেখেন বা তাদের কে মানুষই মনে করেন না। নামাযীরা কিন্তু বুঝতেই পারেন না যে তাদের এরূপ আচরণ অহংকারের পর্য্যায়ে চলে যাচ্ছে।

প্রাসংগিকভাবে এখানে কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতের তরজমা সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরা হলোঃ

"যা কিছু তোমরা হারাও তজ্জন্য যেন দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তজ্জন্য যেন উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন অহংকারী, উদ্ধতকে ভালবাসে না।" (সূরা হাদীদ-২৩) এহেন আচরণ সুখকর তো নয়ই, বরং এটা আপত্তিকর। এরূপ ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে আরও একটি হাদীসের কথা উল্লেখপূর্বক সুধী পাঠক সমাজকে বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হলো।

আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) যাঁকে খলিলুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি একদা সারা রাত্রি ইবাদতে মশগুল থেকে সকালে উঠে বলেন, "ইবরাহীম (আ.) এর প্রভু কি উত্তম এবং ইবরাহীম কি উত্তম বান্দা।" এ কথা বলার পরের দিন তার কাছে কোন ব্যক্তি এলো না। ইবরাহীমের (আ.) অভ্যাস ছিল, প্রতিদিন তিনি কাহাকেও না কাহাকে সাথে নিয়ে আহার করতে ভাল বাসতেন। খাবারের সাথী না পাওয়ায় তিনি খাবারের থালাটা নিয়ে পথে বের হয়ে পড়লেন। লক্ষ্য ছিল, যে কোন পথিককে তাঁর খাবারের সাথী বানানো।

এমন সময় দুইজন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে ইবরাহীম (আ.) এর নিকটে আসলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঐ বাগানটির দিকে চলুন, সেখানে একটি পানির ঝরণা আছে যার পাশে আরাম করে বসে আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে পারবো। অতঃপর তারা তিনজনে বাগানে গিয়ে দেখেন, ঝরনাটি শুকিয়ে গেছে। এতে ইবরাহীম (আ.) খুবই লজ্জিত হলেন। তখন ফেশেতা দু'জন বললেন, "হে ইবরাহীম (আ.)! আপনি আপনার প্রভুর কাছে দো'আ করুন যাতে ঝরনাটি থেকে পানি বের

www.pathagar.com

হয়ে আসে।" ফেরেশতাদের উপদেশমত তিনি আল্লাহপাকের কাছে দো'আ করলেন, কিন্তু ঝরনা থেকে পানি বের হলো না। অতঃপর ইবরাহীম (আ.) ফেরেশতাদের আল্লাহর কাছে দো'আ করতে বললেন। প্রথমে একজন ফেরেশতা দো'আ করলে ঝরনাটিতে পানি বের হতে দেখা গেল। তারপর দ্বিতীয়জন দো'আ করলে ঝরনা হতে পানির ফোয়ারা বইতে আরম্ভ করলো।

ফেরেশতা দুইজন প্রথমে ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে তাদের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন। পরে তাদের পরিচয় প্রকাশ করে ইবরাহীম (আ.) কে খবর পাঠালেন যে, তিনি একরাত ইবাদত করে খুশী হওয়ার কারণে আল্লাহপাক তাঁর দো'আ কবুল করেন নাই। (কিতাবুস সালাত অমা য়্যালযামো ফীহা)

এই হাদীসটিই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে গর্ববোধ করা গর্হিত কাজ। নামায পড়ে আত্মগর্ব করলে সুফল পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন নামাযী যেন আত্মগর্ব না করে, বরং তার আচার আচরনে যেন তিনি বিনয়ী ও নম্র হন। ভদ্র ও নম্র ভাবে মানুষকে নামাযের প্রতি আহবান জানালে মানুষ হয়ত সে আহবানে সাড়া দিতে পারে। চোখ রাঙ্গানী দিয়ে মানুষকে দীনের পথে আনা সম্ভব নয়। সুধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য এখানে একটি হাদীসের প্রসংগ টেনে আনা হলো। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"যাদের ব্যবহার উৎকৃষ্ট,আখিরাতে তারাই হবে আমার প্রিয় এবং তারা আমার সান্নিধ্য লাভ করবে। আর যারা অসদ্ব্যবহার করবে, অযথা তর্ক করবে এবং যারা অহংকারী ও কর্কশভাষী, তারা আমার অপ্রিয় ও আমার হতে দূরে থাকবে।" (তিরমিযি) আমাদের মনে রাখতে হবে যে, নামায অহংকার ও দাম্বিকতার বিনাশ করে নির্মল ও বিনম্র জীবন যাপনে সহায়তা করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথাতো আমাদের সকলের মনে থাকার কথা। আমাদের প্রিয় রাসূল (স.) ও তাঁর সাহাবাগণ মানুষের সাথে কি

www.pathagar.com

সুন্দর ও অমায়িক ব্যবহার করতেন, সে কথাও কাহারো অজানা নয়। তাঁদের সহজ সরল কোমল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েই তখন শত শত লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কাহারো উপর কোন জোর যবরদস্তি করা হয় নাই। রাসূল (স.) ও তাঁর সহচরবৃন্দের কোমল ব্যবহার, মিষ্টি মধুর কথা, চারিত্রিক গুণাবলি এবং আধ্যাত্মিক কারিশমা দিয়ে মানুষের মন জয় করেছিলেন এবং মানুষও স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলামকে কবুল করে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে গুনিন জিমাদ-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি সূধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হলো।

জিমাদ ইবনু সালার নামে আজাদ বংশে এক প্রভাবশালী লোক ছিলেন। একজন বড় মাপের ওঝা ও মন্ত্রতন্ত্রবিদ গুনিন হিসাবে তিনি সারা আরবে পরিচিত ছিলেন। জিমাদ মক্কায় এসে জানতে পারলেন যে, মুহাম্মদের ঘাড়ে ইসলাম নামে এক ভূত সোয়ার হয়ে আছে। কুরাইশদের সাথে আলাপ আলোচনা করে গুনিন জিমাদ ভূত তাড়ানোর লক্ষ্যে রাসূল (স.) এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, 'মুহাম্মদ' আমি তোমার ভূত ছাড়িয়ে দিব, সেজন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি। এখন তুমি স্থির হয়ে বস, আমি মন্ত্র পড়া শুরু করছি। জিমাদের কথায় একটু হেঁসে হেঁসে রাসূল (স.) বললেন- "বেশ তা হবে এখন আগে আমার কিছু কথা শুনে নাও। এই বলে রাসূল (স.) তাঁর চির অভ্যাসমত 'হামদ ও না'আত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন। আল্লাহর প্রশংসা বাণী শেষ হতে না হতেই জিমাদের যাদুমন্ত্র কোথায় চলে গেল। তিনি আগ্রহ সহকারে বললেন, "মুহাম্মদ, এটুকু আবার পড় দেখি।" রাসূল (স.) আবার "আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানাসতাইনুহু" বলে খুতবার প্রথম হতে পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। জিমাদের অনুরোধে রাসূল (স.) কয়েক দফা আল্লাহর এই প্রশংসা বাণীর পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন জিমাদ ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, গুনিন যাদুকর অনেক দেখেছি, আরবের প্রধান প্রধান কবিদের বহু রচনা শুনেছি। কিন্তু এমন সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী বাণীতো আর কখনও শুনিনি। এযে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল, গভীর ও অসংখ্য মনিমুক্তার

www.pathagar.com

খনি। ওহে মুহাম্মদ! "হাত বাড়িয়ে দাও, আমি তোমার হাত ধরে ইসলামের সত্য গ্রহণ করছি, আমি মুসলমান।" (মুসলিম, নাসায়ী)

উপরের ঘটনাগুলি আলোচনায় আনার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে যে, অসহিষ্ণু আচরণ করে বা মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কাহাকেও সত্য ও সঠিকভাবে আনা যায় না। মানুষকে দ্বীনের পথে আনতে হলে মিষ্টিকথা, নম্র ও ভদ্র ব্যবহার এবং নিজের আমলের বিশুদ্ধতা দিয়ে আগে মানুষের মন জয় করতে হবে। তাহলে কেবল মানুষকে আপনার কথা শুনাতে পারেন। এ কাজটি আমাদের প্রিয় রাসূল (স.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামেরা নিখুঁত ভাবে করতে পেরেছিলেন বিধায় আজ চারদিকে ইসলামের জয় জয়াকার।

এতক্ষন উপরে যা কিছু বর্ননা ও আলোচনা করা হয়েছে তা নামাযকে সঠিকভাবে কায়েম করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। যেহেতু আপনার নিজের নামায দিয়ে পরকালে মুক্তি পাওয়া কষ্টকর হবে, সেহেতু আপনার পরিবার পরিজন, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি সকলকেই নামাযের কাতারে শামিল করতে আমরণ চেষ্টা চালাতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের সূরা ত্বাহার ১৩২তম আয়াতটি সূধী পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা হলো। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহপাক নবী করীম (স.) কে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অটল থাকুন।" এ আয়াতের বক্তব্যই প্রমাণ করে যে, পরকালে মুক্তির জন্য নিজের নামাযের পাশাপাশি অন্যকেও নামাযে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আপনার ভদ্র আচার-আচরণ, আমল ও আখলাক এবং চারিত্রিক গুনের মাধ্যমে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে নামাযের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। আপনার উদ্যোগে সফলতা ও বিফলতা দুটাই থাকবে। কিন্তু আপনার দাওয়াতী কাজ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করলে আল্লাহ চাহেতো কিছু না কিছু সফলতা যে আসবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া আপনি সফল হলেন

www.pathagar.com

কি বিফল হলেন-সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ন হচ্ছে-আপনি আপনার দাওয়াতী কাজে কতটা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। আপনার কথা বার্তায় ও আচার-আচরণে সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়নতা থাকতে হবে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই মানুষের মনে সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ভাল মানুষের সংস্পর্শে আসলে মানুষ ভাল হয়। আর খারাপ মানুষের সাথে মিলামেশা মানুষকে খারাপ পথে নিয়ে যায়। আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে, নামায মানুষকে খারাপ ও গর্হিত কাজ করা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং পরিবারের লোকজনসহ সকল স্তরের মানুষকে নামাযে শামিল হওয়ার দাওয়াত দিতে হবে।

রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে হলে কিভাবে নামায আদায় করতে হবে, সে বিষয়ে এখন আলোচনা করে দেখা যাক। রাসূল (স.)-এর সুন্নত অনুযায়ী যথাযথভাবে, যথানিয়মে, যথাসময়ে নামাযের সকল শর্ত পরিপালন পূর্বক আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করতে হবে এবং এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকতে হবে। প্রাসংগিকভাবে সূরা লোকমানের সতেরতম আয়াতটির বাংলা তরজমা সূধী পাঠক সমাজের অবগতি ও অনুসরনের জন্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

"হে বৎস! নামায কায়েম কর, নেক কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক এবং তোমার উপর যে বিপদ-আপদ আসে তাতে ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় এ হলো দৃঢ়, সংকল্পের কাজ।"

এ আয়াতটি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, কেবল নিজে নামায পড়লে চলবে না নিজের পরিবার-পরিজনসহ অন্যদেরও নামায পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রাসংগিকভাবে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।* বর্ণিত আছে, এক আবেদ বহুদিন ধরে আল্লাহর ইবাদত করতেন। একদিন তিনি

---

* মোঃ রুহুল আমীন (ফাজেলে দেওবন্দ) কর্তৃক অনুবাদকৃত 'দুররাতুস- সালেহীন' (মূল আরবী ভাষায় রচিত দুররাতুন নাছিহীন) কিতাব থেকে উদ্ধৃত পৃষ্ঠা নং-৫৭-৫৮)

www.pathagar.com

অজু করে নামাজ পড়ে আসমানের দিকে মাথা ও হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ইবাদত কবুল কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো, তোমার ইবাদত গৃহীত হয় নাই। ইবাদত মঞ্জুর না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে আল্লাহর তরফ থেকে গায়েবী আওয়াজ আসলো যে, তোমার স্ত্রী আমার নির্দেশ বিরোধী কাজ করেছে, অথচ তুমি খুশী রয়েছে। এ কথা শুনে আবেদ বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রীর কাছে তার কাজ সম্বন্ধে জানতে চাইলে স্ত্রী জবাব দিল যে সে গান শুনতে গিয়ে নামায ছেড়ে দিয়েছে। আবেদ তৎক্ষনাৎ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অজু করতঃ দুই রাকাত নামায আদায় করে হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার ইবাদত কবুল কর- আসমান থেকে আওয়াজ এলো- তোমার ইবাদত এবার কবুল হয়েছে। সুতরাং নিজেও নামায পড় এবং পরিবারের লোকজনদেরকেও নামাযে উদ্বুদ্ধ কর।

সকলকে ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য আদেশ দিতে হবে। কেননা, নামায মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত-৪৫) বিপদে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং অপরকে ধৈর্য-ধারণ করার উপদেশ দিতে হবে। মানুষ বিপদে পড়লে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মানসিক অস্থিরতা নামাযে বিঘ্ন ঘটায়। মানসিক সুস্থতা ছাড়া নামাযে একাগ্রত আসে না। একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করলে আল্লাহর প্রতি মহববত পয়দা হবে। আর অল্লাহর প্রতি মহব্বত পয়দা হলেই বুঝতে হবে যে, আপনার নামায পড়াটা সহীহ হয়েছে। নামায, সহীহ হলে আল্লাহ তা'আলা কি তা গ্রহণ না করে পারেন? সহীহ নামাযই মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

যে ব্যক্তি যথারীতি অজুকরে নামায আদায় করে, রুকু সেজদা পুরাপুরি সমাধা করে। এছাড়া অন্তরে যথেষ্ট নম্রতা, ভক্তি ও মহববতকে স্থান দেয়, তার নামায নূরানীরূপ ধারন পূর্বক আল্লাহর আরশ পর্যন্ত আরোহন করে এবং তথা হতে নামাযীকে এই দো'আ করতে থাকে যে, যেরূপ যত্নের সহিত তুমি আমাকে স্মরণ করেছো সর্বদর্শী আল্লাহ তোমাকে তদ্রুপ যন্ত ও

www.pathagar.com

স্নেহে রক্ষণাবেক্ষন করুন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঠিকমত নামায আদায় করে না তাহার নামায কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে উর্দ্ধগগনে উত্থিত হয় এবং নামাযীকে এ অভিসম্পাত করতে থাকে যে, তুমি আমাকে যেরূপ নষ্ট করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাকে তদ্রূপ লাঞ্ছিত ও বিনষ্ট করুন। আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছানুরূপ নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উক্ত নামায সেই নামাযীকে এইরূপ অভিসম্পাত করতে থাকবে। নবী করীম (স.) আরও বলেছেন ঃ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি যে নামাযে চুরি করে অর্থাৎ পুর্ণাঙ্গরূপে নামায আদায় করে না। যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে যথারীতি নামায আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি নামায আদায় করে না বা আদায় করলেও সূরা, কিরাত, রুকু সেজদা ইত্যাদি যথারীতি করে না, সে কিয়ামতের দিন কারুন, ফেরআউন, হামান, উবাই ইবনু খালফ্ ইত্যাদি মহাপাপীদের জাহান্নামের সঙ্গী হবে (আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)।

কেবল লোক দেখানো নামায পড়লেই চলবে না। নামায সময়মত পড়া হচ্ছে কিনা এবং নামাযের আরকান সমূহ সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ যে যত বেশি তার নামাযে একাগ্রতা দেখাবে এবং যে অধিক যত্নের সহিত রুকু সিজদা আদায় করবে, তার নামায অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে। অন্য একটি হাদীসে আছে ঃ কোন মুসলমান যখন উত্তমরূপে অজু করে সময়মত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায খুশু খুযুর সহিত আদায় করে, তখন তার ভুল ত্রুটির গুনাহ সমূহ আল্লাহপাক মাফ করে দেন। (আহমাদ, নাসায়ী) যদি সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক নামায পড়া না হয়, তাহলে তো নামায কবুল হবে না। আপনি কষ্টও করলেন এবং আপনার মূল্যবান সময়ও নষ্ট করলেন, অথচ আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আপনার নামায গ্রহণযোগ্য হলো না। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? এটাকে আরো একটু সহজভাবে বুঝানো যেতে পারে। ধরুণ, কেহ আপনাকে কামলার কাজে নিয়োজিত করলো। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আপনি কাজ করলেন। কিন্তু যেভাবে আপনাকে কাজটি করতে বলা হয়েছিল, আপনি সেভাবে করতে পারেন নাই। কাজ শেষে কি

www.pathagar.com

আপনি আপনার নিয়োগকর্তার নিকট থেকে নায্য পরিশ্রমিক আশা করতে পারবেন? এখন নিয়োগকর্তার মর্জির উপর আপনার পারিশ্রমিকের বিষয়টি ঝুলে রইল। কর্তব্য পরায়নতা ও নিষ্ঠার সহিত যদি কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন, তবে আপনার পারিশ্রমিক পাওয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যাই হতো না। সূধী পাঠক সমাজ! আপনারাই বিবেচনা করুন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ত্রাণকর্তা তাঁর সামনে নামাযে দাঁড়াতে যদি আমরা লুকোচুরি খেলি, তবে আমাদের কি পরিনতি হতে পারে? এখানে একটি হাদীসের প্রসঙ্গ টেনে বিষয়টি শেষ করছি ঃ লোকে নামায পড়ে দায় সারে, অথচ কাহারও নামাযের ১০ ভাগের একভাগ কবুল হয়, কাহারও ৮ ভাগের একভাগ, কাহারও ৭ ভাগের একভাগ, কাহারাও ৬ ভাগের একভাগ, কাহারও ৫ ভাগের এক ভাগ, কাহারও ৪ ভাগের এক ভাগ, কাহারও ৩ ভাগের এক ভাগ, কাহারও অর্ধেক নামায কবুল হয়, কাহারও সম্পূর্ণ নামায কবুল হয়। আবার কাহারও সম্পূর্ণ নামায বৃথা যায়। (আবু দাউদ)

নামায পড়ে যদি আমি পাশ না করতে পারি, তবে আমার জীবনটাইতো ব্যর্থতায় পর্যবষিত হলো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের নিয়ম কানুন মেনে নামায আদায় করার তাওফীক দাও যাতে আমরা নামাযের এমতেহানে পাশ করতে পারি এবং যাতে আমাদের জীবনটা ব্যথ্যতায় পর্যবসিত না হয়। আমীন!

নামাযের মধ্যে দুইটি অবস্থা বিরাজমান। একটি হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থা এবং অন্যটি হচ্ছে আভ্যন্তরীন অবস্থা। নামাযের নিয়ত থেকে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত দৃশ্যমান যা কিছু করা হয়, নামাযের এই সামগ্রিক অবস্থাকেই নামাযের বাহ্যিক অবস্থা বলা হয়, যেমন নিয়ত করা, কিয়াম, রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যে বসা, দুরুদ পড়া, সালাম ফিরানো ইত্যাদি। আর নামাযের মধ্যে অন্তরে বিনয়, ভীতি ও ভক্তি রক্ষা করাই হচ্ছে নামাযের আভ্যন্তরিন অবস্থা যাকে নামাযের প্রাণ বলা হয়। নামায বা অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে প্রাণ না থাকলে ইবাদত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে নামাযের প্রাণ থাকলেও যদি নামাযের আরকান সমূহ যথারীতি পালিত না হয়, তবে সে নামায চক্ষু উৎপাটিত ও ছিন্ন কর্ণ মানুষের ন্যায় অঙ্গহীন ও কুৎসিত দেখাবে। আবার নামাযের আরকান সমূহ যথারীতি সম্পন্ন করেও সে নামাযে যদি প্রাণ না থাকে তবে তাহা এরূপ হবে, যেমন চক্ষু আছে দৃষ্টি শক্তি নাই, কর্ণ আছে কিন্তু শ্রবণশক্তি নাই; ফলে চক্ষু ও কর্ন থাকা সত্ত্বেও নামায অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। অতএব নামায পড়তে হবে একনিষ্ঠভাবে বিনম্রচিত্তে বিগলিত হৃদয়ে ভয়-ভীতি ও ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত। নামাযের মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সামনে হাজির আছেন বিধায় তাঁর ধ্যানে তন্ময় হয়ে আমাদের মনকে নিমজ্জিত রাখা। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহপাকের একটি বাণী সূধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য তুলে ধরা হলো ঃ "আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতিত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরনের জন্য সালাত কায়েম কর" (সূরা ত্বাহা-১৪)। পবিত্র কুরআনের অপর এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ "অবশ্যই সফল হয়েছে মু'মিনগণ যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে।" (সূরা মুমিনুন-১-২) তাহলে দেখা যাচ্ছে- নামাযের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন অবস্থার ঠিকমত সমন্বয় হলেই কেবল আল্লাহপাকের কাছে নামায, গ্রহনযোগ্য হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেনঃ এমনভাবে নামায পড়বে, যেন কোন বন্ধুকে বিদায় দিতেছ। অর্থাৎ স্বীয় অস্তিত্ব ও কামনা এমন কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্য বস্তুর চিন্তা অন্তর হতে দূর করে একেবারে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে। এখন আমরা যদি নামাযে দাড়িয়ে মনের মধ্যে অন্য কিছু চিন্তা করি, যেমন বলা যায় কাকে কিভাবে ঠকাবো, কার সম্পদ কিভাবে আত্মসাৎ করবো, চোরা পথে টাকা পয়সা কামাই করা, ছিনতাই রাহাজানি অসামাজিক কাজকর্ম, সমাজে শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত করা ইত্যাদি তাহলে এ নামায কি আমাদের কোন উপকারে আসবে? এ নামায কি আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে?

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেনঃ আমি ও হযরত রাসূল (স.) এক স্থানে বসে পরস্পর কথাবার্তা বলার সময় যদি নামাযের ওয়াক্ত

www.pathagar.com

এসে যেত, তখন তিনি আমাকে চিনতে পারতেন না, আমিও চিনতে পারতাম না। নামাযের সময় উপস্থিত হওয়া মাত্র আমাদের শরীরের বাহিরে ও ভিতরে আল্লাহর ভয় ঢুকে যেত। এ কথার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা, চিন্তা-চেতনা অন্তর থেকে দূর করে একেবারে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে অবগাহন করার জন্য তাঁরা ব্যতি ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। হযরত রাসূল (স.) বলেছেন ঃ যে নামাযে নামাযীর অন্তর আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট না হয় সে নামাযের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিপাত করেন না। হযরত আলী (রা.) বলেন ঃ তিনি যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হতেন, তখন তার দেহে কম্পন শুরু হত এবং তার শরীরের বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেতো। তিনি এও বলতেন যে, এখন আমার প্রতি আমানতের এমন এক বোঝা বহন করার সময় এসেছে যা আসমান ও জমিন বহন করতে সক্ষম হয়নি। নবী করীম (স.) এবং তাঁর সাহাবীদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও ভক্তি কি পরিমাণ প্রগাঢ় ছিল তা কল্পনাই করা যায় না। আমরাতো সেই রাসূল (স.) এর উম্মত। আমাদেরকে তাঁর উম্মত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে তো আমাদের অন্তরকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। তবেইতো আমরা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হবো।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেছেনঃ নামাযের মধ্যে যার অন্তরে বিনয়, ভয়-ভীতি ও ভক্তি অঙ্কুরিত না হয়, তার নামায সহীহ হয় না। হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে তার ডান দিকের ও বাম দিকের ব্যক্তিদ্বয়কে চিনতে চেষ্টা করে অর্থাৎ নামাযে সে অমনযোগী হয়, তার নামায দুরস্ত হবে না। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগনের মতে তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযীর মন আল্লাহর পানে নির্দিষ্ট করে এবং নানাবিধ চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রেখে নামায শুরু করতে পারলেই নামায শুদ্ধ হবে। ইমামদ্বয়ের একথার প্রেক্ষিতে দ্বীনি বিশ্লেষকগণ বলেছেন ঃ সাধারণ মানুষের মণ আল্লাহ তা'য়ালার কোট হতে বেশ দূরে এবং অন্য মনস্ক থাকে বিধায় শরীয়তের বিচারে এই প্রকার নামাযী নামাযের দায় থেকে হয়ত অব্যহতি

www.pathagar.com

পেতে পারে। কিন্তু তার নামায পরকালের সম্বল হবার যোগ্যতা লাভ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকছে। কেননা যে নামাযে নামাযীর মন আল্লাহর পানে রজ্জু হয়ে থাকে, কেবল সে নামাযই পরকালের পাথেয় হওয়ার উপযোগী। মোট কথা হচ্ছে- কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযীর মনকে আল্লাহর পানে নির্দিষ্ট রাখলে হবে না, নামায শেষ হওয়া অবধি মনকে একই অবস্থায় রাখতে হবে নচেৎ শেষ বিচারের দিন তার অবস্থা বেনামাযীর চেয়ে ভাল হবে বলে আশা করা যায় না। বরং তার অবস্থা বেনামাজীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। এখানেএকটি উদাহরনের মাধ্যমে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা যায় যেমন কোন ভৃত্য মনিবের বাসায় উপস্থিত থেকে মনিবের সেবায় রত না হয়ে যদি সে অবহেলা ও বে-আদবীর সহিত খেলাধুলায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় তবে তার মনিব অবশ্যই অনুপস্থিত ভৃত্য অপেক্ষা এই বে-আদব ভৃত্যের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অনুপস্থিত ভৃত্য অপেক্ষা কঠোর শাস্তি প্রদান করতে পারেন। এ কারণেই হাসান বছরী (রহ.) খুবই বাস্তব সম্মত কথা বলেছেন যে, "যে নামাজে নামাজীর মন আল্লাহর পানে নিমগ্ন না হয় তা শাস্তির নিকটবর্তী এবং সওয়াব হতে দূরবর্তী।"

আমাদের সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামীন আমাদেরকে কি সুন্দর গঠনে তৈরি করেছেন, যে কথা সূরা তীনের মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আমাদের হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কথা বলার ভাষা, চিন্তা শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি, হিকমত ইত্যাদি হরেক রকমের নিয়ামত দান করেছেন। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার তিনি সবকিছুই দান করেছেন। অবশ্য কিছু কিছু জিনিস আমরা বিনা পরিশ্রমে পাই। যেমন, পানি, আলো ও বাতাস। আবার কতকগুলির জন্য আমাদের পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে, যেমন খাদ্য-শস্য, ফলমুল, মানবিক গুনাবলী ও আত্মার বিকাশ ইত্যাদি। আল্লাহপাক আমাদেরকে এত সব নিয়ামত দান করেছেন আমাদেরই কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। আমরা তাঁর দেয়া নিয়ামতগুলি কিভাবে ব্যবহার করলাম বা করছি সে বিষয়ে কি তিনি আমাদের কাছে হিসাব চাইবেন না? অবশ্যই চাইবেন।

www.pathagar.com

আমাদের হাত, পা এর কথাই ধরি। এই হাত-পাকে যদি আমরা ভাল কাজে লাগাই। তবে আল্লাহপাকের সু-নজরে থাকতে পারবো। আর এই হাত-পাকে যদি আমরা খারাপ কাজে ব্যবহার করি, যেমন অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করা, ঘুষ নেয়া, সন্ত্রাস ও ছিনতাই করা, হত্যা-রাহাজানি ইত্যাদি; তাহলে আল্লাহপাকের কাছে কি আমাদের মর্যাদা বাড়বে না কমবে? মর্যাদা বাড়ার তো প্রশ্নই আসে না, বরং আল্লাহপাক আমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা দিয়েছেন, তা ভুলুণ্ঠিত হবে। আমাদের অপকর্মের দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত কলুষিত করায় আমাদেরকে আল্লাহর রোষানলে পড়তে হবে। আর আমরা যদি তাঁর দেয়া নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করি এবং শুকর গুজারী করি, তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ আমাদের উপর পড়বে। আল্লাহপাক তো আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত বন্দেগী করার জন্য। এবং আমাদের সুখ-শান্তি ও কল্যানের জন্য আমাদের চতুর্দিকে তাঁর নিয়ামতের ভান্ডার খুলে রেখেছেন। আমরা বিনা বাধায় তাঁর নিয়ামতের ভান্ডারে অবগাহন করবো, অথচ সৃষ্টিকর্তা প্রভু প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো না- এটাতো একটি অবাক হওয়ার ব্যাপার। কেহ যদি আপনার কোন উপকার করে, তখন আপনি কি করবেন? মানুষের তো অবশ্যই সৌজন্যবোধ থাকতে হবে। আর যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা ও ত্রাণকর্তা, আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবো না এটাতো হতে পারে না। নামাযই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তম মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমে বলেছেন ঃ "যদি তোমরা শুকর কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই বেশী করে দেব, কিন্ত তোমরা যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি হবে বড়ই কঠিন।" (সূরা ইবরাহীম-৭)।

নামায হিংসা, বিদ্বেষ, অন্তরের কলুষ, কালিমা, অহংকার ও দাম্ভিকতার বিনাশ সাধন করে মানুষকে উন্নত, সুশৃংখল ও সুসংহত জীবন যাপনে সাহায্য করে এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। নামায মানুষকে খারাপ ও গরহিত কাজ করা থেকে বিরত রাখে। আল্লাহপাক তাই

www.pathagar.com

মানুষকে নামাযের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তা আবৃত্তি করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজসমূহ হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আন-কাবুত-৪৫)

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান সবসময় মানুষের পিছু লেগে থাকে। শয়তানের ধোকাবাজি থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহপাককে সদা স্মরণে রাখতে হবে। আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনি তাঁর বান্দার উপর খুব সন্তুষ্ট থাকেন। রাসূল (স.) এর একটি বিবৃতি থেকেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবৃতিটি সুধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য তুলে ধরা হ'ল ঃ "আমি আমার বান্দার সাথেই থাকি, যখনই সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যখন সে আমাকে সভাস্থলে স্মরণ করে আমিও তাকে এমন সভায় স্মরণ করি সে সভা ঐ সভা হতে উত্তম, অর্থাৎ ফেরেশতাদের সভা।" (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করলে তিনি মানুষের সঙ্গী-সাথী হয়ে যান। তিনি যখন মানুষের সাথে থাকেন, শয়তানতো তখন মানুষকে ধোকা দেয়ার কোন সুযোগ পায় না। ফলে সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। সুতরাং শয়তান থেকে বাঁচার একমাত্র উত্তম ও নিরাপদ পন্থা হচ্ছে আল্লাহ পাককে স্মরণ করা। তাই তিনি মানুষকে আদেশ করেন ঃ

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করবো। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ে না।" (সূরা আল-বাকারা-১৫২)

হুযায়ফা (রা.) বলেন ঃ "রাসূল (স.) যখন কোন ঘটনায় চিন্তিত ও বিব্রত হয়ে পড়তেন, তখন তিনি নামাযে মশগুল হতেন। খন্দক যুদ্ধের সময় রাত্রিকে হুযায়ফা (রা.) হুজুর (স.) এর নিকট গেলে তিনি হুজুর (স.)কে নামাযরত অবস্থায় দেখেন। আলী (রা.) বলেন ঃ বদর যুদ্ধের রাত্রিতে আমরাতো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (স.)

www.pathagar.com

সারা রাত্রিই নামাযে মশগুল ছিলেন। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত লাভ করা যায় অনায়াসেই।

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় ইবাদত হচ্ছে নামায। নামায হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তির জন্য মেরাজ। সকল ইবাদতের মূলে রয়েছে নামায। মাথা না থাকলে যেমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই মানুষের কাজে আসে না, তেমনি নামায না পড়লে অন্যান্য আমলও কোন কাজে আসে না। শরীরের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য যেমন দিনে কয়েকবার খাবারের প্রয়োজন পড়ে, আত্মশুদ্ধির জন্য তেমনি দৈনিক কয়েকবার নামায পড়ার প্রয়োজন হয়। তাই মুসলমানদের কখনও নামায ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ নামাযই মানুষকে সকল পাপাচার থেকে মুক্ত রাখতে পারে। সমাজ পাপাচার মুক্ত হলে সমাজে শান্তি, শৃংখলা বিরাজ করবে এবং মানুষও সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করতে পারবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে সার্বিকভাবে নামায কায়েম করার তাওফীক দাও।

যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার শরীয়ত সম্মতভাবে অন্তরে ভয়-ভীতি, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সহিত নামায আদায় করবে আল্লাহপাক তাকে কি পুরস্কার দেবেন তিনিই ভাল জানেন। তবে দ্বীনি আলেমদের চিন্তালব্ধ প্রাসংগিক যে সমস্ত পুরস্কারের কথা আলোচিত হয়েছে, সূধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য সেগুলি তুলে ধরা হল। পুরস্কারগুলি হচ্ছে (১) দারিদ্রতা ও অভাব-অনটনের কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ, (২) ঈমানের রশ্মিতে মুখমন্ডল উজ্জল (৩) কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ (৪) হাশরের দিন ডান হাতে আমল নামা ও (৫) বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার। নিজে বিশুদ্ধ মনে নামায আদায় করবে এবং নিজের পরিবার-পরিজন, চাকর-বাকর, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে নামায পড়র জন্য প্রবলভাবে তাগিদ দিতে হবে।

যে নামাযী নিম্নে উল্লেখিত চারটি আমল নিয়মিত ভাবে পালন করবে, সে উভয় জগতে সুখ-শান্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে, মৃত্যুর সময় নেককার বান্দার মর্যাদা লাভ করবে এবং সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিস্পাপ

www.pathagar.com

অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে। প্রথমত ঃ যে নামাযী নামায শেষে মসজিদে বসে জিকির করে, দ্বিতীয়ত ঃ যে নামাযী এক নামায শেষ করে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, তৃতীয়ত ঃ যে নামাযী জা'মাআতে নামায পড়ার আশায় পায়ে হেঁটে মসজিদে গমন করে ও চতুর্থত ঃ যে নামাযী অসুস্থ অবস্থায় কনকনে শীতের কষ্ট উপেক্ষা করে নামায পড়ার জন্য অজু করে। কিন্তু যারা নামায পড়ে না, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠোর শাস্তি। বে-নামাযী যদি স্বচক্ষে তার কঠোর আযাব দেখতে পেতো, তবে সে খাওয়া-নাওয়া বাদ দিয়ে নামায পড়ার জন্য সারাক্ষণ বদনায় অজুর পানি নিয়ে বসে থাকতো। কেবল এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিলে উহার শাস্তি স্বরূপ বছরের পর বছর দোযখে জ্বলতে হবে। আর আমরা কত ওয়াক্ত নামায ফউত করছি, উহার পরিনাম যে কি হবে একমাত্র আল্লাহপাকই তা জানেন।

নামায না পড়লে কিরূপ কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে তাতো আমরা উপরের বর্ণনা থেকেই জানতে পারলাম। সঠিকভাবে অজু না করা এবং সময়মত নামায না পড়ার যে কি শাস্তি হতে পারে- সেটা এখন আমরা নিম্নে উল্লেখিত ঘটনাটি থেকে জানার চেষ্টা করি।

আমর বিন দিনার (রহ.) বলেছেন ঃ কোন এক ব্যক্তি মদিনায় বসবাস করতো। সেখানে কোন এক মহল্লায় তার এক ভগ্নি থাকতো। ভগ্নি মারা গেলে তাকে দাফন করে ঘরে ফিরে এসে দেখে যে, তার সঙ্গে যে টাকার থলিটা ছিল তাহা নাই। ভগ্নিকে কবরে রাখার সময় হয়ত থলিটা কবরে পড়ে গেছে ভেবে সে অন্য এক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে কবরস্থানে গেল। কবর খুঁড়ে সে তার টাকার থলিটা বের করলো। তারপর তার সাথীকে বললো, কবরটি আরও একটু খনন কর, ভগ্নি কি অবস্থায় আছে তা দেখে নিই। কবরটি একটু খনন করার পর কবরে প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ড দেখতে পেল, তৎক্ষনাৎ কবর মাটি দ্বারা বন্ধ করে ফেললো। অতঃপর বাড়ি ফিরে এসে ঘটনাটি তার মায়ের কাছে বর্ণনা করলো এবং ভগ্নির আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তার মাতা এ সম্বন্ধে কিছু না বলতে চাইলেও ছেলের

www.pathagar.com

পিড়াপিড়িতে বলতে বাধ্য হল যে, তোমার ভগ্নি নামায বিলম্ব করে পড়তো এবং অজুও ঠিকমত করতো না। রাত্রে যখন সবাই শুয়ে পড়তো, তখন তোমার ভগ্নি দরজার পার্শ্বে কান পেতে অন্যের কথা শুনতো যাতে দিনের বেলায় অন্য মানুষের কাছে তা বলে দিতে পারে।" হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে নামায আদায় করার তাওফীক দাও যাতে আমরা তোমার আনুকল্য লাভে মাহরুম না হই।

যে ব্যক্তি নামায পড়তে অলসতা করে বা ওজর আপত্তি খাড়া করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কি শাস্তি কি পরিমান দেবেন, তিনিই তা ভাল জানেন। প্রাসংঙ্গীকভাবে এখানে আলহাজ্জ বসির উদ্দিন আহম্মদ বি, এ কর্তৃক রচিত 'নেক আমল' বইটিতে বিভিন্ন অবস্থায় যে পনেরটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সুধী সমাজের অবগতির জন্য তা তুলে ধরা হল। দুনিয়াতে ৬টি শাস্তি যেমন ঃ (১) নেককার ব্যক্তিদের তালিকা থেকে তার নাম কর্তন করা হয়, (২) কাজে বরকত থাকেনা, (৩) জীবিকাতে বরকত থাকে না, (৪) যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে পূর্ণতা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন নামায গ্রহন যোগ্য হবে না, (৫) তার দোয়া কবুল হয় না, এবং (৬) নেককার ব্যক্তিদের দো'য়া হতে সে কোন প্রকার অংশ পায় না। মৃত্যুকালিন তিনটি- (১) মৃত্যুর সময় সে পিপাসার্ত হয়ে মরবে, (২) হঠাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হবে এবং (৩) তার গর্দানে ভারী বোঝা চাপাইয়া দেয়া হবে। কবরে তিনটি- (১) কবর সংকীর্ণ হয় (২) কবর অন্ধকার থাকে এবং (৩) মনকির ও নকিরের সওয়াল জবাব মোকাবিলায় অক্ষম হয়। কবর হতে উঠার সময় তিনটি (১) আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত থাকেন, (২) হিসাবে কড়াকড়ি করা হয়, (৩) দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় ও দোযখের গর্তে তাকে নিক্ষেপ করা হয়। হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা সময় থাকতেই সাবধান হোন। ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের প্রিয় নবীর সুন্নাতমত নিজে নামায আদায় করুন ও অন্যকে নামাযে উদ্বুদ্ধ করুন। কারণ নামাযই আল্লাহ তা'য়ালাকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। বান্দা যখন নামাযে দাড়িয়ে যায় তখন মাথা থেকে আকাশ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং নেকী সমূহ বৃষ্টির

www.pathagar.com

ন্যায় বর্ষণ হতে থাকে। আর ফেরেশতাগণ নামাযীর চতুর্দিকে জমা হয়ে তাকে ঘিরে রাখে। সুতরাং বিনীতভাবে, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাড়াহুড়া না করে রুকু, সিজদা ঠিকমত পালন করে নামায আদায় করতে হবে যাতে নামায থেকে ফায়েদা হাসেল করা যায়। নামাযে দাঁড়িয়ে আপনি মনে করবেন যে আল্লাহপাক আপনার সম্মুখে আছেন ও তিনি আপনাকে দেখতেছেন, পবিত্র কা'বা ঘর আপনার সামনে, বেহেশত আপনার ডানে, দোযখ আপনার বামে, মালাকুল মউত আপনার পিছনে আছে, আপনি পুলসিরাতের উপর দাড়িয়ে আছেন, আর এটাই আপনার শেষ নামায। নামাযে দাড়িয়ে যদি আপনার মনের মধ্যে খারাপ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেগ হয়, তবে নামায শুদ্ধ হবে না। নামাজ শুদ্ধ না হলে আপনি দ্বিমূখী ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। একদিকে নামাজ পড়তে গিয়ে আপনি যে শ্রম ও সময় ব্যয় করলেন, তা বিফলে গেল। অন্যদিকে আপনি নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার যে নৈকট্য লাভের আশা করছিলেন সেটাতো হলো না বরং আল্লাহর সাথে আপনার দুরত্বটা আরও বেড়ে গেল অর্থাৎ আপনি আল্লাহর বিরাগভাজন হলেন অর্থাৎ আপনি ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেলেন। যেহেতু নামাযের মাধ্যমে আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে সরাসরি কথাবার্তা হয়, তাই তাঁর সহিত তো যেনতেন ভাবে কথাবার্তা বলতে পারেন না, আপনাকে আদবের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে যাতে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আপনি নামায পড়লেন কি, না পড়লেন এতে আল্লাহপাকের কিছুই আসে যায় না। আপনি যদি ইহকাল ও পরকালে আপনার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন তবে আপনার নিজের স্বার্থেই আপনাকে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নামায আদায় করতে হবে। যদি আপনি নিয়মিত যথাযথভাবে নামায পড়েন, তবে আখিরাতে আপনি আল্লাহ তা'আলার দয়া-দাক্ষিণ্য আশা করতে পারেন। আর আপনি যদি বে-নামাযী অবস্থায় মারা যান, তবে আপনার ভাগ্যে কষ্ট আছে। কষ্টটা হচ্ছে অপনাকে দোযখের আগুনের জ্বালানী বানানো হবে।

নামায শারিরিক ও মানসিক গ্লানি ও অলসতা দূর করে। নামায বান্দার গুনাহ সমূহ মুছে ফেলে। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসল (স.)

www.pathagar.com

বলেন, "যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকে? তারা বললেন, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসূল (স.) বললেন, এটা হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।" (বুখারী)

সূধী পাঠক সমাজ! এখন আপনারা জানতে পারলেন যে, রোজ পাঁচবার গোসল করলে যেমন শরীরের সমস্ত ময়লা, মাটি ও মলিনতা ধুয়ে-মুছে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, তেমনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লে আল্লাহপাক তার বান্দার দেহ ও মনের কলুষ কালিমা ক্ষমার পানিতে ধুয়ে নির্মল করে দেন। নামাযের মধ্যে পানির বৈশিষ্ট আছে। পানি যেমন বান্দার শরীরের বাহিরের সমস্ত ময়লা পরিস্কার করে দেয়, ঠিক তেমনি নামায বান্দার অন্তরের ময়লা, কলুষ-কালিমা পরিস্কার করে দেয়। আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতি ও বিনয়ের সাথে একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করলে মানুষের অন্তরের সব রকম রিয়া ও কপটতা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহর প্রতি মহব্বত পয়দা হয়। নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করে নিয়মিত নামায পড়লে মানুষের মনে কোনরূপ খারাপ চিন্তা-ভাবনার উদ্রেগ হয় না এবং কারও অন্তরে যদি কোন খারাপ চিন্তা থেকেও থাকে তবে সেটাও দুর হয়ে যায়। অন্তরে ক্ষতিকর চিন্তা-ভাবনার কারণেই মানুষের মধ্যে অস্থিরতার সুত্রপাত ঘটে এবং এই অস্থিরতাই আস্তে আস্তে সমাজকে গ্রাস করে ফেলে। আর শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত হওয়ার মূল কারণই হচ্ছে এই সামাজিক অস্থিরতা। নামায অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা-চেতনাকে খর্ব করে মানুষকে সু-শৃংখল ও সুসংহত জীবন যাপনে সাহায্য করে এবং সমাজে শান্তি, শৃংখল ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে। সুতরাং যথাযথভাবে ও যথা সময়ে আমাদের সকলের নামায পড়া উচিত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব

মুসলমান ভাই বোন মাত্রই জানেন যে, ইসলামের প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি যেগুলির সমন্বয়েই ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত- (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল- একথার উপর সাক্ষ্য দেয়া, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত দেয়া, (৪) হজব্রত পালন করা এবং (৫) রমযানের রোজা রাখা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

তাওহীদের মূলমন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর রিসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাওহীদের এ কালিমাকে এক কথায় ঈমান বলা হয়। ঈমানের পরেই নামাযের অবস্থান। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আগে ঈমান তারপর নামায। ঈমান ছাড়া নামাজের কোন মূল্য নেই। যার ঈমান নাই, তার নামায পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইবাদতের মধ্যে নামায হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমানের পর সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো নামায। তাই আল্লাহপাক নামায কায়েম করর জন্য অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বহু জায়গায় নামায কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে। এমনকি আল্লাহ পাক বিশ্বনবীকে নামায কায়েম করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন।" (সূরা ত্বাহা-১৩২)। ইহা ছাড়া তিনি মুসলমানদের নামাজী হওয়ার জন্য দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ হে প্রতিপালক!

www.pathagar.com

তুমি আমাকে সহ আমার সন্তানদিগকে নামাযী বানাও (সূরা ইবরাহিম-৪০)।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসুল (স.)কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে তা থেকে অবৃত্তি করুন এবং যথাযথভাবে নামায কায়েম করুন, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আনকাবুত-৪৫৬) মানুষ যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নিয়মিত নামায পড়ে, তবে খারাপ চিন্তাভাবনা করার তার কোন অবকাশ থাকে না এবং খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ারও কোন আশংকা থাকে না। নামায অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা-চেতনাকে খর্ব করে। নামায হিংসা-বিদ্বেষ ও অন্তরের কলুষ-কালিমা বিনাশ করে মানুষকে ভ্রাতৃত্বও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটা হাদীস আছে যে, "কোন মুসলমান যখন ভালরূপে অজু করে এবং নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তখন তার ভূলত্রুটির গুনাহগুলি সব মাফ হয়ে যায়। (আহমাদ, নাসায়ী) তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর যে বান্দারা দৈনিক পাঁচবার নিয়মিত নামায আদায় করে, তারা উভয় জগতেই কামিয়াবী হাসেল করে। সুতরাং মানুষের জীবনে নামায যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান, সে কথা কি ফলাও করে বলার প্রয়োজন আছে?

নামায আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দার মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন সে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে- (বুখারী)। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন, আমার ও আমার বান্দার মাঝে নামাযকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দা আমার কাছে যা চায়, তাই পায়। সুতরাং বান্দা যখন বলে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক, তখন আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল। বান্দা যখন বলে যিনি বিচার দিবসের অধিপতি, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা বর্ণনা করল।

www.pathagar.com

বান্দা যখন বলে, আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন আল্লাহ বলেন এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে এবং আমার বান্দার জন্য তাই যা সে যাঞ্চা করে। আমার বান্দা যখন বলে আমাদেরকে সরল পথ দেখাও তাদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ এবং তাদের পথ নয় যারা তোমার ক্রোধভাজন ও যারা পথভ্রষ্ঠ। তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দার জন্য তাই যা সে প্রার্থনা করে- (মুসলিম)। নামায যে আল্লাহর কাছে কত প্রিয় ও মর্যাদাবান, উপরে আলোচিত হাদীসে কুদসী থেকেই তার প্রমাণ মিলে। হে আল্লাহর বান্দারা। তোমরা নামায তরক করিও না এবং নামাযের মর্যাদা ক্ষুন্ন করিও না যদি ইহকাল ও পরকালে তোমরা তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল চাও।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে ঃ বান্দার মধ্যে আর কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল নামায। অর্থাৎ যে নামায পড়ে সে ঈমানদার; আর যে নামায পড়েনা সে মুশরিক বা কাফির। (মিশকাত) রাসূল (স.) বলেন, যে নামাযের হিফাজত করবে, নামায তার নাজাতের অবলম্বন হবে- (বাইহাকী) আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার বন্ধুবর রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে অসিয়ত করেছেন যে, তোমাকে যদি কেটেও ফেলা হয়, কিংবা আগুনে দগ্ধিভূত করে মারা হয় তবুও আল্লাহর সহিত শরীক করো না; আর ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামাজ ত্যাগ করিও না। যে নামায ত্যাগ করে সে আর আল্লাহর যিম্মায় থাকে না। (ইবনে মাজা)। হে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা! আপনারাই এখন চিন্তা-ভাবনা করুন, আপনারা আল্লাহর জিম্মায় থাকতে চান না মানুষের জাত শত্রু শয়তানের জিম্মায় যেতে চান?

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে নামায দ্বিতীয় নাম্বারে হলেও প্রকৃতপক্ষে নামাযই ইসলামের মূল স্তম্ভ যা ছাড়া ইসলাম টিকতে পারে না। মৃত্যুর পর প্রথমেই নামাযের হিসাব নেয়া হবে- সে কথা আগেই বলা হয়েছে। নামাযীরা জান্নাতে যাবে এবং বে-নামাযীরা জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। তাই মুসলমানদের জন্য নামায সর্বাবস্থায় পালনের নির্দেশ আছে। কিন্তু অন্য

www.pathagar.com

ইবাদতের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। মৃত্যুকালে রাসূল (স.) এর সর্বশেষ অসিয়ত ছিল নামাজ, দাস-দাসী সম্পর্কে, নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য সূধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য সূরা মারইয়ামের ৫৮ ও ৫৯ আয়াত দু'টির বাংলা তরজমা নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ-

(ক) "এরা তারা যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীদের মধ্য থেকে, তারা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম তাদের বংশধর, ইবরাহিম ও ইসমাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি হিদায়েত দান করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের দলভূক্ত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হতো, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকতো।"

(খ) "আর তাদের পরে এমন অসৎ বংশধর এলা যারা সালাতকে নষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অচিরেই কু-কর্মের শাস্তি দেখবে।"

হাদীসে আছে- যে ব্যক্তি সালাতের হেফাজত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর, দলিল ও নাযাতের কারণ হবে" (আহমদ, দারেমী, মিশকাত)। কিন্তু যে সালাতের হেফাজত করলে না- তার অবস্থা কিরূপ হবে সূধী পাঠক সমাজ মনোযোগ সহকারে তা লক্ষ্য করুন। ফরজ সালাত যে অস্বীকার করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত তরক করে, তার নাম ইসলামের খাতা হতে খারিজ হয়ে যাবে। সালাতের হেফাজত করা অর্থ নামাযের যে সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত সমূহ রয়েছে, যেমন ক্বিয়াম করা, কিরাত পাঠ করা, রুকু ও সিজদা করা ইত্যাদি, সেগুলি সঠিকভাবে খালেছ নিয়তে এবং মনোযোগ সহকারে আদায় করা (মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনুল ক্বাইয়ুম বলেন, ধন-দৌলতের মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে যে সালাত হতে দূরে থাকে অর্থাৎ সে সালাত আদায় করে না তার হাশর হবে মুসা (আ.) এর চাচাতো ভাই বখীল ধনকুবের কারুনের সাথে। রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ব্যস্ততার অজুহাতে যে ব্যক্তি সালাত হতে গাফেল থাকে, তার হাশর হবে মিশরের শাসক

www.pathagar.com

ফেরাউনের সাথে। মন্ত্রীত্ব বা চাকুরীর কারণে যে ব্যক্তি সালাত হতে গাফেল থাকে তার হাশর হবে ফেরাউনের মন্ত্রী হামানের সাথে। ব্যবসায়িক ব্যস্ততার অজুহাতে যে ব্যক্তি সালাত হতে গাফেল থাকে, তার হাশর হবে মক্কার ব্যবসায়ী নেতা উবাই বিন খালফের সাথে (ফিকহুস সুন্নাহ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কেবল সালাত তরক করা নয় বরং সালাত সঠিক ভাবে আদায় না করলে সে জাহান্নামী হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এখানে একটি অতি সাধারণ হাদীসের কথা উল্লেখ করা হলো যা থেকে মুসলমান ভাই-বোনেরা নামাযের গুরুত্ব সহজভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ রাসূল (স.) বলেন- "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করে সময়মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত রুকু- সিজদা ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিপালনপূর্বক খুশু-খুজুর সহিত আদায় করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে ক্ষমা করার জন্য অঙ্গীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি এ ভাবে সালাত আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহর কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। (আহমদ, আবু-দাউদ, মালেক, নাসায়ী, মিশকাত)

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে তোমার ও তোমার রাসূলের (স.) নির্দেশ ও প্রদর্শিত নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক নামায আদায় করার তাওফীক দাও যাতে আমরা তোমার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

বে-নামাজীদের পরিণতি কি হবে- সে সম্পর্কে আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমের সূরা মুদ্দাসিরের ৪০ থেকে ৪৮ আয়াত সমূহে বর্ণনা করেন ঃ

"জান্নাত বাসীরা গুনাহগার বান্দাদের জিজ্ঞাসা করবে আমরা নামায পড়তাম না, ফকির মিসকিনকে আহার করাতাম না এবং মিথ্যাবাদীদের সাথে শামিল হয়ে সত্যকে মিথ্যা বলে তর্ক করতাম এবং বিচারের দিনকে মিথ্যা জানতাম যে পর্যন্ত না আমাদের মরণ এসে উপস্থিত হয়েছে। অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।"

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলিতে জান্নাত বাসিদের প্রশ্ন ও জাহান্নামীদের

www.pathagar.com

জবাবের মধ্যে যে চারটি মূল অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে বেনামাযী হওয়ার অপরাধটিই হলো পহেলা নম্বরে। প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে যে কথাটা নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত হয়েছে তা হলো নামায কায়েম করার গুরুত্বই সর্বাধিক এবং মানব জীবনের সার্বিক সাফল্যের চাবি কাঠিই হচ্ছে নামায। সুতরাং যারা নামাযের হিফাজত করে অর্থাৎ যারা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে শরিয়ত সম্মতভাবে নামায আদায় করে, নামায তাদের জন্য হবে নূর যার আভায় তাদের মুখ পূর্নিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল দেখাবে। তাদের কবর হবে রৌশনী এবং তারা জান্নাতে প্রবেশের আশায় বিভোর থাকবে। আর যারা ঠিকমত নামায আদায় করেনি, তাদের মুখ মলিন দেখাবে, মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর রোদে তাদের সমস্ত শরীরের রক্ত মাংস গলে গলে পড়তে থাকবে এবং কঠিন শাস্তির অপেক্ষায় তাদের অন্তর থর থর করে কাঁপতে থাকবে। এখানে কয়েকটি হাদীসের কথা টেনে আনলাম যাতে মুসলমান ভাইবোনেরা আরও বেশি করে নামাযের গুরুত্বটা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, নবী কারীম (স.) বলেছেন, যখন ঈমানদার বান্দাকে কবরে প্রবেশ করানো হয়, তখন তার নিকট মনে হবে সূর্য্য যেন ডুবছে। তার দেহে রূহ প্রবেশ করানোর পর তিনি চোখ মেলে উঠে বসেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায আদায় করবো। (ইবনে মাজা)

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন, যে ঈমানদার বান্দা সে সময় নিজেকে পৃথিবীতে অবস্থান করছেন বলে মনে করেন তিনি তখন বলবেন, রাখ তোমার সওয়াল জওয়াব, আমাকে ফরজ নামায আদায় করতে দাও, আমার নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) লিখেছেন, একথা সে ব্যক্তিই বলবেন, যিনি দুনিয়াবী জীবনে নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন।

হযরত আতা খোরাসানী (রহ.) বলেন যে বান্দা যমীনের কোন অংশে সেজদা করে, সেই অংশ কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দিবে এবং তার মৃত্যুতে যমীন রোদন করতে থাকে।

www.pathagar.com

উপরে উল্লেখিত হাদীস সমুহ এবং দ্বীনি ব্যক্তিদের উক্তি থেকে নামাযের গুরুত্বটাই প্রতিফলিত হয়েছে। নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আল্লাহর কাছে পৌছাতে পারার অর্থই হচ্ছে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করা। আর আল্লাহর রহমত যার উপর বর্ষিত হলো সেইতো যোগ্যতা অর্জন করলো জান্নাতে প্রবেশের। কিন্তু যারা নামাযের প্রতি গাফিল থাকবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং যার পরিনাম হবে জাহান্নামে অবস্থান। সুতরাং সময় থাকতে মুসলমান ভাইবোনদের সাবধান হওয়া উচিত এবং নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সহিত মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে আনন্দবোধ করে তার উচিত আযানের সাথে সাথে ঐ নামায গুলির হিফাজত করা। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হিদায়েতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ নামাযগুলি হিদায়েতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভূক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে নামায পড়ে নাও যেমন এই পশ্চাদগামী তার স্বগৃহে নামায পড়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। যে ব্যক্তি সুন্দর ভাবে পবিত্রতা অর্জন পূর্বক অযু করে এই সমজিদে সমূহের কোন মসজিদের প্রতি যেতে প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ্ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেক লিপিবদ্ধ করে এর দ্বারা তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারায় তার একটি পাপ হ্রাস করেন। আমরা দেখেছি যে, বিদিত কপটাচারী (মুনাফিক) ছাড়া নামায থেকে কেউ পশ্চাতে থাকত না এবং মানুষকে দুটি লোকের কাঁধে ভর করে হাঁটিয়ে এনে কাতারে খাড়া করা হত (মুসলিম)

উপরে বর্ণিত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করলেই এটা কাহারও বুঝতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, মুসলমান ভাইবোনেদের দৈনন্দিন জীবনে নামাযের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? আমরা প্রতিনিয়তই কত যে ভূল-ত্রুটি বা পাপ পূন্য করছি তার কি কোন হিসাব রাখছি? আমাদের

www.pathagar.com

নিত্যদিনের পাপ-পূন্য আমাদের জীবনের থলেতে জমা পড়ছে। জীবনের শেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর যখন আল্লাহপাকের এজলাসে আমরা বিচারের সম্মুখীন হবো, তখন আমাদের সারা জীবনের কামাই করা পাপ-পূন্যের হিসাব-নিকাশ করা হবে। এই পাপ-পূন্যের হিসাবের গরমিলের সূত্র ধরেই বিচারকার্য সংঘটিত হবে। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানের তথা আল-কুরআনের অনুশাসনের প্রতি খেয়াল না করে আমরা এই মায়াবী পৃথিবীতে যে লাগামহীনভাবে চলাফেরা করছি, তাতে আমাদের জীবনের থলেতে পূন্যের চেয়ে পাপের ভাগই বেশী জমা পড়ছে। বাস্তব জীবনে এই যদি হয় আমাদের অবস্থা, তাহলে শেষ বিচারের ফলাফল কি হবে- তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভাল ফল যে আমরা আশা করতে পারি না সেকথা বলার আর অপেক্ষা থাকে না।

আপনি যদি পাক্কা নামাযী হন, তবেই কেবল শেষ দিবসের বিচারের রায় আপনার অনুকূলে আসতে পারে। এখন দেখা যাক, কিভাবে বিচারের রায় বিচার প্রার্থীর পক্ষে আসে? নামায মানুষের জীবনে আনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা। আল্লাহ পাক আমাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। আমরা যদি নিয়মিত প্রত্যহ পাঁচ বার নামায পড়ি, তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনটাকে একটা সুন্দর ও সুশৃংখল কাঠামোর মধ্যে আনতে পারবো। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং অন্তরে আল্লাহভীতি আছে বলেই আল্লাহপাকের নির্দেশ পালনার্থে আমরা নিয়মিত নামায আদায় করি। সুতরাং নামায ভক্তদের জীবন কাঠামোর মধ্যে ভালকাজ করার চিন্তা-ভাবনা ছাড়া তার মাথায় অন্য কিছু খারাপ চিন্তা করার অবকাশ থাকে না। তাছাড়া নামাযের বিধি-বিধানের আওতায় যেখানে আমাদের সমগ্র জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত, সেখানে কোনরূপ পাপকাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ নাই বললেই চলে। এখানে একটা হাদীস বয়ান করলে বিষয়টি আরও পরিস্কার হয়ে যায়। হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে আল্লাহর রাসূল (স.) এর নিকট বিষয়টি গোচরীভূত করেন। এমন সময় আল্লাহপাক নিম্নলিখিত আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

www.pathagar.com

"দিনের দুই প্রান্তে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং এবং রাতের প্রথম প্রহরে সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় ভাল কাজ পাপাচারকে মিঠিয়ে দেয়, যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটি একটি উপদেশ (সূরা হুদ-১১৪)

লোকটি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! এ উপদেশ কি শুধু আমার জন্য প্রযোজ্য? আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আমার সকল উম্মতের জন্যই ইহা প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতটিতে নামাযের একটা দৈনন্দিন সময়সূচী বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে। সেই সময়সূচী অনুযায়ী যদি আমরা নিয়মিত নামায পড়ি এবং দিনের বাকী সময়টুকু সংসারের চাকা সচল রাখার কাজে ব্যস্ত থাকি, তবে খারাপ কাজের দিকে নজর দেয়ার আর সময় কোথায়? আমাদের দৈনন্দিন জীবনটাই একটা সুশৃংখল ব্যবস্থার মধ্যে চলতে থাকে। তাছাড়া আমাদের প্রয়োজনীয় নিত্যদিনের কাজের মাঝেও অনেক সময় ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যেতে পারে যার কারণে অনেক সময় আমাদের ছোট খাট পাপের ভাগীদার হতে হয়। দৈনিক পাঁচবার নামাযের দ্বারা এই ছোট ছোট পাপগুলির কাফফারা হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নামাযই আমাদেরকে কোনরূপ খারাপ ও গরহিত কাজে জড়ানোর সুযোগ দিচ্ছেনা। পক্ষান্তরে অজ্ঞাতসারে যদি আমাদের ছোট খাট গুনাহ হয়ে যায় নামায সেগুলিকে Blotting Paper এর মত শুষে নিয়ে গুনার খাতা থেকে মুছে ফেলছে। হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারাই এখন বিচার বিশ্লেষণ করুন- মানুষের জীবনে নামাযের গুরুত্ব আছে, কি নাই?

আমাদের সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে কি সুন্দর গঠনে তৈরি করেছেন। তিনি আমাদের হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, কথা বলার ভাষা, চিন্তা-শক্তি, জ্ঞান-বুদ্ধি, হিকমত ইত্যাদি হরেকরকমের নিয়ামত দান করেছেন। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার তিনি সবকিছুই দান করেছেন। এ নিয়ামতগুলি দান করেছেন আমাদেরই কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। আমরা তাঁর এ নিয়ামতগুলি কিভাবে ব্যবহার করলাম বা করছি- সে বিষয়ে কি তিনি আমাদের কাছে হিসাব চাইবেন না? অবশ্যই চাইবেন।

www.pathagar.com

হাত-পা এর কথাই ধরি। এই হাত-পাকে যদি আমরা ভাল কাজে ব্যবহার করি তবে আমরা আল্লাহপাকের সুনজরে থাকতে পারবো। আর এই হাত-পাকে যদি আমরা খারাপ কাজে লাগাই যেমন- অপরের সম্পদ লুণ্ঠন, ঘুষ নেয়া, চিনতাই করা, সন্ত্রাস করা, মানুষ হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি, তবে আল্লাহ পাকের কাছে কি আমাদের মর্যাদা বাড়বে? মর্যাদা বাড়ার তো প্রশ্নই উঠে না, বরং আল্লাহপাক আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাতের যে মর্যাদা দান করেছেন, তা ভুলুণ্ঠিত হবে। আমাদের অপকর্মের দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতকে কলুষিত করায় আমাদেরকে তাঁর রোষানলে পড়তে হবে। আর আমরা যদি তাঁর দেয়া নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করি এবং শুকুর গুজারী করি তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ আমাদের উপর বর্ষিত হবে। আল্লাহ্পাক তো আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য এবং আমাদের সুখ-শান্তি ও মঙ্গলের জন্য আমাদের চর্তুদিকে তাঁর নিয়ামতের ভান্ডার খুলে রেখেছেন। আমরা বিনা বাধায় তাঁর নিয়ামতের ভান্ডারে অবগহন করবো অথচ সৃষ্টিকর্তা প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবো না-এটাতো অবাক হওয়ার ব্যাপার ! কেউ যদি আপনার কোন উপকার করেন, তখন আপনি কি করবেন? অবশ্যই আপনি তার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং তার কোন উপকারে আসার জন্য ব্যাকুল থাকবেন। আর যিনি আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও ত্রাণকর্তা, আমাদের কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো উচিত নয়? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক স্বয়ং বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ (সূরা আস-সাবা-১৩)। অর্থাৎ মানুষের মাঝে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বান্দার সংখ্যা খুবই নগন্য। নামায ত্যাগী পথভ্রষ্টদের সংখ্যাই দলে ভারী। শয়তানের ভেল্কীতে পড়ে এই পথ ভ্রষ্টরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। এখানে এটা বিষয় ভেবে অবাক লাগে যে, এই পথভ্রষ্টের দলটির অধিকাংশ মানুষই উচু স্তরের, শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী, বিত্ত-বৈভবের মালিক। এরাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত, এদেরকেই সমাজের লোক মান্য-গণ্য করে এবং এরাই সমাজের শাসক ও নিয়ন্ত্রক। এদের দাপটে মানুষের আজ নাভিশ্বাস। দুর্ভাগ্যক্রমে এদের

www.pathagar.com

মধ্যেও কিছু জ্ঞান পাপী মুসলমানও রয়েছেন। এরা একটুও চিন্তা করে না যে, তাদের এত শিক্ষা, জ্ঞান-গরীমা ও বিত্ত বৈভবের মালিকানা লাভের পিছনে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলারই অনুগ্রহ রয়েছে এবং এর জন্য তাঁর প্রতি শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করা তাদের অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য। তিনি তো স্বয়ং কুরআনুল কারীমে বলেছেন, "যদি তোমরা শুকর কর তবে আমি তেমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই বেশী করে দেব; কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।" (সূরা ইবরাহীম-৭) আর নামাযই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উত্তম মাধ্যম। নামায ব্যতিত আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করার কোন বিকল্প নেই।

নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসে বর্ণনার কোন কমতি নেই। কালামে পাকে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হল নামায ও যাকাত। মুসলমানদের জন্য নামায সর্বাবস্থায় পালনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু অন্য ইবাদতের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। এ কথা বলার পর নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আর কি বেশী কিছু বর্ণনা করার প্রয়োজন আছে? এতদসত্বেও ঐ জ্ঞানী-পাপী মুসলমানেরা নামাযের হেফাজত করে না। নামায সমন্ধে তারা গাফিল রয়েছে। তাদের মূল্যবান জীবনটা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে ব্যয় না করে শয়তানের তাবেদারিতে ব্যয় করছে। ফলে তারা নানান কুফরীতে ডুবে যাচ্ছে। এই কুফরীই মুল্যবান জীবনটাকে বরবাদ করে দিচ্ছে। মুসলমানেরা যদি এই কুফরী থেকে বাঁচতে চায় তবে সূরা আল-আসর এর সতর্কবানীর প্রতি তাদের গুরুত্ব দিয়ে নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ নামাযই সকল প্রকার পাপাচার ও অন্যায়কে সমাজ থেকে দূর করতে পারে। তারা যদি নামাযের প্রতি উদাসীন থাকে, তবে তারা আল্লাহপাকের প্রসৃত আযাব থেকে রেহাই পাবে না। হে আল্লাহ! যেভাবে নামায আদায় করলে তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, সেভাবে আমাদের সকলকে নামায আদায় করার তুমি তাওফীক দাও যাতে আমরা খাঁটি নামাযী হিসাবে মৃত্যু বরণ করতে পারি।

অতি সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া ক্রিকেট জগতে সাড়া জাগানো ঘটনাটির বর্ণনা দিলে সাধারণ পাঠক সমাজ নামাযের গুরুত্বটা সহজেই উলব্ধি করতে পারবেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

সচেতন পাঠকবৃন্দ বিশেষ করে ক্রিকেট প্রেমিরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, মোহাম্মদ ইউসূফ পাকিস্তানের একজন বড় মাপের ক্রিকেট তারকা। তিনি আগে খৃষ্টান ধর্মালম্বি ছিলেন। সাম্প্রতিককালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মোহাম্মদ ইউসূফ নাম ধারণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের আগে তার নাম ছিল ইউসূফ ইউহানা।

সদ্য সমাপ্ত পাকিস্তান ও উইন্ডিজের মধ্যে যে টেষ্ট সিরিজটা হয়ে গেল, সে সিরিজটির মধ্যেই ঘটনার জন্ম হয়েছে। মাত্র, কয়েকদিনের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি অনন্য রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন পাকিস্তানের সেই টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ ইউসূফ। বছরে ৯টি টেষ্ট সেঞ্চুরী, ৩টি ম্যাচের সিরিজের সর্বোচ্চ রান, এক বছরে করেছেন সর্বোচ্ছ ১৭৮৮ রান। রেকর্ড গড়ার পর প্রথমেই তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে শুকরিয়া আদায় করেন এবং নামাজের প্রসঙ্গটা টেনে বললেন, "আমি শুধু চেষ্টা করেছি। বাকী অর্জনটুকু দিয়েছে আল্লাহ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিয়মিত নামায পড়েছি। আর এই ইনিংসগুলো আল্লাহর অবদান বলতেই হবে। নইলে কেন বারবার আমি স্ট্যাম্পিং, ক্যাচের হাত থেকে বেঁচে যাব।" (দৈনিক ইনকিলাব-০২-১২-০৬)

ক্রিকেট নক্ষত্র মোহাম্মদ ইউসূফের কথা থেকেই এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আল্লাহকে স্বরণ করলে স্বয়ং আল্লাহ তার সহায় হন। এর চেয়ে তো গৌরবের খবর আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যখন তাঁর বান্দার সঙ্গী হয়ে যান, সে তখন নির্ভিঘ্নে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তার চলার পথে কেহ (শয়তান রূপী) কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। নামাযই পারে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে আপনাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দিতে। অতএব মুসলমান ভাইবোনেরা আপনারা সবাই নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করুন, নামায কায়েম করুন এবং পরকালের মঙ্গলের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন!

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
নামাযে একাগ্রতা

বিবিধ কারণে নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে বা নামাযের মধ্যে মন অন্যদিকে যায়। এ কারণগুলিকে দুই শ্রেনীতে ভাগ করা হয়েছে। একটি বাহ্যিক কারণ এবং অন্যটি আভ্যন্তরীণ। যে জায়গায় নামায পড়া হয়, সেখানে দর্শনযোগ্য বা শ্রবণযোগ্য কোন বস্তু থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মন সেদিকে যাবে। এ গুলিকে বাহ্যিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ কারণ সমূহ দূর করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

যেমন হযরত ওমর (রা.) নামাযে দাঁড়ানোর আগেই কুরআন শরীফ, তলওয়ার ইত্যাদি যা কিছু সংগে থাকতো সেগুলিকে চোখের আড়াল করে রাখতেন যাতে সেগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ে মনের একাগ্রতা নষ্ট না হয়। সাংসারিক দুশ্চিন্তা এবং নানাবিধ ভয়-ভীতির দরুন যে মানসিক অস্থিরতা সেটাই হচ্ছে আভ্যন্তরীন কারণ।

আভ্যন্তরীন কারণ দুই প্রকারের হতে পারে, যথা (১) বিশেষ কোন কাজের প্রতি মনের আকর্ষণের ফলে এটার সৃষ্টি হয়। নামাযে দাঁড়ানোর আগেই এ কাজটি সমাধা করে নিলেই এ কারনের সমাপ্তি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেছেন ঃ সন্ধ্যার পর নামায ও খাদ্যবস্তু একযোগে আসলে খাবারের কাজটা আগে সেরে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নামায আরম্ভ করবে। (২) যে কাজের চিন্তা অল্পক্ষনের মধ্যে নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনা কম অথবা অভ্যাসগতভাবে অনাহুত কল্পনারাশি অন্তরকে আছন্ন করে ফেলে, এ জাতীয় চিন্তা যিকির বা অর্থের প্রতি লক্ষ্যরেখে আল্লাহপাকের নাম স্মরণ করলে এবং নামাযে পাঠকৃত কুরআন শরীফের অংশ বিশেষের অর্থের প্রতি খেয়াল করলে দূর হতে পারে। অবশ্য বাহ্যিক কাজের প্রতি আকর্ষন এবং অনাহুত কল্পনারাশি মনের মধ্যে অতটা বদ্ধমূল না হলে

www.pathagar.com

ক্বেরাতের অর্থের প্রতি ধ্যান রাখলেই এগুলি দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এগুলি যদি মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে শুধু কালিমা ও কেরাতের অর্থের প্রতি ধ্যান করলেও এগুলি সহজে মন থেকে দূর করা যায় না। যে বস্তুর আকর্ষণ বা কল্পনা মনকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারলে এগুলি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। বাহ্যিক আকর্ষণ ও আভ্যন্তরীণ কল্পনারাশি থেকে আপনার মনকে মুক্ত রাখতে না পারলে নামাযে আপনার একাগ্রতা আসবে না। নামাযে মানুষের মনকে কিভাবে চিন্তামুক্ত রাখা যায় নিম্নে বর্ণিত কতিপয় উদাহরণ থেকে সূধী পাঠক সমাজ বুঝবার চেষ্টা করুন।

কোন ক্লান্ত পথিক তার ক্লান্তি দূরা করার জন্য কোন এক গাছের ছায়ায় বসে পড়লো। উক্ত গাছে বাবুই পাখিরা বাসা বেঁধে কিচির কিচির করতেছিল। পাখির চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে পথিক লাঠি দিয়ে পাখিরাকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পাখিরা আবার ফিরে এসে কিচির-মিচির শুরু করে দিল। পথিক যদি স্থায়ীভাবে পাখিদের চেচা-মেচি থেকে রেহাই পেতে চায়, তবে পাখিদের বাসা বাঁধার স্থানটি তথা গাছটিকেই সমূলে বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। কারণ গাছটি যতদিন সেখানে থাকবে, পাখিরা সেখানে বাসা বেঁধে কিচির-মিচির করতে থাকবে। সুতরাং কার্যের আকর্ষণ যতদিন মনের মধ্যে প্রবলভাবে বদ্ধমূল থাকবে, ততদিন সেই বিষয়ক নানাবিধ অনাহুত চিন্তা-ভাবনা আপনার মনকে বিরক্ত করতে থাকবে।

জনৈক ব্যক্তি একদা রাসূল (স.)কে কারুকার্য মন্ডিত একখানি সুন্দর বস্ত্র উপহার দেয়। নামাযের মধ্যে সেই কারুকার্যের প্রতি হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ায় নামায শেষে তিনি বস্ত্রখানি তাঁর দেহ মোবারক হতে খুলে উপহার প্রদানকারীকে ফেরৎ দেন এবং তাঁর আগের পুরানো পোষাকটি পরিধান করেন। সময় নিজের খেজুর বাগানে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ উক্ত বাগানের গাছের ফাঁকে উড্ডীয়মান একটি অতি সুন্দর পাখির প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লে নামাযে তিনি মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন। ফলে কত রাকাত নামায পড়লেন তা তিনি ভূলে গেলেন। নামায শেষে তিনি রাসুল

www.pathagar.com

(স.) এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর অন্তরের এই দুর্বলতার কথা অতীব দুঃখের সাথে প্রকাশ করেন। অতঃপর মনোযোগ হারানোর অপরাধের কাফফরা হিসাবে বাগানটি গরীব দুঃখীদের জন্য দান করে দেন। সে কালের বুযুর্গানে দ্বীন এভাবে নিজ নিজ মনোহর বস্তুসমূহকে বর্জন করে মনের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতেন এবং এভাবেই তাঁরা আল্লাহপাকের সহিত অন্তরের যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতেন।

উপরের দৃষ্টান্ত সমুহ মূল্যায়নের পর আমরা একথা বলতে পারি যে, প্রথম থেকে নামাযে আল্লাহপাকের ধ্যান প্রগাঢ় না হলে নামাযে মনের একাগ্রতা থাকে না। আর নামাযে একাগ্রতা না থাকলে নামায সহীহ হয়না। একাগ্রতা বিনষ্টকারী বাহ্যিক কারণগুলি সহজে দূর করা সম্ভব হয়। কিন্তু একাগ্রতা বিনষ্টকারী আভ্যন্তরীণ কারণগুলি যদি মনের মধ্যে প্রথম থেকেই বাসা বেঁধে বসে, তবে তা সহজে দুর করা যায় না। সুতরাং আল্লাহ পাকের সহিত অন্তরের সংযোগ রক্ষা করে নামায পড়তে হলে পূর্বেই উপর্যুক্ত চিকিৎসা দ্বারা অন্তরের ব্যাধি দূর করতে হবে। চিকিৎসা মানে এখানে এ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথ বা গাছ-গাছড়ার চিকিৎসা দ্বারা মনের রোগ সারবে না। অন্তরের রোগের মহৌষধ হচ্ছে সাংসারিক যতচিন্তা আছে, সবগুলিকে মনের মধ্যে থেকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। সংসারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অল্পতে তুষ্ট থাকা বা অতি প্রয়োজনীয় অথচ অল্প বস্তুতে তুষ্ট থাকা বা অতি প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারাটাকে অন্তরের এতমিপনা বলে মনে করতে হবে। আবার প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করার পরেও যদি আপনি সন্তুষ্ট হতে না পারেন, তাহলে আপনার অন্তরের অতৃপ্ত সমস্যা রয়েই যাচ্ছে। ফলে নামাজে মনোসংযোগ টানাপোড়নের সৃষ্টি হবে। আপনি অতৃপ্ত কামনা নিয়ে নামাযে একাগ্রতা ধরে রাখতে পারবেন না এবং কোন এক পর্যায়ে একাগ্রতা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং নামাযে নিরবচ্ছিন্নভাবে একাগ্রতা, বজায় রাখা খুবই কষ্টকর। বিশেষ করে আমাদের মত দুর্বল ঈমানওয়ালাদের তো কোন ক্রমেই নামাযে অবিচ্ছিন্ন একাগ্রতা রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু নামাযে একাগ্রতা না থাকলে

www.pathagar.com

নামাযতো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের নামাযের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। নিম্নে এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

নামাযে একাগ্রতা ভঙ্গ ছাড়াও কোন না কোন ভাবে আমাদের ভূল-ত্রুটি হয়ে যাওয়াটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বস্তুতঃ নফল নামায ফরজ নামাযের এ জাতীয় ভূল-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস এসেছে যার বাংলা তরজমা নিম্নরূপ ঃ

"কিয়ামতের ময়দানে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে তার নামাযের যদি নামায পূর্ণ হয় তবে তো সে কৃতকার্য হয়ে যাবে। আর যদি নামাযের হিসাব ধরা পড়ে, তবে তার সর্বনাশ। যদি ফরজ নামায কম পড়ে তবে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা? যদি থাকে তবে উহার দ্বারাই ফরজের নামাযই পূরণ করা হবে। তারপর অন্য সবের হিসাব হবে।" (তিরমিযী)

সুতরাং নামাযে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আমাদের বেশী বেশী করে নফল নামায আদায় করতে হবে। ধরুণ, সংসারের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে আন্তরিকতার সহিত একনিষ্ঠভাবে চার বা তিন রাকাত নামায পড়ার জন্য আপনি নামাযে দাড়িয়েছেন, কিন্তু তিন বা দুই রাকাত নামায পড়ার পর অজ্ঞাতসারে আপনার অন্তরে অন্য চিন্তা এসে পড়ায় আপনার একাগ্রতা ভঙ্গ হল। এসব ক্ষেত্রে নফল নামাযের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেই কেবল উক্ত ক্ষতিপূরণ হতে পারে। হে মুসলমান ভাইবোনেরা, আপনারা নামায সম্বন্ধে সজাগ হোন। আপনারা নিয়মিত ও যথা সময়ে নামাযের সকল নিযম-কানুন মেনে আপনি নিজে একাগ্রতার সহিত নামায পড়ুন এবং আপনার পরিবার-পরিজনসহ অন্যান্যদের নামায পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন যদি আপনি ইহজগতে ও পরজগতে আপনাদের সকলের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেন। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, মুসলমান ভাইবোনেরা আজও নামায সম্বন্ধে গাফেল রয়েছেন। অনেকে নামায পড়েন না এবং যারা পড়েন তারাও যেনতেনভাবে নামায পড়েন।

www.pathagar.com

আপনি নামাযের পিছনে শ্রম ও সময় ব্যয় করলেন, অথচ সঠিকভাবে নামায আদায় করলেন না-আপনার এ নামাযতো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ নামাযে আপনি দুই ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলেন। একদিকে আপনার পরিশ্রম ও সময়ের অপচয় হলো এবং অন্যদিকে নামাযে লাভবান হলেন না। একাগ্রতা বিহীন নামায আল্লাহপাকের কাছে গ্রহণীয় হওয়া তো দূরের কথা, এ নামায আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়। আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সহিত নামায না পড়েল সে নামায সুফল বয়ে আনে না। এখানে একটি হাদীসের প্রসঙ্গ টেনে আনা হ'ল যাতে সম্মানিত পাঠককুল একাগ্রতার যে কত মূল্য তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। হাদীসটি হচ্ছে ঃ

"যার নামাযে যত বেশী একাগ্রতা হবে, এবং যে অধিক যত্নের সহিত রুকু,সিজদা আদায় করবে, তার নামায অধিক মূল্যবান বলে গণ্য হবে।" (মুসলিম)

কালামে পাকে এরূপ বহু আয়াত রয়েছে যেখানে একাগ্রতার উপর বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিম্নে এমনি একটি আয়াতের উল্লেখ করা হল।

"তারা তো কেবল আল্লাহরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তারই ইবাদত করতে আর্দিষ্ট হয়েছিল" (সূরা বাইয়্যেনা-৫)

হে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা! আপনারা একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সহিত নামায আদায় করুন যাতে আপনারা নামায থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারেন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

নামায ত্যাগকারীর সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

অধিকাংশ মুসলমান ভাই-বোনদের মাঝে নামাযের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায় এবং অনেককে অবহেলা ও অলসতা করে তাদের নামাযকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিতেও দেখা যায়। এক সময় তারা নিজেদের নামাযকেই বিনষ্ট করে ফেলেন। নামায ত্যাগের বিষয়টি বাস্তবিকই জটিল। দ্বীনি আলেমগণ ও মশহুর চার ইমামগণ প্রথম থেকেই নামায ত্যাগের বিধি-বিধানের ব্যাপারে দ্বিধা-বিভক্ত। এজন্যই নামায ত্যাগ সম্পর্কীয় বিধি-বিধান সমূহ আমাদের সকলের কাছে পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন।

নামায ত্যাগের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীমে যে সমস্ত জ্ঞান গর্ভপূর্ণ মাসয়ালাসমূহ রয়েছে সেগুলির ব্যাপারে ধর্মীয় বিদ্বানের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মত হচ্ছে ঃ নামায ত্যাগকারী কাফের হয়ে যায় এবং সে এমন কুফরীতে ডুকে যায় যা তাকে দ্বীন ইসলামের গন্ডি থেকে বহিস্কৃত করে দেয়। সে তাওবা করে নামায কাযেম না করলে তাকে হত্যা করাই শ্রেয়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ী (রহ.) ইমাম ত্রয়ের মতানুসারে সে ফাসেক হয়, কাফের হয় না। হত্যার ব্যাপারেও ইমাম ত্রয়ের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম মালেক (রহ.) বলেন নামায ত্যাগকারীকে হদ (শাস্তি) স্বরূপ হত্যা করা হবে, আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন তাকে শাসন স্বরূপ শাস্তি দেয়া হবে, হত্যা করা হবে না। এ মাসআলার ব্যাপারেও ইমামগনের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যখন কোন মাসআলাকে কেন্দ্র করে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তখন ইহার ফায়সালার জন্য আল্লাহপাকের বিধানে ও রাসূল (স.) এর সুন্নাত কি বলে সেদিকে দৃষ্টিপাত

www.pathagar.com

করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বয়ং আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন ঃ

"তোমাদের মাঝে যে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় উহার ফয়সালা করা আল্লাহরই কাজ" (সূরা আশুরা-১০)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ফায়সালার অধিকারী। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তবে উহাকে আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি। ইহাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটা উত্তম।" (সূরা-নিসা-৫৯)

মতভেদকারীগণ নিজ নিজ মতামতকে সঠিক ও নির্ভুল মনে করেন বিধায় সর্বগ্রহনযোগ্য একটা মতামতে পৌছানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই উভয়ের মতবিরোধ ফায়সালা করার জন্য একজন বিজ্ঞ বিচারকের প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই বিচারকের রায়ের প্রতি আমাদের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। সেই বিচারকের মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং রাসূলের সুন্নত হাদীস শরীফ।

নামায ত্যাগকারীর ব্যাপারে আল-কুরআন কি বলে সেটাই এখন আমরা জানার চেষ্টা করি। আল্লাহপাক এরশাদ করেন ঃ

(ক) তবে তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" (সূরা তাওবা-১১)

(খ) আর তাদের পরে এমন অসৎ বংশধর এলো, যারা নামাযকে নষ্ট করলো এবং কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি দেখবে। তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোন জুলূম করা হবে না" (সূরা মারইয়াম-৫৯-৬০)

উপরের আয়াতগুলি পর্য্যালোচনা করলে এ কথা বুঝা যায় যে, নামায

www.pathagar.com

বিনষ্টকারীরা নামায বিনষ্ট করার সময় ও মনের খায়েশ মিটানোর লক্ষ্যে লালসা-বাসনা অনুসরনের সময় তারা মুমিন ছিল না। নামাযের প্রধান শর্তই হচ্ছে মুমিন হওয়া। আগে ঈমান তারপর নামায। যার কোন ঈমান নেই তার নামায পড়া না পড়া উভয়ই সমান। সুতরাং মুমিন বান্দা ছাড়া নামায পড়ার কোন স্বার্থকতা নেই। আল্লাহপাক তো সকল মুমিন বান্দার উপরই নামায ফরজ করেছেন এবং তা আদায় করার জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন। যে নামায পড়বে সে মুমিন আর যে নামায পড়বে না, সে কাফির বা মুশরিক। আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী কাফেরের কি শাস্তি হতে পারে, পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআন থেকেই সুধী-পাঠক সমাজ জেনে নিন। আল্লাহপাক বলেনঃ

"আর যারা কুফুরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দোযখের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে দোযখের আযাবও লাঘব করা হবে না। আমি এরূপই শাস্তি দিয়ে থাকি প্রত্যেক অকৃজ্ঞকে।" (সূরা ফাতির-৩৬)

উপরোক্ত আয়াতটি পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায় কুফরের শাস্তির ব্যাপকতা। আল্লাহপাকের অস্বীকারকারীকে একেবারে মেরে ফেলাও হবে না যে সে মরে গেলে তার শাস্তি অবসান হবে। আবার তাকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তাও লাঘব করা হবে না যাতে সে মনে না করে যে, শাস্তি থেকে তার ভোগান্তি শেষ হয়েছে। তুষের আগুন যেভাবে ধিকি ধিকি করে জ্বলে, বেঈমানদেরকে সেভাবেই অনাদিকাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। কি করুণ অবস্থা যা ভাবলে শরীর শিহরিয়ে উঠবে।

নামায ত্যাগকরা কুফরীর কাজ। নামায ত্যাগকারীর কিরূপ শাস্তি হবে তার ইংগিত রয়েছে উপরে উল্লেখিত সূরা মারইয়ামের ৫৯ তম আয়াতে। কিন্তু নামায ত্যাগকারীরা যদি তাওবা করে, ঈমান আনে ও নেক আমল (নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি) করে তবে তারা শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবে যা সূরা মারইয়ামের ৬০তম আয়াতে ও সূরা তাওবার একাদশ তম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

নামাজ ত্যাগকারীর ব্যাপারে হাদীস কি বলে- সেটা এখন আলোচনা করা যাক।

(ক) আব্দুল্লাহর পুত্র যাবের (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, "বান্দার মধ্যে আর কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায।"

(খ) বোরাইদা বিন হোসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি ঃ "আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে চুক্তি হয়েছে নামাযের। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফরি করলো।" (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

(গ) আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন আমার বন্ধুবর রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে অসিয়ত করেছেন যে, তোমাকে যদি কেটেও ফেলা হয় কিংবা অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়, তবুও আল্লাহর সহিত শরীক করো না, আর ইচ্ছাপূর্বক নামায ত্যাগ করো না। যে উহা ত্যাগ করে সে আর আল্লাহর জিম্মায় থাকে না- (ইবনে মাজা)।

আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসূলের (স.) সাহাবীগণ (রা.) নামায ত্যাগ করা ব্যতিত অন্য কোন নেক কাজ ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না। (তিরমিযী)

উপরোক্ত হাদীস থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, কাহাকেও যদি কেটেও ফেলা হয়, তবুও সে যেন নামায ত্যাগ না করে। আর সে যদি নামায ত্যাগ করে তবে সে আল্লাহপাকের জিম্মাহ থেকে খারিজ হয়ে যায়। সুতরাং নামায ত্যাগ করা যে কতবড় অপরাধ সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। তাহলে নামায ত্যাগ কারীকে কাফের আখ্যায়িত করা ছাড়া আর কি বলা যাবে? আর তার এ কুফরীর জন্য তো তাকে আখিরাতে কঠিন শাস্তির মোকাবেলা করতে হবে। এ কারণেই রাসূল (স.) এর সাহাবীগণ নামায ত্যাগ করাকে কুফরীর কাজ মনে করতেন। হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা সাবধান হোন, নামায ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকুন যাতে পরকালের আযাব আপনাদের পাকড়াও করতে না পারে।

www.pathagar.com

(ঘ) আউফ বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেন ঃ

"তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা তাঁরা যাদের তোমরা ভালবাস এবং তাঁরাও তোমাদের ভালবাসেন, তাঁরা তোমাদের দোয়া করেন এবং তোমরাও তাদের জন্য দোয়া কর। আর তোমাদের দুষ্ট নেতাগণ তাঁরা যাঁদের সাথে তোমরা শত্রুতা কর আর তারা তোমাদের সাথে শত্রুতা করে। আর যাদের তোমরা অভিশাপ কর, পক্ষান্তরে তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা নির্মূল করে দেব না? তিনি বললেন ঃ না, যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠিত রাখবে।"

উল্লেখিত হাদীস থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, যদি নেতাগণ নামায কায়েম না করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও যুদ্ধ করা আবশ্যক। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ও যুদ্ধ করা জায়েয নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কুফরীতে লিপ্ত না হয়। এ ব্যাপারে প্রাসংগিক একটা হাদীস রয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে ঃ ওবাদা বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) আমাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলে আমারা তাঁর সঙ্গে বাই'য়াত করলাম, আমাদের থেকে যে সমস্ত ব্যাপারে বাইয়াত নেয়া হলো, তাহলো এই যে, আমরা আনুগত্য ও কথামত চলার বাইয়াত করছি, তা সুখে হোক বা দুঃখে হোক, কঠোরতা হোক বা সরলতা হোক বা আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হোক। আর আমরা যেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট হতে নেতৃত্ব ছিনিয়ে না নেই। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী দেখ যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে, তখন তোমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পার। (বুখারী, মুসলিম)

অতএব নামায ত্যাগ করার ফলে তাদের নেতৃবর্গের উপর থেকে আনুগত্য উঠিয়ে নেয়া বা তাদের সাথে তরবারি নিয়ে লড়াই করাকে যেভাবে আখ্যায়িত করেছেন এর উপর নির্ভর করে নামায ত্যাগ করা

www.pathagar.com

প্রকাশ্য কুফরী- ইহাই আল্লাহর নিকট হতে আমাদের জন্য জ্বলজ্বলে প্রমাণ।

(চ) ইমাম ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, "নামায ত্যাগকারী কাফের" এ কথা হযরত উমর ফারুক, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, মু'আয বিন জাবাল, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, জাবীর বিন আব্দুল্লাহ, আবু দারদা প্রমুখ সাহাবাগণ হতে বর্ণিত রয়েছে, প্রখ্যাত ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়াই বলেন ঃ নবী (স.) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নামায ত্যাগকারী কাফের।

নামাজের ফজিলত ও মাহাত্বর দিকটা বিবেচনা করেই প্রত্যেক জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তি নামায কায়েম করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে। অপরদিকে নামায ত্যাগের জন্য যে শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে সে দিকটা বিবেচনায় এনেই কিন্তু প্রত্যেক জ্ঞানী মু'মিন ব্যক্তি নামায বিনষ্ট ও ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে। কথাগুলিতো শতভাগ খাঁটি ও বিশ্বাসযোগ্য। এই বিশ্বাসের উপর ভর করে চুপচাপ বসে থাকলে কি নামায কায়েম হবে? নামায কায়েম করতে হলে তো নামায চর্চা ও আমল করে কথাগুলির কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হবে। অনুমান নির্ভর কোন বিষয় দিয়ে সমাধান হয় না। চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে হলে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ আপনি কি করবেন- সেটা ভাবুন।

তারপর আপনার ভাবনাকে কার্য্যকর করতে তদানুযায়ী আমল করা শুরু করুন। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ দুনিয়ায় কোন মানুষই কখনও নিজের ভাল ছাড়া খারাপ কিছু আশা করে না। মানুষ যদি ভাল কিছু আশা করে তবে তাকে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে বা নৈকট্য লাভ করতে হলে তাকে একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায়

www.pathagar.com

অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩৫)

সুতরাং মানুষকে এমন কাজ করতে হবে যাতে আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভ করা সহজসাধ্য হয় এবং তাকে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে যা বান্দা এবং প্রভুর সম্পর্কে চিড় ধরায় ও তাঁর অনুগ্রহ লাভে অন্তর সৃষ্টি করে। আর এই সহজসাধ্য কাজটিই হচ্ছে নামায। মানুষ যদি ইহকাল ও পরকালে তার কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে তবে তাকে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে এবং অপরকে নামাযে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দা নবী (স.) কে সূরা ত্বহার ১৩২তম আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতটির বাংলা তরজমা সুধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য আবারও তুলে ধরা হলো ঃ "আপনি আপনার পরিবার পরিজনদের লোকদের নামাযের আদেশ দেন এবং নিজেও এর উপর অটল থাকুন।"

এতকিছু আলোচনার পর একথাটা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, কোন অবস্থাই কাহারও নামায ত্যাগ করা উচিত হবে না। নামায ত্যাগ করলে সে কাফেরদের দলে দলভুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে এবং কাফেরদের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে, তা স্বাভাবিক ভাবেই তাদের উপর বর্তাবে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ লা'নত করেছেন কাফেরদেরকে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে; না পাবে তারা কোন বন্ধু, না পাবে কোন সাহায্যকারী। যেদিন তাদের চেহারা দোযখের আগুনের মধ্যে উলট পালট করা হবে। সেদিন তারা বলবে- হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম। তারা আরও বলবে- হে আমাদের রব! আমরাতো আনুগত্য করেছিলাম আমাদের নেতাদের এবং আমাদের প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রব! তাই আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি লানত করুন।

www.pathagar.com

মহা লা'নত।" (সূরা আহযাব- ৬৪-৬৮)

তবে যে ব্যক্তি তাওবা করতে চায় তার জন্য তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। অতএব হে মুসলমান ভাইয়েরা! আল্লাহর নিকট বিনয়ের সাথে অতীতের সকল পাপের প্রতি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোন যে, আপনারা আর পাপের কাজে যাবেন না এবং এখন থেকে বেশী বেশি করে সৎকাজ করবেন এবং নিজে নিয়মিত নামায আদায় করবেন ও পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে নামাযে উদ্বুদ্ধ করবেন।

আল্লাহপাক আবারও বলেন "তবে তারা নয় যারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও নেক কাজ করে; আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপসমূহকে পূন্যে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে এবং নেক কাজ করে, সে তো বাস্তবিকই আল্লাহ অভিমুখী হয়।" (সূরা ফুরকান-৭০-৭১)

হে পাক পরওয়ারদিগার। তুমি আমাদের সকলকে সঠিক ও সোজা পথে থেকে শুদ্ধভাবে নামায কায়েম করার তাওফীক দাও যাতে আমরা আমাদের জীবনকে শরীয়ত সম্মতভাবে পরিচালনা করতে পারি এবং উভয় জগতে আমরা কল্যাণময় ও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারি। আমীন!

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) নামাযের শর্তসমূহ

নামায ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। ঈমানের পরেই নামাযের স্থান। আমলের কথা বিবেচনা করলে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ঈমানের পর নামাযের চেয়ে অধিক প্রিয় জিনিস আর কিছুই নেই। নামায হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাকবীরে তাহরিমার মাধ্যমে শুরু হয়ে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা হয়। নামায আল্লাহপাকের সাথে সরাসরি যোগাযেগের মাধ্যম। তাই রাব্বুল আলামীন বান্দাদের উপর নামায ফরয করে দিয়েছেন এবং যথারীতি তা আদায়ের জন্য জোর তাগিদ দিয়েছেন।

এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যদাবান ইবাদত যেন তেন ভাবে পালন করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক তা পালন করতে হবে।

আমরা যে কোন কাজই করি না কেন, সে কাজের জন্য আমাদের যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমন, চাকুরীর কথাই ধরুন। চাহিদা মত যদি আমার যোগ্যতা না থাকে, তবে কাংখিত পদে আমি প্রার্থীতা পেশ করতে পারবো না। সুতরাং নামায পড়ার আগে আমাকে দেখতে হবে যে, নামায পড়ার জন্য যে যোগ্যতা থাকা দরকার আমার তা আছে কিনা? অর্থাৎ নামাযের কিছু শর্ত আছে, সেগুলি পূরণ করতে না পারলে আমি তো নামায পড়ার জন্য যোগ্য হবো না। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) মুসলিম হওয়া- অমুসলিমদের উপর নামায ফরয নয়। যারা ইসলামে দাখিল হবে তারাই কেবল নামাযের যোগ্যতা অর্জন করবে। (সূরা আল-ইমরান-৮৫ ও সূরা তাওবা-১৭)

(২) বালেগ বা বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া- প্রাপ্ত বয়োস্ক বা বালেগ লোকদের

www.pathagar.com

উপরই কেবল নামায ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু বালেগ হওয়া অজুহাতে ছেলে-মেয়েদের নামাযে অভ্যস্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে না। সাত বছর বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েদের নামাযের জন্য আদেশ দিতে হবে। দশ বছর বয়স হলে তাদেরকে নামাযেরে জন্য প্রহার করতে হবে। (আহমদ, আবু দাউদ)

(৩) জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া - যাদের জ্ঞান বুদ্ধি নাই, তাদের উপর নামায ওয়াজিব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বুঝে সুঝে নামায আদায় করার সক্ষমতা অর্জন না করবে (সূরা নিসা- ৪৩)

৪। পবিত্রতা অর্জন- রাসূল (স.) বলেছেন ঃ "পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামাজ কবুল হয়না"- (বুখারী)

সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হলে দুই প্রকারের পবিত্রতার প্রতি নজর দিতে হবে। প্রথম প্রকার পবিত্রতা হচ্ছে আভ্যন্তরীন পবিত্রতা তথা নিজেকে সকল প্রকার শিরক, মোনাফেকি, কুফর, অহংকার, হিংসা, রিয়া এবং সর্বোপরি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলির উপর সন্দেহ পোষণ করা ইত্যাদি হতে মুক্ত রাখতে হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার পবিত্রতা হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা। যেগুলি হলো ঃ (ক) ফরজ গোসল নতুবা অজু বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। (খ) দেহ ও কাপড়-চোপড় পবিত্র রাখতে হবে।

(গ) নামাজ আদায়ের জায়গা পবিত্র থাকতে হবে।

(ঘ) খাদ্য দ্রব্যও পবিত্র ও হালাল হতে হবে।

৫। সতর আবৃত করা- পুরুষদের নাভি হতে হাটু পর্যন্ত এবং মেয়েদের সমস্ত শরীর (দুই হাতের তালু ও মুখ ছাড়া) কাপড় দ্বারা আবৃত রাখতে হবে।

৬। নামাযের সময় বা ওয়াক্ত হওয়া- নিশ্চয় নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মু'মিনের উপর ফরজ। (সূরা নিসা-১০৩)

৭। অজু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। (সূরা মায়েদা-৬)

www.pathagar.com

৮। কিবলামুখী হওয়া- মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে হবে। (সূরা বাকারা-১৪৪)

৯। নামাযের নিয়ত করা- নামাযের নিয়ত করা ফরজ এবং শর্তও বটে, কিন্তু মৌখিক বলার নিয়ম নেই বরং মনে মনে এতটুকু খেয়াল রাখলেই চলবে যে, আমি যোহর বা আসরের ফরজ/নফল/ সুন্নাত নামায পড়ছি।

(খ) নামায পড়ার সহীহ পদ্ধতি

১. প্রথমত ঃ কিবলামুখী হয়ে দাঁগানো

২. দ্বিতীয়ত ঃ মনে মনে নামাযের নিয়ত করতে হবে। নবী করীম (স.) অথবা কোন সাহাবী নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেছেন কিংবা বাজারে প্রচলিত নামায শিক্ষার বইয়ে লিখিত গদ বাঁধা নিয়ত যথা "নাওয়াইতু আন ... পড়েছেন বলে কোন প্রমান নেই। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা সহীহ হাদীস সম্মত নয়। এখানে একটা সাধারণ ঘটনা সুধী পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে চাই যাতে নিয়তের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়।

ধরুন এখন জোহরের নামাজের আজান হয়ে গেল। আপনি নামায পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। নামাযের জন্য কাতার বন্দি হচ্ছেন। এখন কি আপনি 'আসর' বা মাগরিবের নামাযের নিয়ত করবেন না যোহরের নামাযের নিয়ত করবেন? আপনিতো যোহরের নামায পড়ার জন্যই মসজিদে হাজির হয়েছেন। বাড়ি থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার সময়ই তো আপনি যোহরের নামাযের নিয়ত করে ফেলেছেন। 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযে সামিল হয়ে গেলেই আপনার নামায সিদ্ধ হয়ে যাবে। মুখে নিয়তের গদ আওড়ানোর কোন আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না। নামাযীদের মাঝে নিয়তের ব্যাপারে যে বিভ্রান্তি আছে, আশা করি তা এখন দুর হয়ে যাবে।

৩। দু'হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠায়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে অথবা ডাক কব্জি বাম কব্জির উপর রেখে

www.pathagar.com

বুকের উপর বাঁধতে হবে। (বুখারী মুসলিম)

সাবধান! কোন কোন মুসল্লি তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার সময় বৃদ্ধাঙ্গল কানে রাখে ইহা ঠিক নয় কারণ এর কোন দলিল নেই।

৪। নামাজে সর্বাবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গায় থাকবে। (বায়হাকী ২য় খন্ড ২৮৪ পৃঃ, মিশকাত-৯১ পৃঃ মুসান্না ইবনে শায়বা ২য় খঃ ২৪ পৃঃ হা.নং-৯৩৭) তবে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, তাশাহুদ পাঠ কালে নবী (স.) দৃষ্টি শাহাদাত আঙ্গুলের উপর রাখতেন। (বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড ৪০৫ পৃঃ হাঃ নং-৮৫৬)

৫। তারপর ছানা (দোয়া ইসতিফতা) পড়তে হবে।

ইসতিফতার দো'য়া বা ছানা

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনী আবাইনা খাত্বাইয়্যা-ইয়া কামা বা-আত্তা বায়নাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব, আল্লাহুম্মা নাককিনি মিনাল খাত্বা ইয়া কামা ইউনাকক্বাস সাওবুল আবইয়াজু মিনাদ-দানাসী, আল্লাহুম্মাগসিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিলমা-ই ওয়াস সালাজি ওয়াল বারদি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এবং আমার গুনাহ সমূহকে এমনভাবে দূর করে দাও, যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে তফাৎ করেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ থেকে এমনিভাবে পরিস্কার কর যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ সমূহকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। (বুখারী, মুসলিম) অথবা

www.pathagar.com

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

(খ) "সুবহানাকাল্লাহুম্মা অবিহামদিকা অয়া তাবারাকসমুকা অ-তাআলা জাদ্দুকা অ-লা ইলাহা গাইরুক।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমার নাম বরকতময়, তোমার নাম অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরিমিযি, ইবনে মাজা)

৬। অতঃপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে সকলকে (ইমাম ও মুক্তাদী) সর্বাবস্থায়। তবে জেহরী নামাযে মুক্তাদী যদি ইমাম কর্তৃক পাঠকৃত সূরা ফাতিহা স্পষ্টভাবে ও সুন্দররূপে শুনতে পারে, তাহলে মনে মনে পাঠ করবে। কেননা ফাতিহা পাঠ ব্যতিত নামায বিশুদ্ধ হয় না। প্রকাশ্য (জেহরী) নামাযে ফাতিহা পাঠ শেষে সশব্দে আমীন বলতে হবে। আমীন আস্তে বলার হাদীসটি সহীহ নয় বরং দুর্বল।

তাআউয পাঠ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আউযুবিল্লাহি মিনাস শায়ত্ব-নির রাজীম"

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় কামনা করছি।

বিসমিল্লাহ পাঠ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

"বিসমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম"

অর্থ ঃ করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

www.pathagar.com

সূরাতুল ফাতিহা পাঠ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ـ (اٰمِيْنَ).

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়্যাও মিদ্দীন। ইইয়াকা না'বুদু ওয়াইয়া-কা নাস্তা-ঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাত্বল্লাজীনা আন-আমতা আলাইহিম। গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম, ওয়ালায-যাল্লীন। আমীন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহই জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক। যিনি করুণাময়, দয়ালু, যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি । তুমি আমাদেরকে সহজ সরল পথে চালাও। এমন লোকদের পথ যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। (তুমি কবুল কর)।

৭। অতঃপর চার রাকাত ওয়ালা নামাযে প্রথম দু-রাকাতে সূরা ফাতিহার পর কুরআনের যে কোন সহজসাধ্য একটি সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করতে হবে এবং শেষের দু-রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করলেই চলবে।

৮। তারপর দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যেতে হবে। এ সময় মেরুদন্ড সমান্তরাল রেখে দু'হাতের মুঠি দিয়ে দুই হাঁটু শক্তভাবে ধারণ করতে হবে। হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁক ফাঁক করে রাখবে।

৯। রুকুতে গিয়ে তিন বা ততোধিক বার "সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম"

www.pathagar.com

(অর্থ ঃ মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) বলতে হবে। অতঃপর যদি কেহ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মা গফিরলী" (অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আমাদের প্রভু! আল্লাহগো! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।) পড়ে তাহলে উত্তম। নবী (স.) কখনো কখনো এভাবে পড়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)

১০। এরপর "সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ" (অর্থ ঃ যে আল্লাহর প্রশংসা করে, তার প্রশংসা তিনি শুনেন) বলে দু'হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠাতে হবে। রুকু থেকে সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাড়িয়ে ইমাম ও মুক্তাদিগণ সবাই বলবেন- রাব্বানা অ লাকাল হামদ (অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্যই) অথবা "রাব্বানা লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান ত্বায়্যেবান মুবারাকান ফিহ (অর্থ ঃ হে রব! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তোমার প্রশংসা অসংখ্য, উত্তম ও বরকতময়)।

রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠানোকে 'রাউফুল ইয়াদাইন' বলা হয়। হযরত ইবনু উমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আর রুকুর জন্য যখন তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনো ঐরূপ দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এরূপ নামায রাসূল (স.) মৃত্যু পর্যন্ত পড়েছেন। (বায়হাকী ২য় খন্ড, ৭৫ পৃঃ তালখিনুল হাবীব ১ম খন্ড ৮১ পৃঃ দিরাসাতুল লবীব ১৭০ পৃঃ উর্দু তরজমা মিশকাত ১ম খন্ড ১৭৪ পৃঃ বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড-৩৩৩ পৃঃ হাঃ নং-৭৩৭)

রাসূলুল্লাহ (স.) এর নামাযের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল 'রাফউল ইয়াদাইন করা। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে এটা পালন না করলে সুন্নাত বরখেলাপের জন্য গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় রাকাত থেকে উঠে কাঁধ বরাবর হাত তুলে বুকে হাত বাঁধতে হবে। (আবু দাউদ, দারেমী, বাংলা বুখারী ১ম খঃ পৃঃ হাঃ নং-৬৯৫)

প্রতিটি নামায পড়ুয়া ভাইবোনদের প্রতি লেখকের আবেদন, তারা যেন ধীর শান্তভাবে রুকু করেন ও রুকু হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

www.pathagar.com

একইভাবে ধীর, শান্ত ও তৃপ্তি সহকারে সিজদা করেন ও সিজদা হতে শান্তভাবে বসেন। এ কাজগুলি দ্রুততার সহিত আদায় করলে নামায বাতিল হওয়ার আশংকা থাকে এবং রাব্বুল আলামীনের কাছে নামাযের গ্রহণযোগ্যতা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। (বুখারী, মুসলিম)

১১। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত মাটিতে রেখে বিনীত ভাবে সিজদায় লুটে পড়তে হবে। সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে হবে, যথা- নাকসহ কপাল, হাতের তালুদ্বয়, হাটুদ্বয় ও দু'পায়ের সম্মুখে ভাগ। সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি কিবলা মুখী রাখতে হবে। হাতের কনুদ্বয় মাটি থেকে উঁচু করে পার্শ্বদেশ হতে আলাদা ভাবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি খাড়া করে কিবলামুখী করে দুই পা একত্রে মিলিয়ে রাখবে। (আবু দাউদ, হাকেম)

১২। সিজদায় গিয়ে তিন বা ততোধিকবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলতে হবে (অর্থ- মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ)। অতঃপর-

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী" পড়া যেতে পারে।

১৩। 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলা মুখী করে খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতে হবে।

১৪। দুই সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় যে দু'আটি পাঠ করবে তা হচ্ছে-

"আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহদিনী ওয়া-আফেনী ওয়ার যুকনী।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর, আমার অবস্থার সংশোধন কর, আমাকে সৎ পথ প্রদর্শন কর, আমাকে সুস্থতা দান কর ও আমাকে রিযিক দান কর) অথবা কমপক্ষে একবার 'রাব্বিফিরলী' (অর্থাৎ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর) বলতে হবে। (নাসায়ী)

www.pathagar.com

১৫। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করতে হবে প্রথম সিজদার মত করে।

১৬। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদা হতে হাতের উপর ভর করে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয রাকাত আদায় করতে হবে ছানা পড়া ব্যতিত।

১৭। দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে তাশাহুদ পাঠ করার জন্য বসতে হবে। ডান হাত ডান হাটুর উপর রেখে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে কিংবা কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ রেখে মাধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা বৃত্তাকার করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে এবং তাশাহুদের সময় তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। বাম হাত বাম হাটুর উপর রাখবে। তারপর তাশাহুদ পাঠ করবে। বাম পায়ের উপর নিতম্ব রেখে বসে ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করে খাড়া রাখতে হবে। যে তাশাহুদটি পাঠ করতে হবে তা হচ্ছে-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

উচ্চারণ ঃ "আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি অসসালাওয়াতু অত ত্বায়িবাতু আসসালামু আলাইকা আউয়্যুহান নাব্বিও অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, আসসালামো আলাইনা অ আলা ইবাদিল্লাহিস ছালেহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়ারাসুলুহু।"

অর্থ ঃ যাবতীয় মৌখিক শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর সকাল প্রকার শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সর্বপ্রকার শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন

www.pathagar.com

যোগ্য মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষী দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর দাস ও প্রেরিত রাসূল। (বুখারী, মুসলিম)

এখানে উল্লেখ্য যে, আত্তাহিয়্যাত পাঠ করার সময় সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে শয়তান লোহার আঘাতের চেয়ে বেশি আঘাত প্রাপ্ত হয়। এরপর দু'রাকাত বিশিষ্ট নামায হলে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ ও দো'য়ায়ে মাসুরা পড়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে। অতঃপর একবার সরবে 'আল্লাহু আকবার' ও তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' (অর্থ- আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলবে। জামাতে নামায পড়লে সালাম ফিরানোর পর ইমাম ডানে অথবা বামে কিংবা সরাসরি মুক্তাদিগনের দিকে ফিরে বসবেন। অতঃপর সকলে নিম্নের দো'য়াসহ অন্যান্য দো'য়া পাঠ করবেন যতক্ষণ মুসুল্লীরা ইচ্ছা করবেন। কিন্তু নামায শেষে সালাম ফিরানোর পর পরই সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দোয়া করার যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে তার স্বপক্ষে কোন সহীহ হাদীস নেই। তবে সালাম ফিরানোর পর মুসুল্লিগণ কিছু দোয়া দরুদ, যিকির আযকার করার পর যার যার মত দোয়া করতে পারেন।

"আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু আমিন কাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যালজালালি অল ইকরাম।"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার তরফ থেকেই আসে শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমাময় ও মহানুভব। (মুসলিম)

১৮। যদি নামায তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, তবে দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহুদ শেষ করে দু'হাতের উপর ভর করে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠায়ে দাড়িয়ে যাবে।

১৯। অতঃপর প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের মত তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত শেষ করে উপবেশন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ১ম ও ২য় রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য একটি সহজসাধ্য সূরা বা কিছু আয়াত পড়তে

www.pathagar.com

হয়। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা পড়লেই হবে। ৪র্থ রাকাত শেষ করে বসে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামায শেষ হবে। যে দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়তে হবে। তা নিচে উল্লেখ করা হল। এটাই নামাযের শেষ বৈঠক। এ বৈঠকে বাম পায়ের পাতা ডান পায়ের নীচ দিয়ে অর্ধেক বের করে রেখে বাম নিতম্বের উপর ভর করে বসতে হবে। ৪র্থ রাকাত শেষে প্রথম বৈঠকের মতই হাত ও হাতের আঙ্গুলগুলি হাটুর উপর রেখে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে এবং চক্ষুর দৃষ্টি এই ইশারার উপর নজরদারি করবে। তাশাহুদ পাঠ, হাত তোলা, রুকু, সিজদা ইত্যাদি করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি কেবলামুখী এবং পায়ের আঙ্গুলগুলিকে সেজদায় কেবলামুখী রাখতে হবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা) সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুক্তাদিগণকে যা কিছু করতে হবে তা ১৭ নং প্যারায় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

দরুদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আলি মুহাম্মদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা অ আলা আলি ইবরাহিম, ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিউ অ আলা আলি মুহাম্মদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা অ আলা আলি ইবরাহিম, ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর বংশধরদের উপর

www.pathagar.com

এরকম অনুগ্রহ দান কর যেমন তুমি ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর বংশ ধরদের উপর করেছিলে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর বংশধরদের উপর বরকত দান কর, যেমন বরকত দান করেছিলে ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরাবান্বিত। (বুখারী, মুসলিম)

দোয়ায়ে মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُالرَّحِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী জুলমান কাছীরাও ওয়ালা ইয়াগফিরুজজনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার উপর যুলুম করেছি। আর তুমি ছাড়া কেউ সে অপরাধ মাফ করতে পারবে না। অতএব তুমি আমাকে তোমার তরফ হতে মাফ করে দাও এবং অনুগ্রহ দান কর। নিশ্চয়ই তুমি মাফকারী মেহেরবান। (বুখারী, মিশকাত)

(গ) পঠিতব্য দোয়া ও যিকির সমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায আদায় শেষে নিম্নলিখিত দো'আ/ যিকির সমুহ পাঠ করা যায়।

(ক) প্রত্যেক ফরয নামাযের শেষে একবার আয়াতুল কুরসী পড়া খুবই উত্তম। এটা পড়ার ফজিলত খুবই বেশি। আয়াতুল কুরসী নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِه يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا

www.pathagar.com

خَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَايَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাউয়ূল কাইয়ুম লাতাখুজুহু সিনাতাও ওয়ালা নাওম। লাহু মাফিস সামাওয়াতি অমা ফিল আরজ, মানযাল্লাযি ইয়াসফাও ইনদাহু ইল্লা বিইযনিহি ইয়ালামু মা বায়না আয়দিহিম ওমা খালফাহুম ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়িম মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ, অসিয়া কুরসিইউহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল আলীউল আজীম।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে স্পর্শ করে না তন্দ্রা ও নিদ্রা। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সব তাঁরই। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কারও কোন ক্ষমতা নেই। তাদের সামনে পিছনে যা কিছু রয়েছে তা তিনি সবই জানেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আসমান ও যমিনকে পরিবেষ্টিন করে আছে। আর এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি অতি উচ্চ, অতি মহান।

হযরত আবু উসামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযান্তে 'আয়াতুল কুরসি' পাঠ করে তার মৃত্যু ব্যতিত জান্নাতে প্রবেশের পথে অন্য কোন বাঁধা নেই। (নাসায়ী, বুলুগুল মারাম)

(খ) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"- একবার। এটা কালিমা তাওহীদের যিকির।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সকল রাজ্য ও রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনিই সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

www.pathagar.com

(গ) "লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ"-১বার

অর্থ- আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অসৎকর্ম হতে বিরত থাকা ও সৎকর্ম করার সাধ্য কারো নেই।

(ঘ) সুবহানাল্লাহ (অর্থ- আল্লাহ পবিত্র)-৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ-৩৩বার, আল্লাহু আকবার-৩৩ বার, অতঃপর (খ) প্যারায় উল্লেখিত তাওহীদের যিকিরটি একবার পড়াসহ চারটি যিকির মোট ১০০ বার পড়তে হবে।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও একবার কালিমা তাওহীদের যিকিরটি পড়বে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়। (মুসলিম, আবু দাউদ ও মেশকাত)

(ঙ) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর সূরা ইখলাস সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ারও প্রমাণ আছে। (নাসায়ী, আবু দাউদ, মিশকাত)

উল্লেখিত সূরাগুলি কুরআনের ছোট সূরা হলেও এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূরা। সূরাগুলি জানা থাকলে ওয়াক্তিয়া নামাযেও পাঠ করা যায়। একই সূরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। এগুলি জানার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে না।

বিপদ-আপদের সময় এ সূরাগুলি পাঠ করলে আল্লাহ চাহেতো আপনি বিপদমুক্ত হতে পারবেন। রাত্রিতে শুয়ার সময় এ সূরাগুলি পাঠ করে শরীর মাসেহ করলে আল্লাহ চাহেতো আপনি শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

মুসলমান ভাইবোনদের হয়তো জানা আছে যে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের মোট ১১টি আয়াত পাঠের মাধ্যমেই আমাদের প্রিয় (স.) কে জাদু মুক্ত করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

(ঘ) নামাযে পঠিতব্য কতিপয় সূরা

সূরা নাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ ـ
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ـ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ
صُدُوْرِ النَّاسِ ـ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল আউযুবি রাব্বিন্নাস (১) মালিকিন্নাস (২) ইলাহিন্নাস (৩) মিন শাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস (৪) আল্লাযী ইউ ওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস (৫) মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস (৬)

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের পালন কর্তার (১) মানুষের বাদশাহর (২) মানুষের মা'বুদের (৩) গোপন কু-মন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট হতে (৪) যে কু-মন্ত্রনা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে (৫) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে (৬)

সূরা ফালাক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল আউযু রাব্বির ফালাক (১) মিন শাররি মা-খালাক (২) অমিন শাররি গা-সিকিন ইযা অয়া-ক্বাব (৩) ওয়ামিন শারিন নাফ্ফা ছাতি ফিল উক্বাদ (৪) ওয়ামিন শারি হা-সিদিন ইযা হাসাদ (৫)

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালন কর্তার নিকটে। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে (২)

www.pathagar.com

অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট হতে, যখন তা আচ্ছন্ন হয় (৩) গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিনীদের অনিষ্ট হতে (৪) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে (৫)

সূরা ইখলাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (১) আল্লাহুস সামাদ (২) লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ (৩) ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ (৪)

অর্থ ঃ হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ এর (তাঁর কোন শরীক নেই) (১) তিনি অভাবমুক্ত (মুখাপেক্ষীহীন) (২) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তিনি (কাহারো কাছ থেকে) জন্ম নেননি (৩) এবং তাঁর সমতুল্য (সমকক্ষ) কেউ নেই। (৪)

সূরা কাউসার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ـ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

উচ্চারণ ঃ ইন্না আত্বয়না কাল কাওসার (১) ফাসাল্লি লিরাব্বিকা অয়ানহার (২) ইন্না শানিয়ানাকা হুয়াল আবতার (৩)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাউস কাওসার দান করেছি(১) অতএব আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন ও কুরবানী করুন (২) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংস লেজকাটা।

www.pathagar.com

সূরা আসর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَالْعَصْرِ ۔ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۔ اِلاَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۔

উচ্চারণ ঃ ওয়াল আসরি (১) ইন্নান ইনসানা লাফী খুসরি (২) ইল্লাল্লাজীনা আমানু ওয়া আমিলস সালিহাতি ওয়তা ওয়া সওবিল হাক্কী ওয়তাওয়া সওবিল সবরি (৩)

অর্থ ঃ সময়বা কালের শপথ বা কসম (১) নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (২) কিন্তু (তারা ছাড়া) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে 'হক' এর উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে সবর (সহিষ্ণুতা) এর উপদেশ দিয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না (৩)

(৬) নামাযের ফরয সমূহ

ইচ্ছাকৃত ভাবে বা ভূলক্রমে নামাযের এ রোকনগুলি পরিত্যাগ করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। রোকনগুলির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হল।

(১) কিয়াম বা দাঁড়ানো - আল্লাহপাক বলেন ঃ "তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্মবান হবে, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে একান্ত বিনীত ভাবে দাঁড়াবে। (সূরা বাকারা-২৩৮)

(২) তাকবীরে তাহরিমা- সূরা মুদ্দাচ্ছিরের তৃতীয় আয়াতে আল্লাহপাক বলেন ঃ "আপনার প্রভুর জন্য তাকরিব দিন" অর্থাৎ আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। রাসূল (স.) বলেন ঃ নামাযে সবকিছু হারাম হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং সবকিছু হালাল হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত)

www.pathagar.com

(৩) সূরা ফাতিহা পাঠ করা ঃ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন ঃ "ঐ ব্যক্তির নামায সিদ্ধ নয় যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ না করে।" (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত)

(৪) রুকু ও (৫) সিজদা ঃ "ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের রবের ইবাদত কর। আর নেক কাজ করতে থাক যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার" (সূরা হজ্জ-৭৭)

(৬) ধীর-স্থির ভাবে নামায আদায় করা ঃ হাদীসে আছে, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় শেষে রাসূল (স.) কে সালাম দিলে তিনি বললেন, তুমি পুনরায় নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামায পড়নি। এইভাবে লোকটি তিনবার নামায পড়লে ও রাসূল (স.) তাকে তিনবার ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনি আমাকে নামায পড়া শিখিয়ে দিন। অতঃপর তিনি লোকটিকে ধীরে সুস্থে নামায আদায় শিক্ষা দিলেন। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত)

(৭) তাশাহুদের জন্য বসা বা শেষ বৈঠক এবং সালাম ফিরানো

ইমাম ও মুক্তাদি সবাই তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দোয়ায়ে মাছুরাহসহ প্রয়োজনবোধে আরো কিছু দোয়া/যিকির পড়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে নামায শেষ করা হয়। হযরত উম্মে সালমাহ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) এর যামানায় মহিলাগণ জামা'আতে ফরজ নামায শেষে সালাম ফিরানোর পরে উঠে দাড়াতেন এবং রাসূল (স.) ও পুরুষ মুসুল্লীগণ কিছু সময় বসে থাকতেন। অতঃপর রাসূল (স.) যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁরাও দাঁড়াতেন। (বুখারী, মিশকাত)

এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে, শেষ বৈঠকে বসে সালাম ফিরানোটাই ছিল রাসূল (স.) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত অভ্যাস।

এখানে উল্লেখ্য যে, কঠিন অসুখ বা অন্যকোন কারণে উপরোক্ত শর্তাবলী ও রুকন সমূহ ঠিকমত আদায় করা সম্ভব না হলে বসে বা শুয়ে

www.pathagar.com

ইশরায় নামায পড়তে হবে। কিন্তু কোন অবস্থায় নামায তরক করার সুযোগ নেই। কারণ নামাযই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং মৃত্যুর পর এই নামাযেরই প্রথম হিসাব নিকাশ হবে। আল্লাহপাক আমাদের সকলকে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশমত নামায আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(চ) নামাযের ওয়াজিব সমূহ

ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযের কোন একটি ওয়াজিব ছাড়া পড়লে নামায বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু ভুলক্রমে ছাড়া পড়লে নামায বাতিল হবে না। সহো সিজদা করলে নামাযের ভুল সংশোধন হয়ে যায়। ওয়াজিব সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত তাকবীর বলা।

(২) রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলা।

(৩) রুক থেকে উঠার সময় (ক্বওমার সময়) "সামী আল্লাহু-লেমান হামিদাহ" বলা।

(৪) রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় "রাব্বনা ওয়ালাকাল হামদ" বলা।

(৫) সিজদায় গিয়ে "সুবহানা রাব্বিয়াল আলা" বলা।

(৬) দুই সিজদার মাঝে স্থির হয়ে বসা ও কমপক্ষে একবার 'রাব্বিগ ফিরলী' বলা।

(৭) প্রথম বৈঠকে বসা ও তাশাহুদ পড়া।

(ছ) নামাজের সুন্নাত সমূহ

ফজর ও ওয়াজিব ছাড়া নামাযের অবশিষ্ট সকল আমলই সুন্নাত। যেমন-

(১) প্রথম রাকাতে ক্বিরাতের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' চুপি চুপি পাঠ করা।

www.pathagar.com

(২) নামাজে পঠিতব্য সকল দো'য়া

(৩) বুকে হাত বাঁধা

(৪) রাফউল ইয়াদায়েন (হাত উঠানো) করা।

(৫) আমীন বলা

(৬) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখা।

(৭) জালসায়ে ইস্তেরাহাত করা

(৮) মাটিতে দু'হাত ভরদিয়ে উঠে দাঁড়ানো

(৯) নামাজে সর্বাবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা

(১০) তাশাহুদের সময় ডান হাত ৫৩ এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ করা ও শাহাদাত আঙ্গুল নাড়াতে থাকা ইত্যাদি।

(জ) নামাজ বিনষ্টের কারণ সমূহ

(১) নামাযের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া

(২) নামাযে ইচ্ছাকৃত ভাবে অনর্থন কথা বলা

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে বাহুল্য কাজ বা আমলে কাছীর করা, যা দেখলে মনে হবে যে, সে নামাযের মধ্যে নয়।

(৪) ইচ্ছাকৃত বা বিনা কারণে নামাযের কোন রোকন ও শর্ত পরিত্যাগ করা।

(৫) নামাযের মধ্যে বেশি হাসা

(ঝ) জামাতে দেরীতে সামিল হলে যা করতে হবে

আপনি মসজিদে পৌছালে দেখতে পেলেন জামাত শুরু হয়ে গেছে। আপনি কিন্তু তখন বুঝতে পারছেন না কত রাকাত নামায হয়ে গেছে। ইমাম সাহেব সালাম ফিরালেই বুঝতে পারবেন আপনার কয় রাকাত ছুটে গেছে বা ছুটে যায়নি। অতএব আপনি যে অবস্থায় জামাত পাবেন, আল্লাহু

www.pathagar.com

আকবর বলে সেই অবস্থায় জামাতে সামিল হয়ে নামায পড়তে থাকবেন। জামাতে সামিল হওয়ার সাথে সাথে যদি রুকুতে চলে যান, তবে আপনার সে রাকাত পূর্ণ হবে না কারণ সূরা ফাতিহা (আলহামদুলিল্লাহ) পড়া ছাড়া রাকাত পূর্ণ হয় না। এখানে একটি হাদীসের কথা তুলে ধরা হল সুধী পাঠক সমাজের অবগতি ও আমলের জন্য। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা না পড়ে নামায পড়ে তার নামায অসম্পূর্ণ! অসম্পূর্ণ! অসম্পূর্ণ! তখন আবু হুরায়রা (রা.) কে প্রশ্ন করা হল আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি তখন আমরা কি করব? প্রতি উত্তরে আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, তুমি উহা (সূরা ফাতিহা) চুপি চুপি পাঠ করবে। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, মুয়াত্তা মালেক, মিশকাত)

এখন আপনার নামায যদি এক রাকাত ছুটে গিয়ে থাকে, তবে আপনি ইমামের সাথে সালাম না ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যথারীতি সূরা, কিরাত, রুকু, সিজদা, তাশাহুদ, দরুদ, দোয়ায়ে মাছুরা ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে আপনার নামায শেষ করতে হবে। এ রাকাতে আপনাকে কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করে যথারীতি রুকু, সিজদা করে নামায শেষ করতে হবে। আর আপনার যদি দুই রাকাত ছুটে যায়, তবে দু'রাকাতেই যথারীতি সূরা, কিরাত, রুকু, সিজদা ও বৈঠকের কাজ অর্থাৎ তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দোয়ায়ে মাছুরা পাঠ করে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতে হবে। এ দু-রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করতে হবে না। তিন রাকাত ছুটে গেলে সালাম না ফিরে উঠে দাঁড়িয়ে এক রাকাত শেষ করে বৈঠক করে (অর্থাৎ বসে তাশাহুদ পড়ার জন্য) আবার উঠে দাঁড়িয়ে বাকী দু-রাকাত নামায যথারীতি শেষ করে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতে হবে। এক্ষেত্রে এক রাকাত পড়ে যে বৈঠক (বা বসার কাজ) করা হল সে রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করতে হবে এবং বাকী দু-রাকাতের

www.pathagar.com

মধ্যে কেবল সূরা ফাতিহা পড়ে রুক, সিজদা ইত্যাদি করে বৈঠকে বসে তাশাহুদ দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

তিন রাকাত বিশিষ্ট নামায অর্থাৎ মাগরিবের নামাযে যদি দু-রাকাত ছুটে যায় তবে জামাতে সালাম ফিরার আগেই উঠে দাড়িয়ে এক রাকাত আদায় করে বৈঠক করে (তাশাহুদ পড়ে) উঠে দাঁড়িয়ে বাকী রাকাত আদায় করে বৈঠকে বসে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করতে হবে। এখানে বাকী দু-রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা কিছু আয়াত পড়তে হবে এবং শেষের রাকাতে কেবল সূরা ফাতিহা দিয়েই নামায শেষ করতে হবে।

দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাযের এক রাকাত ছুটে গেলে জামাতে সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া রাকাত যথারীতি আদায় করে বৈঠকে বসে তাশাহুদ, দরুদ, দোয়ায়ে মাসূরা ইত্যাদি পড়ে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করবে। এ রাকাতেও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা বা কিছু আয়াত পড়তে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা স্মরণ করা দরকার যে, আপনি নামাযে সামিল হয়ে প্রথমে যে রাকাত পাবেন, সে রাকাতকেই আপনার প্রথম রাকাত হিসাবে গন্য করতে হবে।

(ঞ) নামাযের আদব রক্ষা করা সুন্নাত

সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত হচ্ছে নামায। সুতরাং এর গুরুত্ব ও মাহাত্মের প্রতি সু-দৃষ্টি রেখেই ধীর-স্থিরভাবে নামায আদায় করতে হবে। তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করলে নামাযের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ রোকন ছুটে যেতে পারে। ফলে নামায শুদ্ধ হল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। সন্দেহযুক্ত নামায আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা-তাতেই সন্দেহ রয়ে যায়। নামায গ্রহণযোগ্য না হলে নামাযের পিছনে

www.pathagar.com

আপনি যে শ্রম ও সময় ব্যয় করলেন তা বৃথা যাবে। সুতরাং নামাযে যে সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার সুধী পাঠক সমাজের অবগতির জন্য সেগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(১) মসজিদে যেতে তাড়াহুড়া করা অথবা জামাতে নামায পড়ার জন্য কিংবা রুকু পাওযার জন্য তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। কেননা এতে ধীরতা ও শিষ্টতা এবং নামাযের মর্যাদা নষ্ট হয়। তাছাড়া অন্য নামাযীদেরও বিরক্তি আসতে পারে। হাদীসে রয়েছে যে, "যখন নামাযের একামত হয়ে যায়, তখন তোমরা ছুটে এসো না বরং ওর প্রতি (সাধারণভাবে) হেঁটে এসো। তোমরা ধীরতা ও শিষ্টতা অবলম্বন কর।" (বুখারী, মুসলিম)

(২) মুখ হতে দুর্গন্ধ ছড়ায় এমন বস্তু (যেমন-বিড়ি, সিগারেট, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি) খাওয়া থেকে বিরত থাকা। খেলেও নামাযের আগে মুখ মেশওয়াক দ্বারা ভালভাবে পরিষ্কার করা যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায় ও অন্যান্য মুসল্লিদের কষ্ট না হয়। নামাযীর কর্তব্য ঐ সমস্ত দুর্গন্ধময় বস্তু হতে দুরে থেকে সুবাসিত হয়ে মসজিদে আসা।

(৩) ইমাম সাহেবকে রুকু অবস্থায় পেলে তাহরীমার তাকবীর বলে অতঃপর রুকুর তাকবীর বলে জামাতে সামিল হয়ে যাবে।

(৪) নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকাতাকি (যেমন- আকাশের দিকে, ডানে-বামে নামাযীকে চিনার চেষ্টা করা, দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি দেয়া, রুকুর সময় পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখা, সিজদার সময় নাকের দিকে দৃষ্টি করা ইত্যাদি) করলে নামাযে ভুলত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় এমন করা পরিত্যজ্য। নামাযে সর্বাবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখাটাই হচ্ছে সহীহ। তবে নামাযে বৈঠকের সময় দৃষ্টি শাহাদাত আঙ্গুলের উপর রাখারও প্রমাণ আছে। (বাংলা মিশকাত ২য় খন্ড, ৪০৫ পৃঃ হাঃ নং-৮৫৬)

(৫) নামাযে অধিক নড়া-চড়া করা। যেমন- আঙ্গুল খোঁচানো, নখ পরিষ্কার করা, একটানা পা হিলানো, ঘড়ি দেখা, বোতাম লাগানো, রুমাল

www.pathagar.com

পকেট থেকে বাহির করে নাক মুছা ইত্যাদি যা নামাযের সওয়াব হ্রাস করে দেয়।

(৬) রুকু, সিজদা ও উঠা- নামা ইমামের আগে আগে করা বা সাথে সাথে করা বা বহুপরে করা। ইমামের পরে পরেই করাটা সহীহ।

(৭) রুকুকারী তার পৃষ্ঠদেশকে সমান্তরাল রাখবে। অনেক সময় মুসুল্লিরা রুকুতে কুঁজো হয় বা মাথা নিচু করে ধনুকের মত ধারণ করে যা হাদীসে নিষিদ্ধ আছে।

(৮) সিজদায় তাড়াতাড়ি করা। সিজদার সময় ৭টি অংগ মাটিতে ঠেকাতে হবে। অনেক সময় কপাল ঠেকালে নাক ঠেকে না। হাটু ঠেকলে আঙ্গুল ঠেকে না, যা নামাযকে দুর্বল করে দেয়।

(৯) রুকু সিজদায় এতটুকু সময় নিবে যাতে ধীরস্থিরভাবে তাসবিহ পড়া যায়।

(১০) অনেক মুসুল্লি সালাম ফিরানোর সাথে সাথে ডান ও বামের মুসুল্লিদের সাথে মুসাহাবা করতে দেখা যায়- যা ঠিক নয়।

(১১) লেবাস রুচি সম্মত ভাবে পরা উচিত। ঢিলা-ঢালা পোষাক পরা উত্তম। খাট ও টাইট পোষাক পরলে রুক,সিজদার সময় পিঠ ও নিতম্বের কিছু অংশ বের হয়ে সতর ভঙ্গের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া খাট ও টাইট পোষাক পরে রুকু, সিজদা করাও কষ্টকর।

(১২) নামাযের পূর্ব কাজ হচ্ছে সোজা ও সুশৃংখল ভাবে কাতারবদ্ধ হওয়া। খেয়াল খুশিমত নামাযে দাঁড়ালেই চলবে না। প্রত্যেক জিনিসের একটা সৌন্দর্য আছে। সোজা ও সুন্দরভাবে কাতারবদ্ধ হওয়াটা নামাযের সৌন্দর্য। কারণ কাতার সোজা ও সমান করার কাজটি সঠিকভাবে নামায কায়েম করারই একটি বিশেষ অংশ। (বুখারী, মুসলিম) নামাযে কিভাবে দাঁড়াতে হবে, সেবিষয়ে আর একটি হাদীসের কথা শুনুন।

www.pathagar.com

"আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ তোমরা নামাযের কাতার সোজা সুশৃংখল কর এবং সকলের কাঁধ এক বরাবর করে মিলিয়ে নাও অর্থাৎ কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে নাও। দুই জনের মধ্যকার জায়গাটুকু পায়ে পায়ে, মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে নিতে হবে, যাতে করে শয়তান ফাঁক স্থানে দাঁড়িয়ে তোমাদের নামাযে কু-মন্ত্রণা দিতে না পারে। যে ব্যক্তি কাতারে পা মিলায় আল্লাহ তায়ালা তাকে কাছে টেনে নেন আর যে পা মিলায় না আল্লাহ তাকে দুরে ঠেলে দেন। (আবু দাউদ, হাকেম, বাংলা বুলুগুল মারাম)

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সোজা সুশৃংখল ও সুন্দর ভাবে কাতারবন্ধ হয়ে নামায আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(ট) পুরষ ও মহিলাদের নামাযে তারতম্য

নারী ও পুরুষদের নামায আদায়ের মধ্যে ইসলামী বিধানে পার্থক্য নেই (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৯) তবে পুরুষদের সাথে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় ও জুম'আ পড়া মহিলাদের জন্য ফরয নয় (ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৭১)। কিন্তু তাদেরকে মসজিদে যেতে বাঁধা দেয়াও যাবে না। মহিলাদের বাড়ীতে নিভৃতে একাকী বা ঘরে জামাআতের সাথে নামায পড়াটাই উত্তম।

মহিলারা আযান ও একামত দিয়ে জামাআত করেও নামায পড়তে পারে। হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) আযান ও একামত দিতেন এবং মেয়েদের ইমামতী করতেন তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন। (মোসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খন্ড ২২৩ পৃঃ ও বায়হাকী ১ম খন্ড ৪০৮ পৃঃ)

ইমাম শাফেয়ী বলেন, ওরা আযান ও একামত দিলে কোন আপত্তি নেই। ইমাম আহমেদ বলেন, দিলে আপত্তি নেই, না দিলেও জায়েয (আল-মুগনী ১ম খন্ড ৪২২ পৃঃ ও ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড ১২০ পৃঃ)

মহিলাদের জামাআতের প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে হবে। ফরয ও তারাবীহর জামা'আতে মেয়েদের ইমামতি করার স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। (আবু দাউদ, দারে কুতনী প্রভৃতি হা/৪১৩) বদর

www.pathagar.com

যুদ্ধের সময় উম্মে ওয়ারাক্বাহ (রা.) কে তার পরিবারের ইমামতি করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স.) নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার জন্য একজন মুয়াজ্জিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন (আবু দাউদ, সহীহ ইবনে খুযায়মা, নায়ল-৪৬৩)

হাদীসের বর্ণনামতে মহিলা ইমাম নামাযে কোন ভুল করলে মেয়ে মুক্তাদীরা পুরুষদের মত 'সুবহানাল্লাহ' না বলে হাতে হাত মেরে তালি দেয়ার মত আওয়াজ করবে (বুখারী, মুসলিম মেশকাত-৯১ পৃঃ)

অন্য এক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত পুরুষদের মত পরনের কাপড় মেয়েরা পরে থাকলেও প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে একটি বাড়তি চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়বে অন্যথায় নামায কবুল হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী মেশকাত) উল্লেখিত তিনটি পার্থক্য ছাড়া নারী ও পুরুষের নামাযের মধ্যে অন্য কোন পার্থক্য নেই।

বুখারী ও মুসলিমের সহীত হাদীসসহ অন্য কোন হাদীসের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য উল্লেখ নেই। বরং একটি হাদীসে আবদো রুব্বহী ইবনে যায়তুন নামক এক তাবেয়ী বলেন, আমি এক নারী সাহাবী হযরত উম্মে দারদা (রা.) কে নামায শুরু করার সময় এবং রুকু থেকে উঠার পর কাঁধ পর্যন্ত তাঁর দুই হাত তুলতে দেখেছি (মোসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খন্ড ২৩৯)

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দারদার (রা.) বিবি উম্মে দারদা (রা.) পুরুষের মত বসতেন (বুখারী শরীফ ১১৪ পৃষ্ঠার তর্জমাতুল বাব) এই হাদীসটি ব্যাখ্যায় হানাফী জগতের চীফজাস্টিস আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন এই হাদীস প্রমাণ করে যে, মেয়েদেরও পুরুষদের মত বসা মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। আর তা হল পা-টা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা টা খাঁড়া রাখা। ইমাম নখয়ী, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালেক প্রমুখের মত তাই। (ওমদাতুল কারী ৬ষ্ঠ খন্ড ১০১ পৃঃ)

(ঠ) সহু সিজদার মাধ্যমে নামাযের ভূল সংশোধন

www.pathagar.com

ভুলত্রুটি হওয়া মানুষের স্বাভাবিক। সুতরাং নামাযের মধ্যে যে কোন ধরনের ভুল আমাদেরও হতে পারে। আর এই ভুল সংশোধনের বিধানও দেয়া আছে রাসূল (স.) এর সুন্নাতে। নামাযের মধ্যে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দরুদ ইত্যাদি পড়ার পর সালাম ফিরানোর আগেই 'সাহু সিজদা' দিয়ে তারপর সালাম ফিরাতে হয়। ইমাম শাওকানী বলেন, ওয়াজিব তরক হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হলে সাহু সিজদা সুন্নাত হবে। (আস-সায়লুল জারার ১/২৭৪)

'সাহু সিজদা' আবশ্যক হওয়ার কারণ সমূহ হচ্ছেঃ

(১) নামাযে রত অবস্থায় ইমাম নিজের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হলে, বা

(২) নামাযে ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীগণ যদি তার ভুল ধরিয়ে দেন, তবে পুরুষ মুক্তাদিগণ 'সুবহানাল্লাহ' বলে এবং মহিলা মুক্তাদিগণ বাম হাতের উপর ডান হাত দিয়ে তালি মেরে ইমামকে সতর্ক করে দিবে। (বুখারী, মুসলিম)

'আল্লাহু আকবার' বলিয়া সতর্ক করার কথা সহীহ হাদীসে নেই।

(৩) যদি রাকাত বেশি পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন, অতঃপর ভুল ধরা পড়ে, তাৎক্ষনাৎ তাকবীর দিয়ে 'সাহু সিজদা' করে সালাম ফিরাবেন। (মুত্তাফাক আলাইহি, মিশকাত)

(৪) যদি রাকাত কম পড়ে সালাম ফিরিয়ে দেন, তবে তাকবীর দিয়ে বাকী রাকাত নামায আদায করে সালাম ফিরাবেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে সাহু সিজদা আদায় করে পুনরায় সালাম ফিরাবেন। (মুত্তাফাক আলাইহি, মুসলিম, মিশকাত) নামাযের কম বেশী যাই-ই হোক সালামের আগে বা পরে দু'টি সহো সিজদা দিতে হবে- (মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ৩/৪১১)।

(৫) সালামের আগে বা পরে দু'ভাবেই 'সহো সিজদা' দেয়া জায়েয। তবে ডানদিকে একটি সালাম দিয়ে 'সহো সিজদা' করার প্রচলিত নিয়মের

www.pathagar.com

কোন শরীয়াহ ভিত্তি নেই (মিরআতুল মাফাতীহ ২/৩২-৩৩পৃঃ)। ঠিক তেমনি 'সহো সিজদার' পর তাশাহুদ পড়ারও কোন সহীহ হাদীস নেই। উক্ত মর্মে ইমরান বিন হুছাইন (রা.) হতে যে হাদীসটি এসেছে, সেটি 'যঈফ' (তিরমিযী) আবু দাউদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯ পৃঃ)। তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীসের বিরোধী। সেখানে তাশাহুদের কথা নেই। (মুত্তাফাক আলাইহি, মিশকাত হা১০১৭)।

'সহো সিজদার' সম্পর্কে নিম্নে একটি হাদীস তুলে ধরা হলঃ

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করে যে, সে কয় রাকাত পড়েছে তিন রাকাত না চার রাকাত তখন সে যেন সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে এবং যে কয় রাকাত পড়েছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় হয় তার উপর যে যেন ভিত্তি স্থাপন করে। অতপর সালাম ফিরাবার পূর্বে সে যেন দুটি সিজদা দেয়। আসলে সে যদি পাঁচ রাকাত পড়ে থাকে, তাহলে এই সিজদা দুটি মিলিয়ে তার নামায জোড়যুক্ত করে দেয়া হবে। আর যদি সে চার রাকাত পূর্ণ করে পড়ে থাকে, তাহলে এই সিজদা দু'টি শয়তানের পক্ষে লাঞ্ছনাকারী ও তার ক্রোধ উদ্রেগকারী স্বরূপ হবে। (মুসলিম, আবু দাউদ, মিরাতুল মাফাতীহ ২য় খন্ড ২৯ পৃঃ ২৯ পৃঃ, বাংলা মুসলিম ২য় খন্ড ৩৪৫ পৃঃ হা/১১৫২)

(ড) নামাজের শ্রেণী-বিন্যাস

নামাযকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা ফরয ও নফল। অর্থাৎ ফরয ব্যতীত সকল নামাযই নফল বা অতিরিক্ত। যে সব নফল নামায রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে নিয়মিত পড়েছেন বা পড়তে তাকিদ দিয়েছেন, সেগুলিকে ফেকহী পরিভাষায় 'সুন্নাতে মোয়াক্কদাহ' বলা হয়। ফরয নামাযের আগে ও পরের সুন্নাত সমূহ এই শ্রেণীর নামাযের অন্তর্ভুক্ত। এ সুন্নাতগুলি কাযা হলে তা আদায় করতে হয়। আর যে নফল নামাযগুলি রাসূল (স.) আদায় করেছেন, কিন্তু অন্যকে আদায়ের তাকিদ দেন নাই, এ

www.pathagar.com

নফলগুলিকে 'সুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কাদাহ' বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- আসরের পূর্বে ২ বা ৪ রাকাত সুন্নত, মাগরিব ও এশার পূর্বে ২ রাকাত করে সুন্নাত ইত্যাদি। ফরয ও সুন্নাতের জন্য স্থান পরিবর্তন ও কিছুক্ষণ দেরি করে উভয় নামাযের মধ্যে কিছু পার্থক্য করা উচিত।

রাসূল (স.) বলেন, বাড়ীতে নফল পড়া আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববী) নামায পড়ার চেয়েও উত্তম, ফরয নামায ব্যতীত (আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীসে আছে, তোমরা তোমাদের বাড়ীতে কিছু সালাত (অর্থাৎ সুন্নাত/নফল) আদায় কর এবং ওটাকে কবরে পরিনত করিও না (আহাম্মদ, আবু দাউদ)।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, যে বাড়ীতে নফল নামায পড়া হয়, সে বাড়ীতে আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হয় এবং সে বাড়ীতে ফেরেস্তারা প্রবেশ করতে থাকে ও শয়তান পালিয়ে যায়।

সাধারণ নফল নামাযের জন্য কোন রাকাত নির্দিষ্ট নেই, যতখুশী পড়া যায়। শক্তি থাকা সত্বেও একই নফল নামাযের কিছু অংশ দাড়িয়ে ও কিছু অংশ বসে পড়া যায় (ফিকহুস সুন্নাহ-১/১৩৬-১৩৭)। সকলের নফল নামায বেশী বেশী করে পড়া উচিত। কেননা ফরয নামাযের ত্রুতিবিচ্যুতিগুলি নফল নামায দ্বারা কাফফারা হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি দিবারাতে ১২ রাকাত (অর্থাৎ যোহরের পূর্বে চার ও পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই) আদায় করল, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হবে। (তিরমিযী, মুসলিম)

অপর এক হাদীসে যোহরের পূর্বে দুই রাকাতসহ সর্বমোট ১০ রাকাত নিয়মিত আমলের কথাও এসেছে। (ফিকহুস সুন্নাহ১/ ৪০-৪১)

দিবা-রাত্রির নামাযের একটি তালিকা সুধী পাঠক সমাজের অবগতি ও আমলের জন্য পেশা করা হল।

www.pathagar.com

দিবা রাত্রির নামাযের তালিকা

ক্রমিক নং	নামাযের নাম	সুন্নত ফরযের আগে	ফরয	সুন্নত ফরযের পরে	অন্যান্য সুন্নত	সর্বমোট	মন্তব্য ও গুরুত্ব
১	ফজর	২ রাকাত	২ রাকাত	-	-	৪রাকাত	টীকা দ্র.
২	ইশরাক	-	-	-	২রাকাত	২রাকাত	ঐ
৩	চাশত	-	-	-	২-১২ রাকাত	২-১২রাকাত	ঐ
৪	যোহর	২-৪ রাকাত	৪ রাকাত	২/৪ রাকাত	-	৮-১২রাকাত	ঐ
৫	জুম্মাহ	২ -সাধ্যানুযায়ী	২রাকাত	৪রাকাত	-	৮-সাধ্যানুযায়ী	ঐ
৬	আসর	২/৪রাকাত	৪রাকাত	-	-	৬/৮ রাকাত	ঐ
৭	মাগরিব	২রাকাত	৩রাকাত	২রাকাত	-	৭রাকাত	ঐ
৮	এশা	-	৪রাকাত	২রাকাত	-	৬রাকাত	ঐ
৯	বিতর	-	-	-	১-৯রাকাত	১-৯রাকাত	ঐ
১০	তাহাজ্জুদ	-	-	-	১১ বিতর সহ	১১রাকাত	ঐ
১১	তারবীহ	-	-	-	১১ বিতর সহ	১১বিতরসহ	ঐ
১২	ঈদ	-	-	-	২রাকাত	২রাকাত	ঐ
১৩	জানাযা	-	-		১রাকাত	১রাকাত	ঐ
১৪	ইস্তিখারা	-	-	-	২রাকাত	২রাকাত	ঐ

টীকা ঃ (ক) ফজর নামায- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন ঃ ফজরের ২ রাকাত সুন্নাত দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছুর চেয়েও বেশী উত্তম ও শ্রেয়- (মুসলিম, মিশকাত)। ১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন ও ২য় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়ার কথা হাদীসে আছে- (মুসলিম, মিশকাত)।

(খ) ইশরাক ঃ ইশরাক অর্থ উজ্জল। সূর্য্য একটু উজ্জল হওয়ার পর এ নামায পড়তে হয়। সেজন্য এ নামাযকে ইশরাকের নামায বলা হয়। নবী

www.pathagar.com

(স.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়ার পর স্বীয় স্থানে বসে যিকির আযকার ও দু'আ দরুদে সূর্য উদয় পর্যন্ত মগ্ন থাকবে, অতঃপর ভালভাবে সূর্য উঠে গেলে দু'রাকাত নামায পড়বে তার জন্য একটি পরিপূর্ন হজ্জ ও উমরার সওয়াব রয়েছে। (তিরমিযী সহীহ)

(গ) চাশত ঃ 'চাশত' শব্দটি ফার্সী শব্দ। চাশত নামাযকে আরবীতে 'সলাতুয-যুহা বলা হয়। 'যুহা শব্দের আভিধানিক অর্থ সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যাওয়া। শরীয়তের দৃষ্টিতে সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে মধ্যহ্নের পূর্ব পর্যন্ত যে নামায পড়া হয় তাকে সালাতুয-যুহা বা চাশতের নামায বলে। এ নামায সালাতুল আওয়াবীন বলেও পরিচিত। আওয়াবীন আরবী শব্দ। এর অর্থ অনুতপ্ত হওয়া, শরিয়তের পরিভাষায় নিজ অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তা থেকে পরিত্রান পাওয়ার লক্ষ্যে যে নামায পড়া হয় তাকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়।

রাসূল (স.) বলেছেন ঃ 'সালাতুল আওয়াবীন তখনই পড়বে যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রে পুড়ার কারণে উত্তপ্ত বালু থেকে পলায়ন করে। (মুসলিম, মিশকাত-১১৬ পৃঃ বাংলা মিশকাত তৃতীয় খন্ড ২০৫ পৃঃ হা নং-১২৩৭। এ হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, সালাতুল আওয়াবীনের সময় যুহা নামাযেরই অনুরূপ।

দুই থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত চাসতের নামায পড়া যায়। (নায়লুল অওত্বার ২য় খন্ড ৩০৯ পৃঃ বাংলা মিশকাত ৩য় খন্ড ২০৬ পৃঃ হাঃ নং-১২৪০)

(ঘ) যোহর- যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে ৪ রাকাত ও পরে ৪ রাকাত নামায সর্বদা আদায় করবে, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করবেন। (আহম্মদ, তিরমিযী, আবু দাউদ,নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

(ঙ) জুম্মাহ- আবু লুবাবাহর (রা.) বর্ণনায় রাসূল (স.) বলেন ঃ নিশ্চয় জুমআর দিন অন্যান্য দিনগুলোর সর্দার এবং আল্লাহ তাআলার নিকটে মহান দিন। আর এই দিন ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও আল্লাহর নিকটে মহান। (ইবনে মাযাহ, মিশকাত, আলবানী ১ম/৪৩০ প্রঃ

www.pathagar.com

সনদ হাসান)। এই দিনে আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে ও এই দিনেই তাঁকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আর এই জুমআর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এই দিনে নির্দিষ্ট একটা সময় আছে যখন বান্দার দোয়া কবুল করা হয়। বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ রয়েছে বিধায় দোয়া কবুলের আশায় জুমআর দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিকির-আযকার এবং দোয়া-দরুদ পাঠেরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

জুমআ প্রত্যেক বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন শহরবাসী কিংবা গ্রামবাসী সকলেরই উপর ফরয (সূরা জুমআ-৯)। কিন্তু গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপরে জুমআ ফরয নয়। (আবু দাউদ, দারক্যুনী, মিশকাত হা/১৩৭৭)। তবে ইচ্ছা করলে পড়তে পারবে। অন্যথায় তারা যোহরের নামায আদায় করবে।

জুমআর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে সাধ্যমত উত্তম পোষাক পরে ও সুরমা-সুগন্ধি লাগিয়ে আগেভাগে আযান হওয়ার পূর্বেই মসজিদে পৌঁছাবে (বুখারী ১/১২১ পৃঃ)

মসজিদে ঢুকে প্রথমে দু'রাকাত দাখিলা নামায (তাহইয়াতুল মাসজিদ) না পড়ে কখনও বসবে না (বুখারী ১/১৫৬ পৃঃ)। এমনকি ইমাম খুৎবা শুরু করে দিলেও সংক্ষেপে ২ রাকাত দাখিলা নামায পড়ে তারপর বসবে (মিশকাত ২০/১৪১১, মুসলিম)। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন ঃ জুমআ পরিত্যাগকারীদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন। অতঃপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। (মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০)

জুমআর দিন প্রায়ই লক্ষ করা যায়, কাতার চিরে বা মুসল্লিদের ঘাড় টপকিয়ে সামনের কাতারে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। এটা কঠিন গুনাহের কাজতো বটে, ইহা অসৌভনীয়ও। খুতবার সময় কারো সাথে কোন কথা বলা, কোন কাজ করা বা ইশারা ইঙ্গিত করা সর্ম্পর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এরূপ করলে জুমআর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। (বুখারী ১ম ১২৭-১২৮ পৃঃ) খুৎবার আগ পর্যন্ত যেটুকু সময় পাওয়া যায় তার মধ্যে সাধ্যানাসারে

www.pathagar.com

২ রাকাত করে যে কয় রাকাত সুন্নাত পড়া যায় পড়বে। নবী করীম (স.) জুম্মাহর আগে নির্দিষ্ট করে কোন সুন্নাতের কথা বলেন নি। তবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেহ কেহ ২ রাকাত থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত সুন্নাত পড়েছেন। (ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড) খুৎবার আগ পর্যন্ত যত ইচ্ছা ও সম্ভব সুন্নাত পড়া যেতে পারে। (বুখারী, মুসলিম) জুমআর পরে ৪ রাকাত সুন্নত পড়ার হাদীস আছে। (মুসলিম, তিরমিযী)। তারপর নীরবে বসে দু'আ দরুদ ও যিকির-আযকার বা কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকবে। অতঃপর খুৎবা শুরু হলে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনবে।

আল্লাহপাক আমাদের সকলকে জুমআর নামাযের আদব ও সৌন্দর্য রক্ষা করে এই বিশেষ দিনে বেশী বেশী করে আমাদের গুনাহ গুলিকে মাফ করে নেওয়ার এবং বেশী বেশী করে সওয়াব হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(চ) আসর ঃ যে ব্যক্তি আসরের ফরযের আগে ৪ রাকাত সুন্নাত পড়বে, আল্লাহর দয়া তার উপর বর্ষিত হবে। রাসূল (স.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দেয়, তার আমল নষ্ট হয়ে যায়। (বুখারী, মিশকাত-৬০)

(ছ) মাগরিব- নবী করীম (স.) বলেন ঃ তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়, তৃতীয়বার বললেন যে ইচ্ছা করে সে পড়বে। (বুখারী, মুসলিম)। মাগরিবের ফরযের পরে ২ রাকাত সুন্নাতের প্রথম রাকাতে ফাতিহার পর সূরা কাফেরুন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া উত্তম।

(জ) এশা- এশার ফরয নামাযের আগে দুই রাকাত দাখিলুল মসজিদ বা তাহইয়াতুল অযুর নামায ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ করে জামা'আত শুরু হতে দেরি থাকলে দুই রাকাত দাখিলা মসজিদ পড়ে বসে তাসবীহ তাহলীল অথবা কুরআন তিলাওয়াত করাটাই উত্তম ও ফজিলতের কাজ।

(ঝ) বিতর- 'বিতর' অর্থ বেজোড়। বিতর মূলতঃ এক রাকাত। এক রাকাত বিতর আল্লাহর রাসূল (স.) নিজে পড়েছেন এবং এক রাকাত বিতর পড়ার জন্য হুকুমও করেছেন (বুখারী, মুসলিম) আয়েশা (রা.)

www.pathagar.com

বলেন ঃ রাসূল (স.) এক রাকাত দ্বারা বিতর করতেন- (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৮৫)।

১,৩,৫,৭,৯ রাকাত পর্যন্ত বিতর পড়া যায় এবং তা প্রথম রাত্রি, মধ্যরাত্রি ও শেষ রাত্রি সকল সময় পড়া জায়েজ। (মুত্তাফাক আলাইহি, মিশকাত হা/১২৬১)

যদি কেহ বিতর পড়তে ভুলে যায় অথবা বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে স্মরণ হলে অথবা ঘুম থেকে জেগে উঠার পরেই তা আদায় করতে হবে। (আবু দাউদ), মিশকাত, মিরাআত ২/২০২)।

বিতর অবশ্য পালনীয় সুন্নাত নামায। বিতরের কুনুত সারা বছর পড়া যায় (মিশকাত হা/১২৯১-৯২)। রুকুর আগে ও পরে দু-ভাবেই কুনুত পড়া যায়, তবে সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগই রুকুর পরে কুনুত পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَايُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَايَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَايَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাহদেনী ফী-মান হাদায়তা ওয়াফেনী ফী-মান আ-ফায়তা ওয়াতাওল্লানী ফী-মান তাওল্লায়তা, ওয়াবারেকলী ফী-মা আ'তায়তা ওয়াকেনী শাররা মা কাযায়তা ফাইন্নাকা তাকযী ওয়ালাইউকযা আলায়কা, ফাইন্নাহু লা-ইয়াজিল্লু মান ওয়ালায়তা ওয়ালা ইয়াইজ্জু মান আ'দায়তা, তাবারাকতা রব্বানা ওয়া তায়ালায়তা, ওয়াসাল্লাল্লাহু আলান্নাবী।

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেদায়েত দান করুন হেদায়েত দানকারীদের মাঝে (যাদেরকে আপনি হেদায়েত দান করেছেন তাদের

www.pathagar.com

অন্তর্গত করুন) এবং আমাকে নিরাপদে রাখুন ঐ দলের মাঝে যাদের আপনি নিরাপদে রেখেছেন (দুনিয়া এবং আখেরাতের বিপদ- হতে) এবং আপনি আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন যাদের আপনি তত্ত্বাবধান গ্রহণ করেছেন এবং আপনি যা আমাকে দান করেছেন তাতে কল্যাণ ও বরকত দান করুন এবং আপনি আমাকে রক্ষা করুন অকল্যাণ হতে যা আপনি আমার জন্য ফয়সালা করেছেন। নিশ্চয় আপনি ফয়সালা করেন এবং আপনার উপর কোন ফয়সালা করা হয় না। আপনি যার বন্ধু তাকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। আর আপনি যার বিপক্ষে (শত্রুতা করেন) তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি বরকতময়, সুমহান হে আমার প্রভূ! এবং নবী (সা.) এর উপর আল্লাহর করুনা ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।' (আহমাদ, সুনানে আরবা)

বিতর নামাযের সালামান্তে তিনবার 'সোবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' পড়তে হয় এবং শেষের বারে জোরে বলতে হয় (নাসায়ী)। নবী (স.) বিতর পড়ে দুই রাকাত নফল নামায বসে পড়তেন। ইহা নবীর জন্য খাস। উম্মতেরা দাড়িয়ে পড়বে।

(ঞ) তাহাজ্জুদ ঃ এ নামাযকে 'সালাতুল লায়ল' বা রাতের সালাত বলা হয়। এ সালাত বা নামায নফল হলেও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নামায। এ প্রসঙ্গে একটা হাদীসের কথা উল্লেখ করা যায়। হাদীসটি হচ্ছে- ফরয নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায হল রাতের নামায। (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)।

তাহাজ্জুদ শেষে তিন রাকাত বিতর পড়তে হয় (মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪৮)। নবী করীম (স.) তাহাজ্জুদের নামায তিন রাকাত বিতরসহ মোট ১১ রাকাত পড়তেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, বুলুগুল মারাম)?। এ নামায রাত্রি ১টার পর থেকে ফজরের নামাযের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়।

তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠেই নবী করীম (স.) নিচের দোয়াগুলি ১০ বার করে পাঠ করতেন ঃ

(১) আল্লাহু আকবার। (অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)।

www.pathagar.com

(২) আলহামদুলিল্লাহ (অর্থ- সকর প্রশংসা আল্লাহর জন্য)

(৩) সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী (অর্থ- প্রশংসার সহিত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(৪) সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস (অর্থ- পাক পবিত্র বাদশারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি)

(৫) আসতাগফিরুল্লাহ (অর্থ- আমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী)

(৬) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই)

(৭) আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যীক্বিদ দুনিয়া ওয়া যীক্বি ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ- (অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি ইহকাল ও পরকালের দুর্যোগ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (আবু দাউদ, মিশকাত)

কোন কারণ বশতঃ (যেমন ঘুমের কারণে অথবা অসুকের কারণে) যদি রাতে তাহাজ্জুদ ছুটে যায়, তবে ঐ নামায দিনের বেলায় পড়ে নিতে হবে। ফজরের নামাযের পর হতে যোহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত তা পড়ার বিধান আছে। (মুসলিম, আবু দাউদ, কানযুল ওম্মাল)

(ট) তারাবীহ ঃ তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ এ দুই নামাযকেই 'সালাতুল লায়ল' বা রাতের নামায বলা হয়। রমযান মাসে এ নামাযকে তারাবীহ এবং বাকী ১১ মাসে এ নামাযকে তাহাজ্জুদ বলে। এ দুই নামায মূলতঃ একই নামায। রমযান মাসে এ নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এশার নামাযের পর হতেই এবং বাকী এগারো মাসে এ নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় অর্ধেক রাত্রি গড়ে যাওয়ার পরে। রমযান মাসে তারাবীহ পড়ার পর তাহাজ্জুদ পড়ার কোন প্রমাণ কুরআন হাদীসে নেই।

তারাবীর নামায খুবই গুরুত্বপূর্ন এবং এর ফজিলতও খুব বেশি। একটি হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসের রাত্রিতে ঈমান ও সতর্কতা সহকারে নামাযে দন্ডায়মান হয়, তবে পূর্বের সব গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

তারাবীহর নামায ৮ রাকাত। নবী করীম (স.) ৮ রাকাত তারাবীহ পড়েছেন যা একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তারাবীহর নামাযের

www.pathagar.com

সময় হচ্ছে এশার নামাযের পর হতেই। এ নামায দীর্ঘ করে পড়া উত্তম। সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের ওয়াক্ত বলবৎ থাকে (মুসনাদে আহাম্মদ ৫ম খন্ড ৭৩৮ পৃঃ)। তারাবীর নামায সুন্নাত ।কেননা রাসূল (স.) সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে জামাআত করে এ নামায পড়েছেন। (বাংলা বুখারী ২য় খন্ড ২৭৯ পৃঃ বাংলা মিশকাত ৩য় খন্ড ১৯৩ ২০/১২১১)

(ঠ) ঈদ ঃ

ঈদের নামায দুই রাকাত। ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ঈদুল আযহার (কুরবানীর ঈদ) নামায তাড়াতাড়ি এবং ঈদুর ফিতরের নামায কিছু দেরি করে পড়তে হয়। তবে ঈদুর ফিতরের নামায বেরা ৯টা থেকে ১০ টার মধ্যে এবং ঈদুল আযহার নামায সকাল ৭টা থেকে ৮ টার মধ্যে পড়া উত্তম। অবশ্য উভয় নামাযের শেষ সময় বেলা মাথার উপরে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। ঈদের নামায জামা'আত করে মাঠে পড়া সুন্নাত। ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি কারণে নামায মাঠে পড়া সম্ভব না হলে শহর বা গ্রামের মসজিদে পড়বে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মিশকাত০ ১২৬-১২৭)। ঈদের দিন নতুন জামা-কাপড় বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে সুরমা/আতর লাগিয়ে নামায পড়তে যাওয়া সুন্নাত। তবে মহিলাদের সুগন্ধি জিনিস ব্যবহার করে নামাযে যাওয়া নিষেধ। (ফিকহুস-সুন্নাহ- ২৯৮ পৃঃ)। ঈদের নামাযের আগে ও পরে কোন নামায নেই। (বুখারী, মুসলিম)। এই নামাযের জন্য আযান ও ইক্বামত দিতে হয় না। (মুসলিম, মিশকাত)। নিশ্চয়ই নবী করীম (স.) ১২ তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়েছেন। (তিরমিযী, দারেমী, ইবনে মাযাহ)। রাসূলুল্লাহ (স.) ঈদুল ফিতরে কিছু খেয়ে মাঠে যেতেন এবং ঈদুল আযহার নামায পড়ে বাড়ীতে এসে কিছু খেতেন (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-১২৬ পৃঃ)। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ, বুলুগুল মারাম ৩৫ পৃঃ)

নিম্নে উল্লেখিত তাকবীর সমুহ পাঠ করতে করতে এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতে হবে এবং একই তাকবীর পড়তে পড়তে অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে নামায শেষে। (বুখারী) ঈদুল ফিতরের নামাযে বাড়ী

www.pathagar.com

থেকে বের হয়েই তাকবীর দিতে থাকবে। আর ঈদুল আযহাতে আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে আরম্ভ করে ১৩ ই যিলহাজ্জের আসর পর্যন্ত তাকবীর বলা চালু রাখতে হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০৫ পৃঃ)

ঈদের তাকবীর ঃ

(ক) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আর আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা।

(খ) আল্লাহ আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসীরা, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও অয়া আসীলা।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ,আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ-মহান। অধিক পরিমানে আল্লাহর প্রশংসা। সকাল-সন্ধ্যায় সার্বক্ষনিক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (ফিকহুস সুন্নাহ ৩০৬)। ঈদের দিন সকাল সকাল গোসল করা সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ)

যে ব্যক্তি ঈদের নামাযে সামিল হতে পারেনি, সে নিজে নিজেই দু-রাকাত নামায পড়ে নিবে। (বুখারী)

ঈদের দিন একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় সালাম মুসাফাহা করে মুসাফাহার দু'আ পড়ে একে অপরকে বলবে 'তাকাব্বাল মিন্না ওয়ামিনকা' (অর্থ- আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এবং আপনার পক্ষ থেকে (ঈদ উৎসব) কবুল করুন। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০৪ পৃঃ)

(ড) জানাযার নামায ঃ জানাযার নামায 'ফরজে কেফায়াহ' (বুখারী, মুসলিম)। উপস্থিত মুসলমানদের কেউ জানাযা পড়লে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। না পড়লে সকলকেই এর জন্য দায়ী থাকতে হবে। এ নামাযের নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। দিনে-রাতে যে কোন সময় পড়া যায়।

জানাযার নামাযের ওয়াজিব হল ছয়টি, যথা- (১) নামায দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আদায় করা (২) চার তাকবীরের সাথে নামায আদায় করা (৩) সূরা ফাতিহা পড়া (৪) দরুদ শরীফ পাঠ করা (৫) মাইয়েতের জন্য খালেছ নিয়তে দোয়া করা, (৬) সালাম ফিরানো।

জানাযার নামাযের পাঁচটি সুন্নাত হচ্ছে- (১) জামায়াতের সহিত নামায আদায় করা, (২) ইমামের পিছনে মুক্তাদিগণ কমপক্ষে তিন কাতারে দাঁড়াবে, (৩) ইমামকে পুরুষ মাইয়েতের মাথা ও মেয়ে মাইয়েতের কোমর বরাবর দাঁড়াতে হয় (৪) হাদীসে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করা (৫) নামায শেষে জানাযা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা। (শারহুল মুনতাহা)। বাকী সব মুস্তাহাব।

রাসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন জানাযায় শরীক হ'ল এবং দাফন শেষে ফিরে এলো, সে ব্যক্তি দুই ক্বিরাত সমপরিমাণ নেকী পেল। প্রতি ক্বিরাত ওহুদ পাহাড়ের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জানাযা পড়ে ফিরে এলো, সে এক ক্বিরাত সমপরিমাণ নেকী পেল। (বুখারী, মুসলিম, মুত্তাফাক আলাইহি)

মাইয়্যেত কোন ব্যক্তিকে অসিয়ত করে গেলে তিনিই জানাযা পড়াবেন। তা না হলে আমীর বা তাঁর প্রতিনিধি অথবা মাইয়্যেতের কোন যোগ্য নিকটাত্মীয়, নতুবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা অন্য কোন মুত্তাকী আলেম জানাযার ইমামতি করবেন। মৃতব্যক্তি দু'জন ব্যক্তির নামেও অসিয়ত করে যেতে পারেন। (শারহুল মুনতাহা, বায়হাকী)।

মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে ১ম তাকবীর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠিয়ে পরে বুকে হাত বাঁধবে। নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস সর্বসম্মতভাবে যঈফ। (তালখীছ পৃঃ ৫৪) ইবনে ওমর (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। অতঃপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। তারপর ২য় তাকবীর বলার পর দরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে এবং ৩য় তাকবীর বলার পর নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে হবে।

www.pathagar.com

"আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়াসগীরেনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনশা-না আল্লাহুম্মামান আহইয়াতাহু মিন্না- ফাআহয়িহী আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমানি।

আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু ওয়া তাফতিননা বাদাহু। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত ছোট ও বড় নর ও নারীগণকে মার্জনা কর। আমাদের মধ্যে তুমি যাদেরকে জীবিত রাখ তাদেরকে ইসলামের উপরে জীবিত রাখিও। আর যাদেরকে মৃত্যু দাও তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করিও। হে আল্লাহ আমাদেরকে এর সওয়াব হতে বঞ্চিত করিওনা এবং তার মৃত্যুর পরবর্তীতে আমাদিগকে বিপদে ফেলিওনা।

মোর্দাকে কবরে শোয়ানোর সময় নীচের দোয়াটি পড়তে হবে-

"বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি"। এখানে 'মিল্লাতির' জায়গায় 'সুন্নাতি' ও পড়া যায়।

অর্থ- একে আল্লাহর নামে ও রাসূলের আদর্শের উপরে কবরে রাখছি। (আবু দাউদ ২য় খন্ড ১০২পৃঃ)

দাফন চলাকালীন সময় নিম্নের দোয়াটি পড়বে।

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি" অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে কবরের আযাব হতে পানাহ চাই। (তালখীছ-৬৫ পৃঃ)

দাফনের পরে নীচের দোয়াটি পড়া উত্তম।

"আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া ছাব্বিতহু"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন। (আবু দাউদ, ফিকহুস সুন্নাহ)

www.pathagar.com

দুহাত একত্রিত করে তিন মুষ্টি মাটি দেয়া সুন্নাত।

মাটি দেয়ার সময় কোন নির্দিষ্ট দোয়া সহীহ হাদীস হতে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই 'বিসমিল্লাহ' বলেই মাটি দিবে। এই সময় "মিনহা খালাক্বনাকুম, ওয়াফীহা নুয়িদুকম, ওয়ামিনহা নুখরেজুকুম তারাতান উখরা।" (সূরা ত্বাহা-৫৫) আয়াতটি পড়া ঠিক নয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে "আমি তোমাকে এটা (মাটি) হতে সৃষ্টি করেছি এবং এতেই ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। আর দ্বিতীয়বার এটা হতে বের করে নিয়ে আসব।" এ আয়াতের কথাগুলি কি মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা বুঝায়? না! তবে জীবিত অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আয়াতের মর্মার্থের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত যাতে মৃত্যুকে সর্বদা স্বরনে থাকে। মৃত্যুকে স্বরনে রাখলে অন্যায় ও পাপ কার্য থেকে বিরত থাকা যায়।

মৃত্যুর পর প্রচলিত যে সমস্ত বিদআত আমাদের সমাজে বাসা বেঁধে আছে সেগুলি অবশ্যই আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত। এসব বিদআতের মধ্যে অন্যতম হল- (১) মৃত ব্যক্তির শিয়রে বসে কুরআন শরীফ তেলওয়াত করা (তালখীস-৯৭) (২) চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেড়া, মাথা ন্যাড়া করা, দাঁড়ি-গোঁফ মুন্ডন না করা। দেয়ালে মাথা ঠুঁকে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি (৩) শোক দিবস পালন করা, শোক সভা করা ও এজন্য খানা-পিনার আয়োজন করা (৪) মসজিদের মিনারে বা বাজারে শোক সংবাদ প্রচার করা (৫) জানাযার পিছে পিছে উচ্চ স্বরে যিকির, তেলাওয়াত করতে করতে চলা (৬) দাফন না করা পর্যন্ত মৃত্যের পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা। (৭) জানাযা শুরুর প্রাক্কালে মৃত ব্যক্তি কেমন ছিলেন বলে জিজ্ঞেস করা (৮) কবরে লাশের উপর গোলাপ পানি ছিটানো (৯) মৃত ব্যক্তির ঘরে ৩ (তিন) রাত বা ৪০ (চল্লিশ) রাত ব্যাপী আলো জ্বেলে রাখা। (১০) কবরের উপর শামিয়ানা টাংগানো (১১) কবরের গায়ে মৃতের নাম ও তারিখ লেখা (১২) কবরে চুম্বন করা (১৩) কবরে মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়া (১৪) ৪০ দিন পর বড় ধরনের খানা পিনার ব্যবস্থা করা (১৫) কবরকে মাযার বা

www.pathagar.com

ের স্থান বানিয়ে রীতিমত তীর্থস্থানে পরিণত করা। (তালখীস--৭৫, ৯৭-১০৯)

এতদ্ব্যতীত কবরকে উপলক্ষ্য করে উপ-মহাদেশে হরেক রকমের শিরক ও বিদআতী আক্বীদা ও রসম-রেওয়াজ চালু রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশ রয়েছে যে, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ অর্থাৎ মেলার স্থানে পরিণত করিওনা।" (নাসায়ী, আবু দাউদ, মিশকাত)।

(ঢ) ইস্তিখারার নামায ঃ গুরুত্বপূর্ণ ভাল কাজ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও সে কাজটি করতে যদি দোদুল্লমান অবস্থার সৃষ্টি হয় অথবা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে, তখনই ইস্তিখারার মাধ্যমে কাজটির ভাল-মন্দ জানার জন্য আল্লাহ পাকের সাহায্য কামানা করা হয়।

নবী করীম (স.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইস্তিখারাহ নামায আদায় করে, সে নিরাশাগ্রস্থ হয় না। পরামর্শ কাজ করলে লজ্জিত হতে হয় না। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, আদম সন্তানদের জন্য এটা একটা সৌভাগ্য যে, তারা আল্লাহর নিকট ইস্তিখারা করে। (তিরমিযী, কানযুল ওম্মাল ৭ম খন্ড ৫৭৯ পৃঃ)

এ নামাযের নিয়ম হল উত্তমরূপে অজু করে দু'রাকাত সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন একটি সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে। সালামান্তে হামদ ও দরূদ পাঠ করবে। যেমন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহিল কারীম। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করতে হবে- ইনশাআল্লাহ স্বপ্নের মাধ্যমে হোক বা তন্দ্রার মাঝে হোক উক্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা যাবে। দু'আটি হচ্ছে- "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখিরুকা বিইলমিকা ওয়া আসত্বাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসয়ালুকা মিন ফজলিকাল 'মাজীমি ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ানাআক্বাদিরু ওয়াতালামু ওয়ালা আ'লুমু ওয়া আনতা আল্লামুল গুউ-বি, আল্লাহুম্মা ইনকুনতা তা'লামু আন্না হাজাল আমরা যয়রুন লী ফিদীনী ওয়া মা আলী ওয়া আক্বিবাতি আমরি ওয়া ফি আ-জিলি আমরি ওয়া আজলিহি ফাক্বদিরহুলী ওয়া ইয়াস মিরহুলী সুম্মা বা-রিকলী ফীহি ওয়াইনকুনতা

www.pathagar.com

তা'লামু আন্না হাজা-ল আমরা শাররালী ফীদীনী ওয়া মায়াশি ওয়া আক্বিবাতি আমরি ওয়া ফী আ-জিলি আমরী ওয়া আ-জিলিহী ফাসরিফহু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু ওয়াক্বদিরলী আলখয়রা হায়সু কা-লা সুম্মারজিনী বিনী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি সর্বজ্ঞাতা, তাই আমি তোমার কাছে মঙ্গল কামনা করছি। তোমার শক্তির ভান্ডার হতে শক্তি চাচ্ছি ও করুণা প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তুমি শক্তিধর আর আমি দুর্বল। তুমি মহাজ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ, তুমিই তো সর্বজান্তা। হে আল্লাহ যদি এই কর্মের মধ্যে আমার দীন ও দুনিয়ার, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিহিত থাকে তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে সহজতর করে দাও এবং এতে সমৃদ্ধি দান কর। আর যদি এই কর্মের মধ্যে আমার দীন ও দুনিয়ার ইহ ও পরকালের অকল্যাণ থাকে, তবে এটা হতে দুর রাখো এবং যেখান থেকে হোক আমার জন্য মঙ্গলজনক কর্ম নির্ধারণ করে আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও। (বুখারী, মিশকাত ১১৬ পৃঃ, বাংলা তিরমিযী ১ম খন্ড, ৩৪৭-৩৪৮ পৃঃ হাঃ নং-৪৫২)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আল-ফুরকান পাবলিকেশনের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বইঃ

- ☞ গুনাহ
- ☞ ঈমানী দুর্বলতা
- ☞ ফিকহ মুহাম্মদী
- ☞ মুসলমানকে যা জানতেই হবে
- ☞ পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম
- ☞ জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা
- ☞ আল-কুরআনের অভিনব অভিধান
- ☞ বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামায়াত
- ☞ ইসলাম সবার জন্য অমুসলিম ভাইবোনেরা ভেবে দেখবেন কি?
- ☞ রসূলুল্লাহর (সা.) জীবনে জিহাদ ও তার শিক্ষা
- ☞ আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস
- ☞ আলোর পরশে আলোকিত মানুষ
- ☞ আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু
- ☞ ইসলামে ইবাদতের পরিধি
- ☞ মাখলুকাত ও রাবুবিয়াত
- ☞ ফতওয়া গুরুত্ব প্রয়োজন
- ☞ বেহেশতের সরল পথ
- ☞ মিনহাজুত্ তালেবীন
- ☞ প্রেম যোগ জ্ঞান
- ☞ সহীহ হজ্ব শিক্ষা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই

গুনাহ
ফিকহ্ মুহাম্মদী
ঈমানী দুর্বলতা
প্রেম যোগ জ্ঞান
মিনহাজুত তালেবীন
কিয়ামতের আলামত
মাসায়েলে হজ্ব ও উমরা
মাখলুকাত ও রাবুবিয়াত
তাফসীর ফাতহুল মাজীদ
ইসলামে ইবাদতের পরিধি
ইসলামকে সহজভাবে জানা
পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম
আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু?
মুসলমানকে যা জানতেই হবে
জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা
আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস
আল-কুরআনের অভিনব অভিধান
রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে জিহাদ ও তার শিক্ষা
বিশ্ববরেণ্য আলেমদের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামায়াত
ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সূরাতুল আসরের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব

আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল ঃ ০১৭১৪০১৫৯৭৭, ০১৭১৩২৬৫৯৮৫